মনোরমা নাটক।

শ্রীমদনমোহন মিত্র

প্রণীত।

"——, in the flowers that wreath the sparkling bowl,
Fell adders hiss, and poisonous serpents roll."

Prior.

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৩।

মূল্য ১) এক টাকা।

উপহার।

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত জয়গোপাল ঘোষ বি, এল,

অভিন্নহৃদয়েষু।

সহৃদয় জয়গোপাল !

যে উদ্যানে মানব-দুষ্প্রাপ্য পারিজাতপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দেবকুলের হৃদয়কে মোহিত করিয়া থাকে, সেই সুরম্য নন্দন কাননে জাঁতি ফুল কি স্থান পায় ? যে উদ্যান গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্প সমূহের সৌগন্ধে মানব মনকে একেবারে প্রফুল্লিত করে, সেই মনোহর-পুষ্প-কাননে ভাঁটফুল কি আদরণীয় হয় ? কখনই না। ভাই ! ইদানীন্তন্ কবিদিগের প্রণীত উৎকৃষ্ট পুস্তক সকলের নিকট আমার "মনোরমা" ভাঁটফুলের স্বরূপ, সাধারণের নিকট ঘৃণার হইলেও তোমার কাছে ত্যজ্য হইবার নহে।

জয়নগর।
১২৭৮
৬ই চৈত্র।

তোমারই
শ্রীমদনমোহন মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

চুনিলাল ঘোষ	জমিদার।
মন্মথ	মনোরমার স্বামী।
হরিহর মতিলাল	চুনির পারিষদ।
বসন্ত	সৌদামিনীর স্বামী।
সারদা	রমণীর স্বামী।
কেদার	মনোরমার সহোদর ভ্রাতা।
বিনোদ	মনোরমার পিতা।
কালীশঙ্কর	বিনোদের সহচর।
ভোলা	চুনির ভৃত্য।

স্ত্রী।

মনোরমা	মন্মথের স্ত্রী।
এলোকেশী	মনোরমার ঠান্দিদি।
সৌদামিনী	মনোরমার গোলাপ।
রমণী	মনোরমার সই।
ভাবিনী	কালীশঙ্করের কন্যা।
মুক্তকেশী	মনোরমার কনিষ্ঠা ভগিনী।
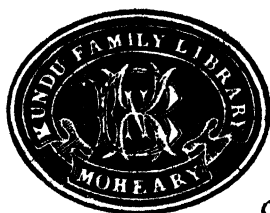
মনোরমা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

ঘোষেদের খিড়কির পুষ্করিণী।

রমণী ও ভাবিনীর প্রবেশ।

রমণী। দেখ্‌লে তো ভাই, খিরীর মার অবস্থা দেখ্‌লে ত, শ্বাশুড়ি মাগীটাও বা কি গা? কেমন করে নিশ্চিন্ত রইল?

ভাবি। ছিঃ ভাই, আর ও কথা শুন্তে ইচ্ছা করে না। কাল্‌ আমি খিরীর মার কথা মনে করে কত কেঁদেচি, অমন ভাতারের ঘর করার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।

রমণী। সে যাহক বৌঠাকুরণ এখন কোথায়, তিনি কি বেঁচে আছেন?

ভাবি। বাবা বলেছিলেন বৌ মা উদ ব, ঐ যে কি আস্‌-চেনা উদ ব—

রম। ওকি তুই ক্ষেপ্‌লি না কি, উদ ব কি, ভেঙ্গে বল না বেওরাটা কি, পুরুষের কথা কি তুই বল্‌তে পার্‌বি?

ভাবি। গলায় দড়ী দিতে গিয়েছিল, তা ঐ বেচু বামনের কোন্ বৌ দেখে তাদের বাড়িতে নিয়ে রেখেচে।

রম। খির কোথায়, সে কি তার মার সঙ্গে গিয়েছে। আহা বাছার কথা মনে হলে আমাদেরো কান্না পায়, বাছা অত্যন্ত শিশু।

ভাবি। দিদি সে দুঃখের কথা তোমাকে আর কি বলে জানাব, যখন বৌঠাকুরণকে দাসীটা হাত ধরে বার করে দিলে, তখন খিরর কান্না দেখে আমরাও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম, খির বল্‌তে লাগ্‌লো, ওমা ঝি তোকে কোথায় নেযায়, তুই কাঁদ্‌চিস কেন ও ঝি আমার মার সঙ্গে তুই অমন কর্‌ছিস কেন? ওমা দাঁড়া, আমি তোর সঙ্গে যাই, আমি ভাত খেয়ে যাই, ও ঝি আমার মাকে ছেড়ে দে।

রম। হা বিধাতা! তুমি সব কর্‌তে পার, তোমার অসাদ্ধি কিছুই নাই। আর ও কথা বলিস্‌ নে ভাই, খিরর কান্না শুনে আমার কান্না আস্‌চে। তার পর কি হলো?

ভাবি। তার পর আর কি বল্‌বো, আমার মুণ্ডু হলো, খিরর অমন কাৎরাণী দেখে সাক্ষেৎ কলি অবতার, তার বাপ্‌, আরে মোলো এ সয়তানি যে আবার দেখ্‌তে পাই মন্দ নয়, বোলে একটা ধাক্কা মেরে জানে বাচ্ছা আজ গাড়্‌বো, বলে খিরকে একটা ঘরে শিকল দে রাখ্‌লে।

রম। (আশ্চর্য্যান্বিতা হয়ে)—

অবাক্ দিদী বাক্ সরে না,
চুপ্ কর বোন্ আর বল না,

হাঁ ছোট বৌ তোমার কি এ পাপ্ কিছুতে মোচন হবে ? তোমা হতে গৃহলক্ষ্মী গৃহ হতে কেঁদে বেরুল, উঃ দুই সতিনে ঘর করা কি মহাপাতক ! তার পর খিরর মা একা কি কর্ত্তে লাগ্‌লো ?

ভাবি। তার পর খিরর মা যেন মণিহারা ফণির মতন করে আছাড় পাছাড় খেতে লাগ্‌লো, আর কেঁদে কেঁদে, মা খির, ওমা তুমি যে আমার অন্ধের নড়ি, তুমি কোথা গেলে তুমি যে আমার অতি অভিমানি, ছেলে ছেলে ঝগ্‌ড়া করে কেউ একটী কথা বল্লে তুমি দৌড়ে আমার কাছে যে কেঁদে আস্‌তে, ওমা আজ্ তুমি কত মার খাচ্চ, কত গলাটিপী খাচ্চ, তুমি কি এখনো বেঁচে আছ, হা জগদীশ্বর ! বলে অচৈতন্য হয়ে পড়্‌লো।

রম। কি সর্ব্বনাশ, এমন কি আর কারু হয়গো, তবে খির বুঝি বেঁচে নাই।

ভাবি। বেঁচে আর কেমন করে থাকে, আহা বাছাকে যখন ঘরের ভিতরে বন্দ কল্লে, তখন খিরর কান্না শুনে এখনো আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে, বাছা যেন পথহারা হরিণী শাবক, কতই কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ও বাবা তুমি আমাকে মার্‌চ কেন, আমি কি করেচি, আমার মার কাছ থেকে কোথায় নেযাও আমায় ছেড়ে দাও।

রম। তা ছোট গিন্নি কি কত্তে লাগ্‌লো।

ভাবি। ছোট গিন্নির যদি তামাসা দেখ্‌তে ভাই, তিনি আহ্লাদে কত তামাসা কত ঠাট্টা সেই খিরর সঙ্গে

জান্‌লা দিয়া কর্‌তে লাগ্‌লেন, ওরে মেয়ে তোর খিদে পেয়েচে বটে? বড় যে রাত না পোয়াতে পোয়াতে খাবার দে দে কর্ত্তিস্‌, আজ্‌ কেমন তোর মা শ্বশুর বাড়িতে যায়, দেখ্‌বি নে?

রম। আ মলো, সান্‌কির উপরে যে বজ্রাঘাৎ, তা খির কি বল্লে?

ভাবি। খির ছেলে মানুষ, সে কেবল কেঁদে কেঁদে না মা আমি খাবার চাইনে, আমার মার কাছে তুমি নে যাও, আমি মাকে দেখ্‌বো, বল্‌তে লাগ্‌লো।

রম। বাপ্‌ অনেকের আছে, কিন্তু এমন বাপু কোথাও দেখিনি, খিরর বাপ মদ খায় নাকি?

ভাবি। মদ না খেলে এতদূর কি নিষ্ঠুর হতে পারে? শুনেচি বাবুর নাকি রোজ এক বোতলে হয় না, যত ঐ পাড়ার এঁচোড়ে পাকা ছেলেগুল বাবুর ইয়ার, বাবুর এতদিনে ছেলে হলে প্রপৌত্রের মুখ দেখ্‌তেন, বয়েসে গাছ পাথর নেই, সেটের কোলে এই সেটের ঘরে পা দিয়েছেন।

রম। আর ভাই ঠক বাচ্‌তে গাঁ উজড়, কাকেই বা ভাল বলি, দেখ দেখি বোসের বাড়ির সোণার প্রতিমে মনোরমার কি দশাই হয়েছে, সেওত এই পোড়া মদের জ্বালায় জ্বল্‌চে।

ভাবি। হ্যাঁ ভাই সত্তি: এমন যে মনোরমা সে একেবারে সেই হয়ে গেচে, আর সে রকম সে কারুর সঙ্গে হেঁসে কথা কয় না, বড় একটা কারু বাড়িতে যায় না, কেবল বাড়িতেই নিয়ত থাকে।

রম। শুনেচি তার ভাতার নাকি বড় লেখা পড়া জানে, কিন্তু মদটা অতিরিক্ত খায়।

ভাবি। লেখা পড়া জেনে আর ফল হলো কি? বরং বিপরীত হয়ে দাঁড়য়েছে।

রম। বিপরীত কেন?

ভাবি। সমস্তদিন মদ খেয়ে কাটায়, বিষয় আশয়, কিছু দেখে না, সব নষ্ট হচ্চে, বাবা বলেচেন বসেদের জামাই মন্মত শীগ্‌গীর কষ্ট পাবে।

রম। মনোরমা ছেলে বেলা ভাই আমাদের পাড়ায় খেলাতে আস্‌ত, কিন্তু এখন একবারো দেখ্‌তে পাই না।

ভাবি। এখন আর আস্‌বে কি? এখন অত্যন্ত মনঃকষ্টে আছে, স্বামী অত্যন্ত মাতাল হয়ে পড়েছে, মনোরমাকে এক-বারও মনে করে না, দেখে না, ও অনেক দিন এখানে আছে।

রম। কেন বাপের বাড়িতে যে ও এত দিন আছে?

ভাবি। ও শ্বশুরবাড়িতে যেতে চায় না, বলে আমি কি কেবল কাঁদ্‌তে যাব?

রম। কে যেন কি বল্‌চে, (নেপথ্যে) কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ!

এলকেশীর প্রবেশ।

এলো। কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ!

উভয়ে। কেন কেন কি হয়েছে কি হয়েছে?

এলো। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ? ঐ বাবুদের বড় বউ

আজ গলায় দড়ি দিয়েছে আর তার মেয়ে মুখে গাঁজা উঠে মরে গেছে, একেবারে হুল্‌থূল ব্যাপার পড়ে গেছে, বাবু মদ খেয়ে কোথায় পড়ে আচেন, এখন খবর পান নি।

ভাবি। কি? মুখে গাঁজা ভেঙ্গে মরে গেছে? তবে কেউ কিছু খাইয়েছে না কি?

এলো। ধর্ম্ম জানেন ভাই, ছোট গিন্নি নাকি কি খাইয়েছিল, সকলে চল ভাই আমরা যাই, আমাদের আর এখানে থাকা ভাল হয় না।

সকলের প্রস্থান।

প্রস্তাবনা।

বিনোদ বসুর বাটী।

একদিক্ হইতে মনোরমা, অন্যদিক হইতে সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ। এই যে গোলাপ! আমি ভাই তোমাকে আজ্ খুজ্‌তে কোথাও বাকি রাখিনে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

মনো। কেন আমি ঐ ধারের ঘরে বসে পড়্‌তেছিলেম।

সৌ। তোমার হাতে ওখানা কি বৈ?

মনো। এ একখানা কাব্য।

সৌ। এস ভাই আমরা এই ঘরে বসে পড়ি।

মনো। আমার ভাই কিছু ভাল লাগে না।

সৌ। গোলাপ, তুমি কি চিরকালই অম্‌নি করে থাক্‌বে, কারু সঙ্গে কথা কবে না, আমাকে ভাই তুমি পর ভাব, নতুবা একটীও মনের কথা আমায় বলনা? মনের দুঃখ মনে রাখ্‌লে ক্রমশই যাতনার বৃদ্ধি বৈ হ্রাস ত হয় না?

মনো। ভাই, আমার কি সেই নিদারুণ দুঃখ তোমার কোমল মনে ধারণ কর্ত্তে পার্ব্বে? কখনই না, এক বারে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আমার মনের দুঃখ মনে রাখাই ভাল।

সৌ। তুমি যদি ভাই সইতে পার, আমিও কি শুন্‌তে পারিনে—

কহ কহ প্রাণ সখি কহ কি কারণ,
বিষাদে মলিন হেরি প্রফুল্ল বদন।

মনো। গোলাপ আমার যন্ত্রণার কথা তুমি কত শুন্‌বে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে ত আমি সুখী হলেম না। সংসারের সার যিনি, তিনি যখন আমার ভাগ্যে বিরূপ, তখন আর আমার দুঃখের কারণ কেন জিজ্ঞাস ভাই?

সৌ। তা সত্তি অম্‌নি কথায় বলে, স্বামীর সুখে রাজ্য ভোগ, স্বামীর সুখ না থাক্‌লে ত পতিপ্রাণার পক্ষে এ জগতই অন্ধকার, (স্বগত) আহা আমার গোলাপের কথা শুন্‌লে শরীর রোমাঞ্চ হয়, এমন মধুরভাষিণীর অদৃষ্টে কেন যে বিধি বিগুণ,

তা বল্‌তে পারিনে। (প্রকাশ্যে) ভাই স্থির হও, আর বিমর্ষ হইও না।

মনো। গোলাপ, যার পক্ষে বিধি বাম, তার কি কোন দিকে ভাল হয় না? এদিকে শ্বাশুড়ি ননদের সঙ্গে আমার যেরূপে কুলুতে হয়, তা ভাই আর কি বলে জানাব।

সৌ। কেন তোমার পিশ্‌শ্বাশুড়ি ত তোমাকে খুব ভাল বাসেন।

মনো। ভাই সে কথা কি বল্‌বো, শ্বশুর শ্বাশুড়ী আছে, তাই কিছু জাস্তে পার না, আবার স্বামী তাতে সর্বগুণান্বিত, না হলে কত কষ্ট তা জাস্তে। সংসারের মাথা না থাক্‌লে কি অবস্থা ঘটে, তা আবার কি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়। ভাই যন্ত্রণার কথা মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হলে আমার প্রাণবায়ু শুষ্ক হয়, এদিকে সমস্ত দিন সংসারের ঠেশাঠেশী, ঝগ্‌ড়া ঝগ্‌ড়ি শুনে মনে করি যে রাত্রে প্রাণেশের মুখ দেখে সব ভুলে যাব, কিন্তু তায় বিপরীত ফল হয়।

সৌ। কেন সংসারের এমন বিশৃঙ্খল হয় কেন? তোমার পিশ্‌শ্বাশুড়ী ত খুব গিন্নী।

মনো। কি বল্‌বো গোলাপ, তোমাকে আমার সহোদরার চেয়ে আপনার দেখি, তাই তোমার নিকট মনের কথা কিছু গোপন রাখি নে, ভাই, কি বল্‌বো, মাথা নেই যার তার আবার মাথা বেথা কি, সংসারের কর্ত্তা যিনি, তিনি মদ খেয়ে বিষয় নষ্ট কর্ত্তে লাগ্‌লেন, এদিকে সকলেই লুটে নিতে চান, তার বিঘ্ন হলেই পরস্পরে কলহ।

সৌদা। কি কর্ব্বে ভাই, এ বলে এখানে থাক্‌লে তোমার কি আর কিছু থাক্‌বে? একে স্বামীর দশা ঐ, তাতে আবার তুমি যদি এখানে কিছু দিন থাক, তা হলে যে যেখানে পাবে, সব লুটে পুটে খাবে।

মনো। ভাই, যে দিকে ভাবি, সেই দিকেই যেন আমার কপাল পুড়ে গেছে। আমাদের ভাই কিসের বয়েস যে, এর মধ্যে ঘরকন্না বুঝে নেব। যার জন্যে শ্বশুর বাড়ী থাকা, তাতেই যখন বিধেতা বিমুখ, তখন আমার শ্বশুর বাড়ী চেয়ে বাপের বাড়ীই ভাল।

নেপথ্যে। কেও মন্মথ বাবু! বহুদিনের পর যে, কি মনে করে?

পুঃ-নে। একবার ঠান্‌দিদীকে দেখ্‌তে এলেম্‌। ঠাকুর-দাদা হামাগুড়ি দিচ্চেন কেমন? বুঝ্‌লে ঠান্‌দিদী, এই বুড়-বয়েসে ঠাকুরদাদা আমার ভাল দেখান্‌ টা দেখালেন। ফিন্‌-ফিনে কালা পেড়ে ধুতি পরা, তোফা গোফের বাহার, হাতে ষ্টীক্‌, পায়ে ইংরিজি জুত; ঠিক ষোল বৎসরে ছোক্‌রা। আজ কাল ঠাকুরদাদাকে চেনা ভার। মাইরি ঠান্‌দিদী তুমি কি জাদু জান।

নে। পরস্পর ভালবাসাবাসি থাক্‌লে যে কি হয়, তা ত জান্‌লে না। যাই হক, এখন এস, পরে দেখা হবে এখন।—বগলে কি?

পুঃ নে। অসুধ।

নে। বড় ব্যামো!

[এলোকেশীর প্রবেশ।]

এলো। (স্বগত) এতদিনের পর আমার মনোরমার সকল দুঃখ দূর হলো।

সমর্থ বয়সে, পতি পরবাসে,
তার কি বাঁচনে সুখ।
নারীর উপায়, আসার আশায়,
আঁখি জলে ভাসে বুক॥

একি সামান্য কষ্ট?—যা হক আজ মনোরমার সুখের দিন উপস্থিত!

হেরি আজ পতি মুখ, উথলিবে সব দুখ,
মানভরে মৌনবতী কভু কথা কবে না।
কাঁদিবে কাঁদাবে নাথে সাধাবে সাধিবে না॥
সেই সে সকলি হবে, যার পতি তারি রবে,
আশার সুসারে কিন্তু নিশা ত রহিবে না।
মনের যাতনা মনে রহিবে ঘুচিবে না॥

এই যে মনোরমা সৌদামিনীর সঙ্গে এই দিকেই আশ্চে—

হাসি হাসি মুখ, উল্লাসে উথলে বুক,
বহুদিন পরে সতী পতিধনে পেয়েছে।
এত যে যাতনা ছিল সব যেন ঘুচেছে॥

সৌ। (জনান্তিকে) ঠান্‌দিদীর চেহারা খানি দেখেচ?

এলো। আয় লো মনোরমা এই দিকেই আয়, আজ তোর

সুখের সীমা নাই। সৌদামিনী, অনেক দিনের পর আজ তোর গোলাপ ফুটেছে।

সৌদা। ভ্রমরও যুটেচে।

এলো।

অসহ্য আতপতাপে তৃষিত চাতকী।
সজল জলদে হেরি যেরূপ কুতুকী
হয় লো, তেমতি তোর গোলাপ এখন।
প্রেমাবেশে নবরসে উল্লাসে মগন॥

সৌদামিনী মনোরমার চিবুক ধারণ করিয়া——

মুখ খানি পূর্ণিমা শশী, তাহে মৃদু মন্দ হাসি,
আঁখি দুটী ঢুলু ঢুলু তায়।
লয়ে আজ মনমত, কত শত মন মত,
সরমে মরম টুটে বলা নাহি যায়॥

মনো। সকলে যেন আজ আমায় পাগল পেয়েছে।

এলো।

নাতিনীলো পাগলিনী যাহার লাগিয়া।
মিলেছে সে ধন রাখ অঞ্চলে বাঁধিয়া॥

ভাল মনোরমা আমাদের ভাই মুখের বলা, দুট বল্‌ব, তাও কি তোর সহ্য হয় না।

সৌদা। ঠানুদিদী,

পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ,
সহে না ক কাল ব্যাজ।

মনোরমা আমাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কচ্চে আর পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখ্‌চে ; কত ক্ষণে সূর্য্যি অস্ত হয়। তা আজ পোড়া সূর্য্যি যেখানকার, সেই খানেই রয়েচে, নড়্‌তে চায় না। কি কর্‌ব বোন্ আমরা যদি বিধেতা হতেম, তা হলে নয়, সূর্য্যিকে আজকের মত সরিয়ে দিতেম।

মনো। কেন তোমার তাঁকে বল না, আজকের মত সূর্য্যিকে বগলে তুলুন।

সৌদা। যদি সময় বিশেষে বার করেন ?

মনো। পোড়ার মুখে তা বড় বিচিত্র নয়।

[মুক্তাকেশীর প্রবেশ।]

সৌদা। এই যে মুক্ত এসেচেঁ, হ্যাঁলো মনমত বাবু কি কর্‌চেন ?

মুক্ত। (সহাস্য মুখে) দিদীকে দেখ্‌তে না পেয়ে দিদী দিদী বলে পাগল হয়ে উঠেছেন।

[সকলের হাস্য।]

মনো। আবার এ ছুঁড়ীও জ্বালাতে এলো।

মুক্ত। আমি কি মিছে কথা বল্লেম। মন্‌মত আমায় ডেকে চুপি চুপি বল্লে, সকলকে দেখ্‌তে পাচ্চি অথচ যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, গেল কোথায় ? আমি বল্লেম, দিদী পাড়ায় গেছে। "পাড়ায় কেন" "তুমি এস না, তা দিদী পাড়া কর্‌বে না ত কি কর্‌বে।"

এলো-সৌদা। বেশ বলিচিস্।

মনো। আমলো পোড়ার মুখি ঠিক যে বুড়ো ঠান্‌দিদী এলেন, দূর হ।

মুক্ত। পরের বল্‌লে আপনার হয়, তা জান; দূর দূর করে এতদিন যার দূর হবার, তারি হয়েছিল; যদি বা এলো, তা আবার দূর দূর? অমন যদি কর, ত এবার মন্মত বাবু গেলে আমি আর তোমার কাছে শোব না বল্‌চি।

এলো। সে কি মুক্ত মনোর কাছে শুলে কি হয়।

মুক্ত। এই দেখ ঠান্‌দিদী, সারারাত্তির ঘুময় না, আমাকেও ঘুমুতে দেয় না। বলে "ভাই মুক্ত, লক্ষ্মি দিদি আমার, একুটু পাখার বাতাস কর, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।" এবারে আর ছাই দেবে। আমাদের গায়ে কাপড় দিতে হয়, কিন্তু ওঁর আর গর্‌মি ঘোচে না।

সৌদা। কিসের গর্‌মি তা জানিস্‌।

মুক্ত। তা আর জানিনে। তাইতেত বল্‌চি, দূর দূর কর না।

মনো। এই দ্যা পোড়ার মুখি, আজ তোমার রক্ত দেখ্‌ব বল্‌চি।

মুক্ত। ভাল তায় পারা যাবে! আমি এখন মন্মতকে বলিগে যে, 'কদিন হলো দিদীরে কুকুরে কাম্‌ড়েচে এত্ত অষুধ খাওয়ান হলো কিছুতেই কিছু হলো না, আজ দিদী ক্ষেপেছে। এই ব্যালা তুমি পালাও, না হলে তোমার ওপর রাগ আছে, তুমি এসেছ শুন্‌লেই এসে কাম্‌ড়াবে।' তা হলেই হবে এখন।

এলো। [সহাস্যে] তাতে মন্মত বিশ্বাস কর্‌বে কেন?

মুক্ত। মাতালের ডিম, যা বল্‌ব তাতেই বিশ্বাস কর্‌বে।

এলো। মনো, তবে তুই যা। যদি মুক্ত গে ঐ কথা বলে তা হলে ত তোরই বিপদ দেখ্‌চি।

মনো। ঐ কথা বলুক্‌ গে না, কার বিপদ দেখ্‌তে পাবে এখন।

মুক্ত। আর ত তোমার কাছে শোব না, তা বিপদ কিসের?

মনো। আগে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে ত শোবে।

মুক্ত। সত্যি কথা দুজনেই যেন গওঠা কুকুর। আমি আগে সেই নোয়ার শিকল দিয়ে বাঁধিগে।

মনো। তোরে দেখ্‌লেই আপ্‌নি বাঁধা থাক্‌বে এখন, আর বাঁধ্‌তে হবে না।

মুক্ত। আমায় কি আর দেখেনি, তা আজ নতুন দেখ্‌বে।

মনো। সে দ্যাখার কাল গেচে, এখন উঠ্‌তি বয়েস, নতুন যৌবন, যাওনা, নতুন রকম দেখা শুন হবে এখন।

মুক্ত। তবে তুই আস্‌বিনে?

মনো। ডাক্‌লি কখন তা যাব।

মুক্ত। সেতো ভাত্‌ খাবি, না, হাত ধোবো কোথায়। আজ আর ডাক্‌তে দেরি সয় না, মনে মনে অছিলে খুঁজ্‌ছিল, যেই আমি বলেছি, আস্‌বিনে, অম্‌নি যাই যাই করে উঠেছে।

মনো। শুনেচ পোড়ার মুখির কথা শুনেচ। যার কাছে যাই আগে হবে এখন।

মুক্ত। হ্যাঁ তা বুঝিচি, যে রূপে হক, যাওয়া নিই বিষয়।

তা অত রকম সকমে কায কি, বল্লিইত হয় যে, সে মুখ না দেখে সব আঁধাঁর দেখ্‌চি। আমি ময় একটা প্রদীপ জ্বেলে তোমাকে বাড়ী নে যেতেম।—কি বল্‌ব সদি দিদী, এবার মন্মত বাবু দেখ্‌তে এম্‌নি সুশ্রী হয়েছে যে দেখ্‌লে—

মনো। আর পলক ফেল্‌তে ইচ্ছে করে না। হবেইত নতুন বয়েস কি না, তা তুই কেন তাকে নিয়ে গে সংসার কর না।

মুক্ত। ঐ দ্যাখ সদি দিদী—দিদীর দীর্ঘ নিশ্বেসের ঘটা দেখ।

মনো। (সহাস্যে) দূর পোড়ার মুখী তুই ঘরে যা, আমি যাব এখন।

মুক্ত। ওঁরে ডেকে ডেকে যেন আমার গলা পড়ে গ্যাল, তাই উনি যাবেন এখন। উনি না গেলেন ত আমার বড় ক্ষতি।

সোঁদা। তোর ডাকেই কি গোলাপ যাচ্চে, যে ডাকবার, সেই ডেকেচে।

মুক্ত। না না ও সব মিছে কথা, সে ডাক্‌বে কেন, সে এখন বাড়ীর ভেতর আসে নি।—দিদী ঐ শোন্‌ আমাদের সেই বড় ষাঁড়্‌টা ডাক্‌চে। দিব্বি নধর ষাঁড়। মাইরি দিদী বাবা কুড়ি টাকায় কিনে এনেচে।

মনো। এ পোড়ার মুখীর জ্বলায় যাব কোথায়?

মুক্ত। মামার বাড়ী।

মনো। তা হলেই তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়?

মুক্ত। আমার কেন, তোমার ও তোমার মন্মতের উভয়েরই হয়। তোরও সারারাত্ জেগে কাটাতে হয় না, মন্মতেরও কড়ি দে মদ কিন্‌তে হয় না।

এলো। সে কি ?

মুক্ত। তা জান না, শুঁড়িদের নাম যে মামা। ও মাতা-লের মাগ, ওর মামা শুঁড়ি বই আর কে হবে।

মনো। পোড়ার মুখীর সবদিকে দৃষ্টি। যা মা ডাক্‌চে যা।

মুক্ত। আমায় ডাক্‌বেন কেন, আজ জামাই ঘরে, মা গয়-নার বাক্স নে বসেচেন, মনের মত করে সাজিয়ে দেবেন, কিসে মন্‌মত বাবু ভাল বাসেন। মারও যেমন ভ্রম, তাই গয়না নে বসেছেন, যদি দিদীকে এক বোতল মদ মাখিয়ে দেন, তা হলে উভয়েরই আরাম। বিশেষতঃ দিদীর বর্ণটা আরো ফুটন্ত হয়ে ওঠে। মন্‌মত সমস্ত রাত্রি দিদীর সর্ব্বশরীরটে চেটে চেটে যেন শাঁক খড়ী করে তোলে।

মনো। (সৌদামিনীর হস্ত ধারণ করিয়া) এস ঠান্‌দিদী আমাদের বাড়ীতে যাই। মার কাছে গেলে মুক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই।

মুক্ত। শুধু আমার হাত থেকে কেন, আজ অনেকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে এখন।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিনোদ বসুর বৈঠকখানা।—উন্মত্তাবস্থায়
হরি ও মন্মথ আসীন।

হরি। মন্‌মত, তুই বাবা অন্ধকার ঘরের পিদ্দীপের আলো, আমাবশ্যের রাত্তিরের পূর্ণিমের চাঁদ, বাবা তুই যদি না জন্মাতিস্, তাহলে তোর হরে খুড়োর উপায় কি হতো বল্ দেখি? খা বাবা এবার তুই সব খা।

মন্‌মথ। (হরির হস্ত হইতে গেলাশ লইয়া) বাবা কায়েত হলেই কি হয়, বিধেতার কলমে কলম ডালা কি তোর আমার কম্ম? তুই যেন বয়েসেই বড়, আগেই নয় ভূমিষ্ঠি হয়েছিস্; এ বলে তোর যখন জন্ম হয় তখন কি আমার পত্তন হতে বাকি ছিল? দেখিস্‌নে বাবা, একটা ক্ষুদ্র প্রাণী যে টুণ্‌টুনি, তারো জন্ম হতে কদ্দিন ডিমে তা দিতে হয়। আর এত বাবা একটা হাতপাওয়ালা মানুষ! হরে খুড়ো, বাবা চুপ করে রইল্লি যে?

হরি। এ কি বাবা চুপ করে থাকবার কথা? তোর দিগ্‌দৃষ্টি দেখে আমি একাবারে তাক্ হয়ে গিচি, বেঁচে থাক্ বাবা।

কি বল্‌ব, যদি আমার ঐ পাঁটা গুলো না জন্মে তুই জন্মাতিস্‌, তা হলে একচন্দ্রস্তমো হস্তি। একলা তোকে নিয়েই বুঁদ হয়ে যেত। এই হাজার হাজার তারায় কি কত্তো বল্‌ দেখি?

মন। ও বাবা তপিস্যের ফল, হবে কেন? কি বল্‌ব বাবা, অল্প বয়েসে বাপ মা মরে গ্যাল, কি ছেলে হয়েচি, তা দেখ্‌তে পেলে না। এ কি বাবা সামান্যি দুঃখু!

হরি। কাঁদিস্‌নে বাবা, আর কাঁদিস্‌ নে, তোর কান্না দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়। তুইও ছেলে, আর অন্যেও ছেলে! এবার বাবা সবকর্ম্ম ফেলে আমায় তপিস্যে কত্তে হবে, যাতে আর জন্মে তোর মত সোণার চাঁদ পাই।

মন। একা তোর তপিস্যেয় কি হবে? হরে খুড়িকেও তপিস্যে কত্তে হবে। বাবা হরে খুড়ো; হরে খুড়ির বয়স কত হলো?

হরি। আর বাবা সে গুড়ে বালি! বেটী যেন ছারপোকার বিয়েন ধরেচে; জ্বালাতন করে মাল্লে। বোঝালে বোঝে না, বছরও ফেরে না। তা নয় একটা মানুষের মত হক্‌, সব শালা পাটা; না পাল্লে দুপয়সা রোজকার কত্তে, না জান্‌লে মদের আস্বদ, কিসে বাঁচি বল্‌ দেখি।

মন। সত্যি বাবা, যত ব্যাটা বেরসিক জন্মে পৃথিবীটে একাবারে ছারখারে দিলে? এ ব্যাটাদের গতি কি হবে, কি বলেই বা জবাব দেবে? কোন শালার ত তন্ত্রে দৃষ্টি নেই। আবার শালারা বলে কি না, তন্ত্র আধুনিক, আরে শালারা, তন্ত্র যদি আধুনিক, তবে পৌরাণিক কি?

হরি। বেঁচে থাক বাবা বেঁচে থাক্। যত ব্যাটা হাত বাচ মুখ্যু জম্মে শাস্ত্র টাস্ত্র সব জাহান্নবে দিলে বৈত নয়। বাবা তন্ত্র মিথ্যে ?

পাত্বা পাত্বা পুনঃ পাত্বা——

তবে সিন মুক্তি হবে।

মন। সাবাস বাবা, তুই ইংরিজি পড়্‌লে নিশ্চয়ই একটা দিক্‌পাল হতিস্।

হরি। ইংরিজি কি সাধ করে পড়িনি; পড়ে কি হবে বল্‌দেখি। যত শালা এমে বিয়ে অবধি দশ টাকার জন্যে লালায়িত, আবার শালাদের চলন দেখে কে ? এদিক্ নেই ওদিক্ আছে, ঘরে হাঁড়ি নড়ে, মাগ মরেন কাট্‌না কেটে, কিন্তু শালারা যেন সিরাজুদ্দৌলার পুষ্যিপুত্র, গরবে পৃথিবীতে পা পড়ে না; লাকটাকার চেলে চল্‌তে চান ! এই তুই ত বাবা এত কাল ইংরিজি পড়িচিস্ কি করিচিস্, বল্ দেখি। ভাগ্যি বাপের বিষয় ছিল, এই সিন্ আজ দশ জন ইয়ার নে সুখে কাল কাটাচ্চিস্, না হলে কি হতো বল্ দেখি ?

মন। বাবা, পয়সায় কি আসে যায়, ইংরিজি পড়্‌লে জ্ঞানের উন্নতি হয়।

হরি। আপ্‌নি বাঁচ্‌লে বাপের নাম। আগে আপ্‌নি তার পর মাগ্ ছেলে। নিজের উন্নতির কি হলো, তার ঠিক নেই, জ্ঞানের উন্নতি ? না হলো ত বৈয়ে গ্যাল।

মন। জ্ঞানের উন্নতি না হলে মন প্রশস্ত হয় না।

হরি। যে মদের মধুর আস্বাদ পেয়েছে, তারে আবার

ইংরিজি পড়ে মন প্রশস্ত কত্তে হবে? এত কাল কি পয়সা নষ্ট করে ঘোঁড়ার ঘাস কাট্‌লি?

মন। ইংরিজি পড়্‌লে এক রকম মন প্রশস্ত হয়; মদে আর এক রকম হয়।

হরি। দুঃ শালা, মন কি আবার দুরকম প্রশস্ত হয়ে থাকে? এক মন এক প্রশস্ত।

মন। না বাবা তোরে আমি পারব না।

হরি। বাবা এ ইংরিজি পড়ার কম্ম নয়, কিতেবদি বুদ্ধির কাছে ব্রহ্মা বিষ্ণু অবধি হার মেনে যান, তা তুইত কোন ছার আছিস। তাই বলি বাবা মদ খা, সব হবে এখন। এতে না হয় এমন কাযই নেই।

উভয়ের মদ্যপান।

মন। হরে খুড়ো?

হরি। কেন বাবা।

মন। বাবা ঠান্‌দিদীকে কি দেখেচিস্‌?

হরি। আর বাবা সে কথা কেন মনে করে দিস্‌? মনে হলেই প্রাণটা শিউরে উঠে।

এলোকেশী এলো মাথে জল্‌ সইতে যায়।
হেসে হেসে পুরুষ পানে আড় নয়নে চায়॥
নয়ন দুটী কাঁপা কাটি পুরুষ ধরা ফাঁদ।
দিবানিশি পৌর্ণমাসী উদয় পূর্ণ চাঁদ॥

বলিহারি কারিগরি এ হেন রমণী।
সৃজিয়া আপনি বিধি অধীর আপনি ॥

বাবা বুড়র কপালই কপাল, আমাদের কপাল কেবল হাড়গোড় বৈত নয়।

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নয়, বুড়োর বুড়োত্ব।
শিবের শিবত্ব নয়, বুড়োর শিবত্ব ॥

মন। সত্যি বাবা, রূপত বলি ঠান্‌দিদীর, আর সব গুওরবেটী থাক্‌লেও হয়, মলেও হয়। কিন্তু বাবা এমন মেয়েমানুষ এমন কূর্ম্ম অবতারের হাতেও পড়্‌ল? বিধেতার কি অবিচার বল্‌দেখি। সোণার হার কাল প্যাঁচার গলায়! একি প্রাণে সয়?

হরি। যদি জনম ভোর মাতা কাটা তপিস্যে কত্তে হয়, তাও কর্‌ব; মদ্ ছাড়্‌তে হয়, তাও ছাড়্‌ব; তবু যাতে তোর ঠান্‌দিদীকে পাই, আমায় তাই কত্তে হবে।

মন। বাবা যে দিকে চাও, সেই দিকেই ভরপুর! হরে খুড়ো, দেকেচিস্ বাবা! বেটী যেন পেকম ধরা ময়ূর!

অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।

বাবা তারে যদি আন্‌তে পার, ত অর্দ্ধেকরাজ্য আর এক রাজ কন্যা। না আন্‌লে নিশ্চয় জেন তোর সোনার গোকুল আঁধার হবে, হবেই হবে।

হরি। বাবা আমারো ত তাই ইচ্ছে, কিন্তু আস্‌বে ক্যান?

মন। আস্‌বে না ক্যান? বিধেন দেখাবি।

হরি। বিধেন কি?

মন। পতিরন্যো বিধীয়তে, বিধেন ত পড়িই আছে।

হরি। ঠিক বলিচিস্ বাবা। (দ্বারের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া সশঙ্কিত চিত্তে) কে আসে?

আরক্ত নয়নে ঘোষজার প্রবেশ।

মন। (জনান্তিকে) এমন সময় কোথেকে এ শালা ভাল্লুকের ছাঁ মর্ত্তে এলো? বাঞ্চৎ যেন কীচক অবতারের বজায় একটিন।

হরি। (জনান্তিকে) শালা যেমন আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিলে তেম্‌নি এর শোধ তুল্‌তে হবে।

মন। মোষক মজ্‌কুর! ছেলাম।

হরি। ছেলাবৎ খাঁ ছেলাম।

ঘোষ। হরে আমার সুম্‌কে বেআদবি? আমি জমিদার জানিস্?

হরি। জমাদ্দারসাহেব সেলাম।

আ মরি আখাম্বা দাড়ি যেন মামুদ খাঁ।
পাঁচ কড়ার সিন্নি দেব তুষ্ট হয়ে যা॥

ঘোষ। মন্মত! না বাপু তোমার এখানে থাকা হোলো না। হরে ব্যাটা বেজায় অভদ্র, পাজির শেষ, লোকের ওজন বোঝে না।

হরি। সাড়ে কাট্ মুণে তেলের কুঁপো, বাবা ক্ষেপ না।

মন। হরে খুড়ো পাগল। ওর কথায় কি ক্ষেপ্‌তে হয়?

হরি। সালার পেট্‌টী ত নয় যেন মদের পিঁপে। এমন দুশ পাঁশ্‌শ চৌপল এর এক কোণে থাকে।

ঘোষ। বাঞ্চৎ, তোর বাবার কি? আমি কি তোর সমসমাদি? কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে!

হরি। থাম বাবা গঙ্গারাম! তুই যে বাবা কোম্পানির চাকর তাত আমি চিন্‌তে পারি নে। ক্ষমা কর বাবা গুঁতিও না।

মন। হরে খুড়ো ও কি বাবা?

হরি। দেখ্ দেখি বাবা, আমার দোষ কি, মন্মতও চিন্‌তে পারে নি। আগে পরিচয় দেওয়া উচিত। বেওয়ারিস্ মালে যে কোম্পানির অধিকার, এ ঠাউরে নেওয়া কি সামান্যি বুদ্ধির কর্ম্ম? গঙ্গারাম, তোমার ত বাবা ছুটি নেই, হর্‌রোজই ত ময়লার গাড়ি রাস্তায় রাস্তায় ফেরাগৎ কচ্চে। তবে তুমি কি বলে পরের খামার খন্দ নষ্ট করে বেড়াচ্চ? কাজী হাউসের কয়েদী হলেই ত বাবা ধরা পড়্‌বে? বাবা মন্মত, সেই সব রকমওয়ারী সাজগোজ পরিয়ে দিলে আমাদের এই গঙ্গারামেরে কেমন দেক্‌তে হয়, বল্‌দেখি? ও কি? দোহাই মহারাণীর! গুঁতিও না বাবা।

হরির পৃষ্ঠে ঘোষজার সজোরে চপেটাঘাত।

হরি। বাবা তুইও মার্‌বি, মোর্‌ মাগ্‌ও মার্‌বে? হরের এই ক্ষুদ্র প্রাণ বাঁচে কিসে বল্‌ দেখি?

ঘোষ। আমার মাগ্‌ তোর মা হয়।

হরি। বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ। লক্ষণা করে নিতে হবে। বিবাহ রাত্রে হয়, এখানে রাত্রি লক্ষণা। বাবা বাড়ী ত নয় ঠিক যেন হরিলুটের আড্‌ডা।

হরির পৃষ্ঠে পুনরায় চপেটাঘাত।

হরি। পথিক হে যন্ত্রোচতে তৎপিব।
শুদ্ধ বশেখ মাসে জলছত্র দিলেই রক্ষে নেই। এ বাবা বার মাস জলছত্র। মলে কি তোর জন্ম হবে?

ঘোষ। শালা আজ তোরে মেরিই ফেল্‌ব।

মদের গেলাস লইয়া হরির প্রতি নিক্ষেপ, হরির
পদাঘাতে ঘোষজার ভূমে পতন ও ঘোষজার
উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

মন।——

ত্রিলোক পাবনী গঙ্গে ঐরাবত পাতিনী।
গড়াগড়ি যায় মাগো হরের নাতিখায়িনী॥

হরি। জহ্নুমুনি! গঙ্গা দেও বাবা, আমাদের গজপতি সেলাবৎ খা গঙ্গার আস্‌নাই চাচ্চেন। "উকৎ চিরে দেবে?" তাইই স্বীকার।

প্রস্রাব করিতে উদ্যত।

মন্মথ। মাথায় গজমতি ফুলপানা কান।
ওঠ বাবা গজরাজ নদী এলো বাণ॥

কেমন বাবা হরে খুড়ো, কেমন বলেচি বল্।

হরি। তুই বল্‌বি, তার আর কথা আছে? এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে—

শুক্নগাচে পাতা হয় কালা পায় কাণ।
বোবার বোবাত্ব যায় কাণায় নয়ান॥
রতিদেবী মূর্ত্তিমতী সাজি নানা সাজে।
আসি আলিঙ্গন-দান দেন গজরাজে॥
বলিহারি কারিগরি বিধির গঠন।
হয় নি হবে নি চাঁদ এ হেন রতন॥

ওও রূপ, আর অন্যেরও রূপ! বাপ আমার! একবার চাগাড় দেও। এক জায়গায় অনেক ক্ষণ থাক্‌লে ছাদ দধ্বে।

গগণের শশী খসি ভূমেতে লুঠায়,
একি যাদু প্রাণে সওয়া যায়।
তোমা বিনে কুমুদিনী, হবে চির বিরহিণী,
করাঘাত হানিবে কাঁদিবে উভরায়।
তুমি হেন রসরাজ, খোয়া গেলে কিবা কায
বাঁচিয়া তাহার।
কেমনে সোণার অঙ্গে দিবে হে বাহার?

নিকষে কণক-রেখা, মেঘে সৌদামিনী।
গজরাজ! তোমা পাশে তথা কুমদিনী॥

মন। হরে খুড়ো, আচ্ছা বাবা, যদি ঘোষজারেও মেয়ে-মানুষ সাজান হয়, তাহলে কেমন হয় বল্ দেখি?

হরি। ভাল সময় ভাল মনে করে দিচিস্। এমন সোণার প্রতিমে ভূমে গড়াগড়ি দিচ্চে, আর আমরা মেয়েমানুষের জন্যে লালায়িত? ওঠ্ বাবা! উঠে একবার কালাচাঁদী সাজ্।

মন। ঘোষজা, তবে আর বিলম্ব কেন, শুভস্য শীঘ্রম্।

হরি। হে রতিদর্প-দলনে! খঞ্জন-নয়নে! করি-গর্ব্ব-খর্ব্ব-সর্ব্ব-দর্শনে! পেচক-মুখশশী-বিনিন্দিত-বদনে! কালাচাঁদি! একবার আড়্ নয়নে চাও মা, দেখে তোর কালাচাঁদের প্রাণটা ঠাণ্ডা হক।

মন। ঘোষজা, এক গেলাস মদ খাও বাবা, খেয়ে একবার মেয়ে মানুষ সাজ্‌তে হবে।

ঘোষ। হরে শালা থাক্‌তে, তোর এখানে জলস্পর্শও কর্ব্বো না।

হরি। তোর বাবা খাবে।

মন।

"আর অভিমান করিস নে মা! ক্ষমা দেগো ও শঙ্করী!"

হরি।

মদ খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা কর ওঠ যাদু করে ধরি॥

ওঠ শালা মদ খা।

ঘোষ। কথনই খাবো না।

হরি। খাবিনে?

ঘোষ। না।

হরি। খাবিনে?

ঘোষ। না।

হরি। আচ্ছা শালা। (মদের কুলি করিয়া ঘোষজার গাত্রে প্রদান।)

ঘোষ। দেখ্ মন্মথ, হরে আমার অপমান করে।

মন্ম। হরে খুড়ো! বাবা মেয়ে মান্সের অপমান?

হরি। সত্যি বাবা, ওটা ভুল হয়েচে। "মুনীনাঞ্চ মতি-ভ্রমঃ" কালাচাঁদি! ওঠ, তোমার কালাচাঁদ না বুঝ্তে পেরে একটা কুকর্ম্ম করেচে, তার জন্যে কি এত অভিমান! ওঠ।

(ঘোষজাকে ধরিয়া উত্তোলন।)

কেদারের প্রবেশ।

কেদার। মন্মথ বাবু! রাত হয়েচে, চল বাড়ীর ভিতর যাই।

মন। তুমি যাও আমি একটু পরে যাচ্চি।

কেদার। না, না, এখনি যেতে হবে, (হরির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ও কে? হরে বুঝি? নাঃ—এই ব্যাটারা যুটেই সব সাজে।

হরি। পাজি! কায়েতের ঘরের মুখ্যু! ব্যাটা বলে কারে? মন্মথবাবু তোর ভগ্নীপোত, সে হলো ব্যাটা?

মন। হরে খুড়ো! রাগিস্‌নে বাবা ও শালা শ্বাশুড়ে হয়েছে।

হরি। হলুই বা, তা আমার কি?

মন। এ আর বুঝ্‌লিনে, তা হলে এক পইটে ওপরে উঠ্‌লো কি না? ব্যাটা বল্লেও বল্‌তে পারে।

হরি। পারে?

মন। পারে।

হরি। আচ্ছা তা হলে ক্যাদার তোর কে হলো?

মন। শ্বশুর হলো।

কেদার। মন্মথ বাবু একবারে অধঃপাতে গেছ! (হরির প্রতি) এ দ্যাখ্‌ বাবু, ঘরে যা। ঘোষজা খুড়ো! বুড়ো হতে চল্লে, এখনো শিং ভেঙে পালে মিসে মাতলামী কত্তে লজ্জা করে না, যাও সব ঘরে যাও।

ঘোষ। না আমি এই মন্মথ বাবুর সঙ্গে সাক্ষেৎ কত্তে এসেছিলেম, (হরির প্রতি) চল হে রাত্‌ হয়েচে, ঘরে যাওয়া যাক।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

বিনোদ বসুর অন্তর্ম্মহল।

মনোরমা একাকিনী নির্জ্জনে আসীনা।

নেপথ্যে।

ঐ সেই স্বর্ণতরী তীরে আসি লাগিল।
নভসী তটিনী তটে হাসি হাসি ভাসিল॥
হেরি নিশা আবেশে মগনা।
ধীরে ধীরে ঐ যায় পতিপাশে ললনা॥
অলসে অবশা ধনী পরি নানা ফুল।
ঐ যায় ফিরে চায় হৃদয় আকুল॥
না যাইলে প্রাণ কাঁদে, যাইতে চরণ বাঁধে,
ভয়ে থর থর হিয়া—"কি বলি বা যাইব।
যদি সে না কথা কয় কি বলি বা সাধিব॥
হেরি মোরে দূরে থাকি, মন-কথা মনে রাখি
হাসি হাসি পাশে আসি বলিবে যখন।
কেন ধনি! কি আশয়ে হেথা আগমন?
কি বলিব কোথা যাব? মরমে মরণ॥

যাব না তাহারি কাছে, তাহারো ত মনে আছে,
দেখি দেখি আসে কি না আসে ?
যদি সে না আসে আর, জীবনে কি ফল আমার,
মরণে মরম জ্বালা ঘুচাইব শেষে॥”
ভাবি নিশা বসনে বদন।
ঢাঁকিল, ভাসিল আঁখিজলে দুনয়ন॥
হেরি শশী হাসিয়ে, আসিয়ে নিশা পাশে,
কাড়িয়া লইল বাস, হেরি উপজিল ত্রাস,
বিবসনা কাঁপে ধনী পতির পরশে॥
মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে।
অন্তরে কুসুম বাণ পশিল, খসিল মান,
খেলে নিশাধনী ঐ নিশামণি কোলে॥

মনোরমা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)

অয়ি পুণ্যবতি নিশে! পতি-কণ্ঠহার।
পতি সনে সুখে বোন্ করলো বিহার॥
সুখের রজনি ধনি! সুখে পোহাইবে।
অভাগিনী চিরদিন সমান কাঁদিবে॥
কি করিবে তুমি সখি! তব হাত নয়।
কপাল বিগুণ মোর বিধাতা নিদয়॥

স্বপনের আশা বোন্ স্বপনে ফুরায়।
ফুরাবে আমার দিন আশার আশায়॥

নেপথ্যে। কই লো মনোরমা কোথায়?

মনো। এই যে এখানে আছি। কি ঠান্‌দিদি! এত রাত্রিতে যে? ঠাকুর্দ্দাদা কোথায়?

এলোকেশীর প্রবেশ।

এলো। তাই খুঁজতে এলেম্।

নতুন পেলে পুরাতনে কে করে আদর?

মনো। কমল-মুকুলে অলি বাঁধা নিরন্তর।

তেমন হলে নিত্যি নতুন বোধ হয়। কি বল্‌বো ঠান্-দিদি, যত বয়েস হচ্চে, ততই যেন তোমার রূপ বাড়্‌চে। তোমায় দেখ্‌লে আমাদের অবধি ঠাকুর্দ্দাদা হতে ইচ্ছে হয়।

এলো। তা নয় হ নাই কেন? ক্ষোভ রাখ্‌বার দরকার কি?

মনো। তা হলে ঠাকুর্দ্দাদা কি আর আস্ত রাখ্‌বেন?

এলো। কেন? দিব্বি দুই সতাসতীনে তাঁর সেবা কর্ব্বো।

মনো। ঠাকুর্দ্দাদা একলা তোমায় নিই পাগল, তায় আবার আর একজন জুট্‌লে বুড়োর কি আর নিশ্বেস ফেল্‌বার অবকাশ থাক্‌বে?

এলো। নিশ্বেস ফেল্‌তে পেলে হয়?

মনো। হ্যাঃ, ঠাকুর্দ্দাদা বুড়ো মানুষ, কোথা দে রাত্ পোয়ায়, তা জান্‌তে পারেন না।

এলো। হ্যাঁ ভাই ঠিক্ বলিচিস্। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা দে যে রাত্ পইয়ে যায়, তা টের পাওয়া যায় না। নয় ছাই রাত্‌টে একটু বড় হোক্, তা নয়। বার মাসই যেন গর্‌মীকালের রাত। আজ্‌কে ভাই দেখ্‌বে, চকের পলক না ফেল্‌তে ফেল্‌তেই রাত প্রভাত হবে। তা রাত্ ত অনেক হয়েচে, এখনো যে এক্‌লা বসে?

মনো। কেন, এই তো দুজন রয়েচি?

এলো। আরে তা নয়, মন্মথ কোথায়?

মনো। সুমুকে পেছনে চার্দ্দিকেই আছেন।

এলো। সে ত ক্লেশ দেবার, ক্লেশ নিবারণ কর্ব্বার মন্মথ কোথা?

মনো। (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ঠান্‌দিদি! ও নামে কি ক্লেশ নিবারণ হয়? যার ক্লেশ দেবার জন্যেই জন্ম, সে কি কখনো ক্লেশ নিবারণ কত্তে জানে?

এলো। সেকি লো?

যুবক যুবতী দোঁহে নাগর নাগরী।
এ হেন বসন্ত তায় সুখ বিভাবরী॥
যদি বা কপালে হেন হইল ঘটন।
কেন বোন্ হা হুতাশে বৃথা জাগরণ?

মনো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

কে আমার আমি কার, কার কাছে যাইব?
চির দিন সমান, সমান-ভাবে কাঁদিব॥

নেপথ্যে। ও ভাই একটু চলে আয়, শীঘ্র শীঘ্র যাই।

পুঃ-নে। দেরি কর ভাই, আমার পায়ে কাঁটা লেগেছে, একটু দাঁড়াও।

নেপথ্যে। তুই ভাই পথে এক কায করে বস্‌লি, কোথায় শীঘ্র শীঘ্র যাব।

পুঃ-নে। কেন ঝোল পালাল নাকি? জামাই দ্যাখা নয় একটু পরেই হবে!

নেপথ্যে। ঐ দ্যাখ্‌ ভাই সব যাচ্চে, ও কে বল্‌ দেখি?

পুঃ-নে। ও যেন আমাদের সৌদামিনী না? দেরি কর, ডাকি।

নেপথ্যে। সৌদামিনী দিদি! কোথায় যাচ্চ? দাঁড়াও।

মনো। এই যে গোলাপ্‌ আর ও পাড়ার মেয়েরা আশ্‌চে।

রমণী ভাবিনী ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

রমণী। হেঁ গো বড় দিদি! আজ্‌ নাকি তোমাদের জামাই এসেচেন? তা কৈ এখনো যে বাড়ির ভিতরে আসেন নাই? আমরা সব জামাই দেখ্‌তে এলেম।

এলো। হ্যাঁ জামাই বাবু এসেচেন, এই আনা হয় এই, তোমরা টাকা কড়ি সব নে এসেচ, সেই সময় দিও।

ভাবি। টাকা কড়ি কিসের? যতুক নাকি?

এলো। জামাই দেখা টাকা, আমাদের জামাই দেখ্‌তে দর্শনী টাকা লাগ্‌বে।

সৌ। আমার আর দেখ্‌তে টাকা লাগ্‌বে না, আমার

বেগারের দৌলতে সোণার গা দেখা হবে, গোলাপের যদি টাকা লাগে, তবে আমারো লাগ্‌বে।

এলো। তোমার কি ভাই, তোমার কাছে যে ফাঁদ আছে, তুমি সব কর্ত্তে পার, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। মনো! আজ ভাল করে সেই ফাঁদ শিখে নে, তোর বড় উপকার দেখ্‌বে।

সৌ। কি ফাঁদ ঠানদিদি, ভাল করে বুঝিয়ে বল, আমাদের বাপের সাদ্ধি নাই যে তোমার কথা ইঙ্গিতে বুঝি।

এলো। ভাতার ভুলন ফাঁদ, তুমি এমন ফাঁদ জেনেছিলে, এই রক্ষে, আমাদের মনো উদমাদা, ও যদি একটু সেয়না হতো, তবে কি ওর এত যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয়?

সৌ। বাঁচলুম, আমার ভয় কর্‌ছিল, বলি ঠানদিদি আবার বুঝি কি বলে। আচ্ছা ঠান্‌দিদি! আমি গোলাপকে কিছু শিখিয়ে দি। গোলাপের দাড়ি ধরে;—

মানোনয়ী কমলিনী, ভাতার ধনের কাঙ্গালিনী,
উঠ একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার
সতী সাধ্বী, সুলোচনে, গরবিণী বরাননে,
আজ্‌ বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ সনে, মিলন করে দেব।

কেমন ভাই গোলাপ?

মনো। গোলাপ যেন ঠিক যাত্রার দুতী, চল ভাই আমরা ওদিকে যাই, দেখিগে কি হচ্চে।

রম। সৈ আজ্‌ গেল! কতক্ষণে দেখা কর্‌বে, তারি চেষ্টায় শশব্যস্ত, আমরা যে এসেছি তা ঠিক্‌ নাই।

মনো। (হাস্য করিয়া) দ্যাখ্, আমি কি বল্লেম, সৈ কি বুঝ্‌লেন। (এলোকেশীর প্রস্থান।)

সৌ। (মনোর প্রতি) সৈ মন্দ বলেছে কি, যথার্থ কথাই বলেছে।

মনো। গোলাপ! আমাকে ছেড়ে আবার সৈয়ের দিকে হলে?

রম। (হাস্যাস্যে) আচ্ছা সৈ! তুমি ভাই কখন মিছে কথা কও না, আমার মাথা খাও, যথার্থ করে বল দেখি? আজ তোমার মনের ভিতর কি হচ্চে?

মনো। অন্য দিন যা হয়ে থাকে, আজও তাই।

সৌ। কখনই না, আজ্ আমাদের গোলাপ্ প্রস্ফুটিত।

মনো। (সৌদামিনীর গণ্ডদেশে অঙ্গুলি পীড়নে) আঁ মরি, তুমি যেমন আমোদে ডগমগ হয়েছ, এমনি সকলকেই দেখ্‌ছ আর কি?

রম। ভাল সৈ! যথার্থ আজ্ তুমি অন্যমনস্ক নও?

সৌ। সৈ! আর একটী তামাসা দেখেছ, গোলাপ আমাদের সঙ্গে কথা কচ্চে, আর কি ভাব্‌ছে; কিসের ভাব্‌না তা বুঝেছ?

মনো। (ভাবিনীর প্রতি) ভাবি দিদি! তুমি থাক্‌তে, গোলাপ্ আমাকে যা ইচ্ছে তাই বল্‌বেন, বসন্তের কথা বলে গোলাপ্‌কে জব্দ কর ত।

ভাবি। (হাস্য পূর্ব্বক) সত্যি তোমরা সকলে যে ওকে ব্যস্ত কর্‌লে। নেপথ্যে সঙ্গীত।—

রাগিণী বসন্তবাহার। তাল—কাওয়ালি।

স্থখদ-বসন্তে কিবা হলো স্থখোদয়,
ফুলচয়, শোভাময়, ফোটে তায়,

মলয়-অনিল কিন্তু বিরহিণীর বিষময়।
পিকবর সুললিত, কুহরিছে অবিরত,
মধুকর আহ্লাদিত, মধুপানে মত্ত তায়।
নবীন পল্লবভরে, শাখিশাখা মনোহরে,
কন্দর্প সদর্প করে, হানিছে শর প্রমদায়।
নলিনী আমোদে মজে, সলিলে স্বকান্তি তেজে,
ললনা-হৃদি-সরোজে, মুকুলিত কলি দ্বয়।
ভাবিনী প্রফুল্ল মনে, সোহাগী স্বপতি সনে,
বাঞ্ছিনী প্রেম-বন্ধনে দহে দহে স্মরদায়।

সৌ। যেমন মধুর কাল উপস্থিত, তেমনি সঙ্গীতটিতে মোহিত হলেম।

রম। এই সময় আমি একটি গাব।

রাগিনী ঝিঁজিট তাল—আড়াঠেকা।

আজি কি আমাদের ভাগ্যে দুখ-রবি অস্ত গেল,
গেল কুদিন, এলো সুদিন, সুখশশি প্রকাশ হলো॥
প্রফুল্লিতা কুমুদিনী, ছিল চির-বিরহিণী,
হেরিয়ে নাথেরে এবে অনাথিনী আকুল হলো।
মরমে যে দুঃখ ছিল, সকলি অন্তর হলো,
মঞ্জরিবে স্বর্ণলতা কখন না মনে ছিল।

সৌ। (মনোর প্রতি) গান শুনে এই যে গোলাপের চক্ষে জল এসেছে।

রম। সৈয়ের আমোদে কান্না আস্‌ছে।

সৌ। ও মা! সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে? (আপন বসনে চক্ষু মুছাইয়া দেওন।)

রম। সন্ধ্যে হয়েছে, চল ঘরের ভিতরে যাই। (সকলের প্রস্থান।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ বাবুর বৈঠক্‌খানা।

বিনোদ ও কালীশঙ্কর আসীন।

বিনোদ। খুড়ো! মনে আজ্ এত আনন্দের উদ্রেক হচ্ছে কেন বল দেখি, মনোমথের আগমন কি তার কারণ?

কালি। তা বৈ কি, আজ্ প্রাতঃকালে যে কার মুখ দেখেছিলাম, বল্‌তে পারি না।

বি। দেখ, এমন দিন নাই, যে দিন মনোরমাকে দেখে চক্ষের জল না ফেল্‌তে হয়েছে।

কা। মনোর সদৃশ মেয়ে আমার চক্ষে ঠ্যাকে না, কিন্তু বিধির কি আশ্চর্য্য বিধি, এমন সোণার প্রতিমে যে অপাত্রে ন্যস্ত হবে এ কার মনে ছিল?

বি। মনো যে অপাত্রে পড়েছে, এমন কথা বল্‌তে পারিনে, মনোমথ কি লেখা পড়ায় কম, না ধনেতে কম ছিল, কেবল বারজনের দোষে সকলি নষ্ট হল বৈ ত নয়।

কা। তা সভ্য দশ জনে পড়েই ত মন্মথের সর্ব্বনাশটা কল্লে।

বি। ঈশ্বরেচ্ছায় মন্মথ ভাল হলেও হতে পারে।

কা। (অনুচ্চস্বরে) সুরা পিশাচীর হস্তে একবার পড়্লে আবার যে ভাল হওয়া বড় কঠিন, একদিনের মাৎলামোর ব্যাপার মনে কত্তে গেলে।——

বি। খুড়! মন্মথ এখন কোথায়?

কা। বাড়ির ভিতরে গ্যাছেন।

বিন। তবে চল আমরা যাই। (উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদ বসুর অন্তর্ম্মহল।
রমণী ভাবিনী এলোকেশী ও মনোরমা
প্রভৃতি গৃহ মধ্যে আসীনা।
মন্মথের প্রবেশ।

ভাবী। এই যে জামাই বাবু আশ্চেন।

রমণী। তাই ত গো, এই আকাশে দেখ্তে দেখ্তে এর মধ্যে ভূতলে কখন লুকিয়ে এলেন। (স্বগত) আহা! এমন রূপে যদি নিষ্কলঙ্ক চাঁদ হতেন!

সৌদা। ওলো বুঝ্তে পারিস্‌নে, এত দিন দূর্ থেকে আজ কুমুদিনীকে মনে পড়েছে, তাই ভূতলে নেবেছেন।

ভাবী। ওরে তা নয়, কুমদিনীকে কাঁদাতে এসেছেন, অনেক দিনের পর এই ত আসা; আবার খানিক পরে উঠবেন, দিয়ে লম্বা আশা।

(ভালো)—

জানি লো সজনি জানি পুরুষের রীতি।
হলাহলে পরিপূর্ণ সদা দুষ্টমতি॥
ভাল রূপে অবলায় কাঁদাতে নিপুণ।
সরমের ভয় তারা না করে কখন॥
অতল জলধি সম পাপে হয়ে রত।
নির্ব্বোধ অবলাগণে বধে অবিরত॥
একে ত অবলা তায় বিদ্যাহীন হলে।
তাহার সমান কষ্ট নাহি ভূমণ্ডলে॥
তাই বলি সজনি লো পুরুষের মন।
একেরই প্রতি জেন থাকে না কখন॥

রমণী। (ভাবিনীর কাণে কাণে) তুই ভাই প্রথমেই যে চটান কথা কহিতে লাগিলি, থাম, প্রথমে আলাপ পরিচয় করি, (মন্মথের প্রতি) মন্মথ বাবু আপনার গোলাপ আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

মন্ম। আমার ভাগ্যক্রমে যদি আপনাদিগের শুভাগমন হয়েছে, এখন আমার কাছে পরিচয় দিয়ে আমাকে চরিতার্থ করুন।

ভাবী। এই যে গোলাপ ফুলটির মত দেখ্‌তে পাচ্চেন? উনি আপনার গোলাপ, ঐ আপনার গোলাপের পেছনে যিনি, ওঁর নাম রমণী, আপনার সই।

রমণী। আর তোমার নামে কৈ? মন্মথ বাবু! ওঁর সঙ্গে আপনার বড় সম্পর্ক।

মন্ম। তবে ভাই গোলাপ, তুমি ভাই এত নির্দ্দয়া কেন? আমাকে একবার মনে করনা, আমি আপনি তোমাদের দেখ্‌তে এসেচি, তাই একবার না এলে নয়, এসেচ।

সৌদা। (স্বগত) মরি মরি কথায় খুব আঁটনি, কতবার আন্‌তে গিয়েছে, গোলাপের প্রতি ত ভালবাসা নাই? (প্রকাশ্যে) সে দোষটী আপনি আমাদের বল্‌বেন না, কার দোষ, মনে করে দেখুন, আমাদের প্রতি যদি আপনার দয়া থাক্‌ত, তা হলে রোজ রোজ দেখ্‌তে পেতেম।

রমণী। যাহক আমরা কাল রাজা হব দেখ্‌চি, আমাদের গরব বাড়্‌বে।

ভাবী। সে কিলো, ওকি কথা! রাজা হবি কেন? তোরে ভূতে পেলে নাকি?

রমণী। ডুমুর ফুল দেখে, আর ত কখন দেখিনি, এই দেখ্‌লেম, তাই রাজা হব।

ভাবী। ডুমুর ফুল কোথায়?

রমণী। মন্মথ বাবু যে এখন ডুমুর ফুল!

মন্মথ। তবে আপনি কাল রাজা হবেন, আমাকে কোটালি কর্ম্মটা দিবেন, স্বীকার করুন, ওকি আপনি অন্তরালে

থেকে চোরা গোপ্তান মার্‌তেছেন কেন? আমি ত বাগ নই যে খেয়ে ফেল্‌ব! এখানে এসে বসুন না।

ভাবিনী, রমণীর হস্ত ধরিয়ে মন্মথের

নিকটে বসিয়ে দেওন।

মন্মথ। (স্বগত) ইনি আমার সৈ না, এঁকে ঠিক যেন আমার প্রণয়িনী মনমোহিনীর মত দেখ্‌তে, কিছু প্রভেদ নাই, তবু ভাল, নয়নটা পরিতৃপ্ত কল্যেম। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। প্রাণপ্রিয়ে সেখানে আজ্‌ কি কর্ত্তেছেন? (প্রকাশ্যে) সৈয়ের মুখ খানি যেন শরৎশশী।

ভাবি। ঐ জন্যে বুঝি এক দৃষ্টে সৈয়ের মুখের দিকে চেয়ে রয়েচ? আমি আর ভেবে বাঁচিনে, বলি সৈয়ের মুখ এর মধ্যে আবার কি হলো?

এলো। রমণী যে আজ মন্মথের পাটরাণী হয়ে বস্‌ল দেখ্‌চি,.(স্বগত) রমণী খুব রূপবতী, আহা বাছার রূপ যেন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে।

রমণী। ঠান্‌দিদি! একটা শ্লোক বলনা গো, মন্মথ বাবু শুন্‌বেন।

সৌ। (এলোর কাণে কাণে) দেখ ঠান্‌দিদি, রমণীর নামে একটা শ্লোক বানিয়ে বলনা, মজা দেখ্‌বে।

এলো। (স্বগত) রমণীর নামে শ্লোক কৈ কিছু ত আস্‌চে না, দেখি, হ্যাঁ হয়েছে, (প্রকাশ্যে)।

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের আলো দেখ্‌বি ওলো ভাবিনি।
দেখ্‌বি রতন মন্মথ ধন বসে আছে রমণী ॥

সকলের হাস্য।

রমণী। লজ্জায় অবনতমুখী হয়ে, হ্যাঁ ঠান্‌দিদিকে বুঝি ঐ শ্লোক বল্‌তে বল্‌লাম? অবাক্ করেছে। অভাগ্যির দশা আর কি, ঠান্‌দিদির ত খেয়ে দেয়ে আর কর্ম্ম নেই, তাই ঐ সব করে বেড়াচ্চেন।

মন্মথ। [উচ্চ হাস্যে] বেস্ বেস্ বেস্ বলেছ ঠান্‌দিদি, কি বল্‌ব; আমার বাড়ি হলে এর উপযুক্ত পুরস্কার দিতেম, ঠান্‌দিদি না হলে এমন কথা বলে কে?

রমণী। তবে আমি উঠে চল্লেম, আমাকে এম্‌নি করে কি জ্বালাতে হয়?

সৌ। ছি ভাই তুমি সত্তি সত্তি উঠ্‌লে, আমার মাথার দিব্বি, বস।

রমণী। না ভাই।—

অবাক্ করেছে নাকের নতে।
কাজ নাই দিদি কান্‌বালাতে।

তোমরা বস আমি আসি।

মন্মথ। [স্বগত] এত দেখ্‌চি সবে দূতীগিরি হচ্চে, এখন রাধার ত আসরে নামবার ঢের দেরি, তার পর মান ভঞ্জনের পালা পড়্‌বে, তার পর আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর্‌তে হবে, এত আমোদ কর্‌তেছি বটে, কিন্তু আগাম্ আগাম্ গহনা না

দিলে, একটী কিলে সোজা কর্‌ব, আর দেরি করা হবে না। [প্রকাশ্যে] আমার বড় ঘুম আস্‌ছে।

রমনী। এত শীঘ্র আজ্ নিদ্রা আস্‌ছে, (সকলের প্রতি) তবে চল ভাই আমরা যাই, আমাদের থাকা ভাল লাগ্‌ল না।

সো। পথে কষ্ট হয়েছে, উনি আজ্ বিশ্রাম করুন, চল আমরা যাই।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মন্মথের শয়ন।

সঙ্গিনীদিগের সহিত মনোরমার প্রস্থান।

ও পুনঃ প্রবেশ।

মনো। মন আজ্ এত চঞ্চল হচ্চ কেন? এত দিন যখন সহেছ, আর একটুকু থাক্‌তে পার না? হায় তুমি যার জন্যে কাতর, সে কি তোমায় চায়?

অনতিদূরে অলঙ্কারেরর শব্দ শুনিয়া মন্মথের চক্ষুরুন্মীলন।

মন্মথ। [স্বগত] আঃ বাঁচ্‌লেম, কোথাকার পেত্নিগুল এতক্ষণ তেক্ত কচ্ছিল, কিন্তু রমণী যেটার নাম, ঐটে কিছু আমার ভাল লেগেছে, ঠিক্ যেন আমার মনমোহিনীর মত, তা যা হোক্ এখন অভীষ্ট সিদ্ধি কর্‌তে পার্‌লেই হয়, আর দেরি করা হবে না, আমার কাজ নে বিষয়, তা প্রথমে একটু মৌখিক ভাল বাসি, তার পর তাই চেয়ে দেখ্‌ব, না দেয় তবে উপযুক্ত কর্‌ব, [প্রকাশ্যে] প্রেয়সি! আমায় চিন্তে পার?

আমি তোমার এক জনা ভালবাসার লোক, আজ্ তোমাকে দেখ্তে এলেম, ওকি, কথা কচ্চ না যে ?

মনো। রোদন।

মন্মথ। [স্বগত] একি এযে দেখ্‌চি বড় আড়ম্বর, না আস্তে আস্তে আলগা চকের পাণি বেরিয়ে পল্ল, ওসব আমার ভাল লাগে না, [প্রকাশ্যে] চুপ করে রইলে যে ?

মনো। নাথ ! তুমি যে এ জনম দুঃখিনীর কথা মনে কর্‌বে, এ আমার কখন মনে ছিল্ না। আমি পথের কাঙ্গালিনী। [রোদন]।

মন্মথ। ওকি আমি কি কেবল কান্না আর সাড়ে ষোল বুড়ি কথা শুন্তে এলেম ? আমার মেজাজ্ এখন ভাল নয়।

মনো। (স্বগত) হারে মন ! তুমি এত অস্থির হইও না। কি জানি অভাগিনীর অদৃষ্ট বড় মন্দ ; আবার হিতে বিপরীত হবে [প্রকাশ্যে] জীবিতেশ আপনি ভাল ছিলেন ? আর সকলে ভাল আছেন ত ?

মন্মথ। ভাল মন্দ কিছু বুঝিনে, আমি এই জানি আমার প্রাণবল্লভা মনমোহিনী ভাল আছে, আমি তাঁহারই জন্যে এস্থানে এসেছি।

মনো। [হতজ্ঞান হইয়া] নাথ ! এ হতভাগিনী তোমারই, তুমি এর কথা কিছু মনে কর না ? আজ্ তোমার সমক্ষে তোমার প্রণয়োপহার জীবন বলিদান কর্‌ব, নাথ তোমা ভিন্ন এ অধিনীর আর গতি নাই।

মন্মথ। যাও ওসব ভাল লাগে না, আমা ভিন্ন গতি নাই,

আমি তোমার নভ নাড়া দেখ্‌তে আসিনে, সোজা রাস্তা আছে চলে যাও।

অন্তরালে সৌদামিনী উপবিষ্টা।

মনো। নাথ! আমি যে এত আনন্দ সাগরে ভাস্‌ছিলাম, তা কি সকলি বৃথা হল?

মন্মথ। ও সকল বারো সতের কথা আমি বুঝিনে, তোমার নূতন গহনা দুই খানা দাও।

মনো। জীবিতেশ! তোমারই সকল, যে দিবস পিতা অর্পণ করেছেন, সেই দিন অবধি প্রাণ মন তোমাকেই দিয়েছি, তা তুমি প্রাণ চাইলে দিতে পারি, গহনার ত কথাই নাই।

মন্মথ। তা শীঘ্র শীঘ্র আমাকে দাও, আমি এই রাত্রেই যাব, প্রেয়সী না জানি কত কষ্ট পাচ্চেন?

মনো। প্রেয়সী কে?

মন্মথ। প্রেয়সী তোর মা, প্রেয়সী কে? ওঁর কাছে সব পরিচয় দাও, তবে উনি গহনা দেবেন, মরণ আর কি!

মনো। হে মা বসুন্ধরে! তুমি একটু স্থান দাও, আমি তোমার নিকট গিয়ে এ তাপ যুড়াই, মা গো! আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না!

রোদন।

মন্মথ। দেখ আমি বাপের কুপুত্র; যদি এক শ বার আমাকে জ্বালাবে, তবে তার সমুচিত করে যাব। [স্বগত] হা মন-মোহিনি! তোমাকে যতক্ষণ না অলঙ্কার পরাচ্চি, ততক্ষণ আমার আর নিস্তার নাই।

সৌ। (স্বগতঃ) বাপের কুপুত্র, তা কি বলে জানাতে হবে? হা গোলাপ! তোমার অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল?

মনো। [অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া] হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? হা রে কঠিন প্রাণ! তুমি কি আশায় আর এ নশ্বর শরীরে বাস কর্‌তেছ? হারে দগ্ধ হৃদয়! তোমার কি লজ্জা হয় না?

রোদন।

মন্মথ। হারির মা তারির মা রেখে দাও, আমি তোমার লেক্‌চার শুন্‌তে আসি নাই, বাক্সের চাবি দাও, নতুবা এইক্ষণে বাপের নাম শুনাব।

মনো। [স্বগতঃ] হৃদয়! তুমি কি সত্য সত্য পাষাণে নির্ম্মিত হয়েচ? নতুবা এখনও বিদীর্ণ হচ্চ না কেন? হায়! প্রাণেশ্বরের নিষ্ঠুর বাক্যও এ হতভাগিনীকে শুন্তে হল? আর আমার প্রাণ ধারণে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। হা রে প্রাণ! তুমি কি জন্য এখনও বাহির হচ্চ না? পাষাণময় হৃদয়কে বিদীর্ণ কর্‌তে পার্‌তেছ না বলে কি এত যন্ত্রণা সহ্য কচ্চ? হায় প্রাণেশ্বরের আগমনে মনে মনে কত কথার আন্দোলন করেছিলাম, কত আশা কর্‌তেছিলাম, সকলি বৃথা হল।

রোদন।

মন্মথ। ওকি, গহনার কথা শুনে কান্না আরম্ভ হল বুঝি? হারামজাদি! গস্তানী! তোমার কোন বাবায় গহনা দেছিল? মনে করে দেখ্‌ দেখি।

পদাঘাতে বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা হস্তে প্রস্থান।

সৌ। কি হলো কি হলো ওরে দুষ্ট কুলাঙ্গার।
অবলা সরলা বালা কত সবে আর॥
তোর করে প্রিয়-সখী সঁপি প্রাণ মন।
অহরহ দুনয়নে ধারা বরিষণ॥
দিবানিশি কাঁদে বালা বসিয়া বিজনে।
তুমি পতি, সতী প্রতি হের না নয়নে॥
বেশ্যামদে অবিরত রত তব মন।
সে আশা তুষিতে শিষ্ট সতীর দমন॥
ওঠ সখী মনোরমা কেঁদনাকো আর।
তোমার কপালে বোন্ হলো যা হবার॥
ভালবাসা নাম যেন না থাকে ধরায়।
সতী যেন ত্রিসংসারে নাহি জনমায়॥

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

চুনিলাল ঘোষের বৈঠকখানা।

চুনিলাল ঘোষ, মন্মথ, মতিলাল, হরিহর উপবিষ্ট।

চুনি। [মতির প্রতি] কত করে মৌতাত কর ?

মতি। রোজ্ এক ভরি।

চুনি। বাবা এর উপরে এক ভরি !

মতি। তা না হলে হবে কেন ?

চুনি। ছেলে ত নয়, লডেলমের পাকে তইরী লাড়ুটি বল্‌লেই হয়।

মন্ম। চুনি ! মতির গায়ে আঁচড় দিলে স্পিরিট অফ্ ওপিয়াই ঝর্‌তে থাকে, গা চাট্‌লে ওলাউঠো পালায়, সাপে মূর্চ্ছা হয়।

হরি। অধিক কি, মতির বাড়িতে গেলে একপুরু জটা পড়ে।

চুনি। কিসের জটা ?

হরি। গাঁজার।

চুনি। মতি ভয়ে গোপালের দোকানের একটী মাণিক ! ওর আর জুড়ি আছে ?

হরি। ছিটে ওর সঙ্গে টেনে ওটে, এমন লোকত আমার চকে ঠেকে না।

মন। [মতির প্রতি] বাবা পাতি ইয়ার! যা কর কর্ম্মাও, সব খাট্‌বে, কিন্তু এ নেশাটি তোমাকে ছাড়্‌তে হবে। ছিটে আর টান্তে দেব না।

মতি। বাবা ছিটে টানার যে কত মজা, তাত জান্তে পার্‌লে না।

চুনি। আচ্ছা মতি, নম্বর ফাষ্ট একসা টেনে তোর গুলি খেতে ইচ্ছে যায়?

মতি। তাহলে ত সোণায় সোহাগা হয়। বাদসা বা কে, আমি বা কে, বাবা, কি বলব এখানের ফিরত যদি একবার আড্‌ডায় বস্‌তে পারি, তাহলে ইন্দ্রত্ব আর কোথায়?

চুনি। আচ্ছা, গুলি খাওয়া একবার আমাদের ছাথাতে পারিস্‌?

মতি। এখানে ততটুকু আমোদ হবে কেন!

মন্মথ। না হবে কেন?

মতি। এ, ত, ব্র্যাণ্ডি টানা নয়, যে গালে দিলেই হয়ে-গ্যাল, এতে অনেক সরঞ্জামের দরকার করে।

মন। গুলি খেয়ে কি চাট্‌ খাস্‌!

মতি। ছিটে টানার তরিবৎ তুই কি বুঝ্‌বি। একটা করে ছিটে টানতে হবে, আর একবার করে সোলা চুস্‌তে হবে।

মন। সোলা কি?

মতি। এইত, বাবা, এও বুঝ্‌তে পারলে না! চিনির

জলে সোলা ভিজিয়ে তাই চুস্‌তে হবে। তবে সিন্ মজা লাগ্‌বে।

সকলের হাস্য।

হরি। সোণার চাঁদ, খামকা কাল অমন কেলেঙ্কারটা করে বস্‌লি ক্যান বল্ দেখি?

মতি। (সক্রোধে) আমি কি জ্ঞান থাক্‌তে করেছি, অজ্ঞানে হয়ে গেছে, তা কি হবে?

চুনি, মনমত। কি হয়েছিল?

হরি। চাঁদকে জিজ্ঞাসা করনা।

চুনি। কি, বাবা মতি, বল্‌বিনে।

মতি। (সক্রোধে) ঐ বরাখুরে ব্যাটার কাছে শোন, আমি কিছু জানি নে।

হরি। [সহাস্যে] গাল দিলি, তবে বল্‌তে হলো, বলি?

মতি। বল্‌না শালা, তোর বাবা কি করেছিল, বল্‌না।

হরি। বাবা! ঠানদিদিকে ধরে টানাটানি! আর কি দেশে লোক ছিলনা?

মতি। শালা! তোর বাবার কি? তোর বাড়ি গিয়া ছিলেম্।

হরি। উল্লুক! আমার কাছে কোন্ একটা টাকা চেয়ে ছিলি, চাহিলেই ত পেতিস্। নিরেট্ কি না, পুতলেই গাছ।

মতি। [চুনির প্রতি] ঘোষ্‌জা তোমার এখানে ভদ্র সন্তান আরত আস্‌বেনা। সাধে সারদা মামা এখানে আস্‌তে বারণ করে।

মন্ম। [চুনির প্রতি] ঘোষ জা! আর শুনেছ, আজকাল সারদা বড় রিফরম্ হয়েছে। দেখা পেলেই বাবু লেক্‌চার ঠোকেন। কিন্তু——

চুনি। সারদা নাকি মদ ছেড়ে দিয়ে এখন টেম্পারেন্‌স সোসাইটির মেম্বর হয়েছে?

মন্ম। চিরকালটা নিমে শুঁড়ির দোকানে কাটিয়ে এসে আজ্ কিনা বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী—ও কদিনের!

মতি। আজ্‌কাল কোন ভাই মামার নামে একটী কথা বল্‌তে পারে না। আমি মামার মত নাম লেখাব।

হরি। ঘর বাঁদ্‌বি কোথায়?

মতি। তোর অন্দর মহলে! বাবা আমি সব বুঝতে পারি!

মন। A good boy এক তরিবৎ ছোক্‌রা।

মতি। আমি মামার মত ইংরিজীতে বক্তৃতা কর্‌তে পারি।

হরি। নরানাং মাতুলক্রমঃ যেমন বাপ্ তেম্‌নি ব্যাটা। হবিই ত।

সকলের হাস্য।

[নেপথ্যে]। মন্মথ বাবু এখানে আছ?

বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। মন্মথ বাবু! একবার উঠ্‌তে হবে। আপনার সঙ্গে প্রাইভেট অনেক কথা আছে। [মতির প্রতি] ও কে মতি বাবু না, এখানে কি হচ্চে?

মতি। [মাথা চুলকাইতে২] না এমন কিছু নয়। এই ঘোষজা ডেকেছিলেন তাই এসেছি।

বসন্ত। মন্মথ বাবু উঠুন।

মন্মথ। আপনি অগ্রসর হোন্। আমি যাচ্চি।

বস। না, তা হবে না। অতি প্রয়োজন, উঠ্‌তে হবে।

মন। এমন কি প্রয়োজন যে, এখান থেকে উঠ্‌তে হয়? এখন আমার এখানে বিশেষ প্রয়োজন আছে, যেতে হয় পরে যাওয়া যাবে এখন।

বস। নানা, যেতেই হবে, কোন ওজর আপত্তি শুন্‌ব না।

উভয়ের প্রস্থান।

হরি। বসন্তকে দেখলে বাস্তবিক ভক্তি হয়। ছোকরাটী দেখতেও যেমন গুণেও তেমনি।

চুনি। সৌদামিনীও ঠিক বসন্তের অনুরূপ।

হরি। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে। বসন্তেই মাধবীলতার বিকাস হয়।

মতি। বসন্ত সৌদামিনীর সঙ্গে আমাকে কথা কৈতে বলে, কিন্তু বাবা, আমি এগুইনে।

হরি। তুই এগুসনে, না সে এগোয় না?

মতি। সে এগোয়না বটে? যত মুখ ফিরয়ে থাকি, তত আমার কাছে এসে লেখাপড়ার কথা বলে, কতরকম বুঝোয়।

হরি। বাবা, মেয়েমানুষের কাছে মুখ ফিরয়ে থাকিস্, দূর্ শালা বুনোবয়ার।

মতি। হ্যাঁ তোর বুদ্ধি শুনে কথা কয়ে শেষে শ্রীঘরে উঠি আর কি?

চুনি। হ্যাঁ বাবা ঠিক বলেছে।

হরি। বলেছে?

চুনি। হ্যাঁ।

হরি। কিসে?

চুনি! ও শালা খড়ো ঘরের নটী ঝির পড়া পাখী, ভদ্র মেয়ে মান্‌সের সুমুকে কথা কইতে গেলে একে আর করে বস্‌বে।

মতি! দুঃ শালা, বেলা হয়েছে চল্লেম্‌। মামা মুখ কর্‌-বেন।

চুনি। চল আমরাও উঠি।

সকলের প্রস্থান

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সৌদামিনীর শয়নঘর।

মনোরমার প্রবেশ।

মনো। (স্বগতঃ)—

হা প্রাণবল্লভ! যদি থাকি অন্যমনে,
তবুও দেখিতে পাই, ও চন্দ্রবদন,—
শয়নে স্বপনে জাগে হৃদয় মন্দিরে।
নয়ন মুদিলে নাথ! জ্ঞান হয় মনে,
সেই তুমি সেই ভাবে আসিয়া বিজনে,
ধীরে ধীরে পাশে বসি, দুঃখের বারতা,—
দুঃখের বারতা মোর, মৃদুমন্দ হাসি,
দুকরে ধরিয়া কর, অমিয়-বচনে,
সুধাও এ অভাগিরে, "কেন বিনোদিনি!
কমল-নয়ন তব, নয়নেরি জলে,
ভাসিছে? কেন গো! হেন, হেরি অলক্ষণ?"
অমনি শিহরে হৃদি, বাহু পশারিয়া
যাই ধরিবারে, হায়! কিন্তু কোথা তুমি?—
স্বপনের ধন মোর স্বপনে মিশায়।
দুনয়নে বহে ধারা, কাঁদি উভরায়।

কাঁদে যথা কুরঙ্গিনী কুরঙ্গ বিহনে।
সৌদামিনী প্রিয়সখী বিনা নাহি জানে,
এ দুঃখ-বারতা মোর ; অভাগিনী আমি।
কোন দোষে দূষী নাথ তব ও চরণে
অনাথিনী ? তুমি সখা হলে হে বিরূপ,
কি ফল আমার আর এ ছার জীবনে,—
দুঃখের আধার এই দুঃখের জীবনে ?
চল রে জীবন, সেই নিত্য-সুখধামে,
মরম যাতনা তব জুড়াবে মরণে ;—
জুড়াবে সকল তাপ যাইলে তথায়।
কেন রে ও পোড়া মন ! বৃথা আশা তোর,
হায় ! কি পাইবি আর সে অমূল্য-ধনে ?—
সে তপন-মণি ? দুখের যামিনী তোর,
পোহাবে কি আর ? কহিছে নিরাশ দস্যু,
নিকটে আসিয়ে, "কেন কাঁদ আর,
কাঁদিলে কি, প্রিয়তমে পাবে পুনরায় ?
কেন আর বৃথা তুমি কাঁদ অকারণ ?
সাপিনীর-মণি যদি বারেক হারায়,
পুন কি আর ফিরে পায় সে রতনমণি ?
কেঁদ না কেঁদ না ; তব নয়নেরি জল,
নয়নে শুখাবে ; তুমি চির-অভাগিনী।"

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ। কেও গোলাপ, কখন এলে ভাই? (স্বগতঃ) হায়! এমন সর অন্তঃকরণ যে এত বেদনা পাবে, এ কার মনে ছিল! [প্রকাশ্যে] আজ মন্মথকে আন্‌তে নাথকে ত বলে দিয়েছি, এখন ভাই তোমার অদৃষ্ট আর আমার হাতযশ।

মনো। তোমাদের ভ্রম ত যাবার নয়। যাহক, আর থাক্‌তে পাচ্চিনে, চল্লেম্।

সৌ। বস না ভাই, জলে ত পড়নি।

মনো। বসন্ত এখনি আস্‌বে, আর থাক্‌তে পারিনে।

সৌ। এলই বা, ক্ষতি কি?

মনো। তা কি হতে পারে, হাজার হোক, তবু মেয়ে মানুষ।

সৌ। তুমি কথা কওনা বলে কত আক্ষেপ করেন।

মনো। গোলাপ! ঈশ্বর যদি কথা কবার দিন দিতেন, তা হলে কি ভাই তোমায় বল্‌তে হতো।

সৌ। এই বুঝি আস্‌ছেন।

মনো। তবে আমি আসি।

মনোরমার প্রস্থান।

সৌ। (স্বগত) হা প্রিয়ম্বদে! তোমার জীবনাধার মন্মথ ভাল হবে মনে করে, এ জীবন আনন্দে নৃত্য কচ্চে, বুঝি এত দিনে আমাদের সকল মনোরথ পূর্ণ হলো, গোলাপ! তোমার সুখের দিন আস্‌বে, এ কি সামান্য আনন্দের, আহা! কতক্ষণে স্বহস্তে অলঙ্কারে ভূষিত করে, পতিসোহাগিনীকে পতিপার্শ্বে বসাইব,

কতক্ষণে মন্মথ সাদরে তোমার কর গ্রহণ কর্‌বে। হায়! তোমার বিলাপ শুনে জীবন অস্থির হয়েছে। [দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ]।

(বসন্তের প্রবেশ।)

বস। (স্বগত) আহা! অসামান্য রূপরাশির কি রমণীয় মাধুর্য্য! আজ নয়ন মন চরিতার্থ হলো। প্রিয়ে! করকমলে মুখ-কমল সংলগ্ন করাতে, যেন এক মৃণালে শ্বেত লোহিত কমল দুটি প্রস্ফুটিত রয়েছে, এই কি আমার সৌদামিনী? অথবা যথার্থ সৌদামিনী স্থির ভাবে পৃথিবীতে বিরাজ কচ্চেন।

(নিকটে গিয়া চক্ষুদ্বয় ধারণ)

সৌদা। [সচকিতে স্বগত] এই যে নাথ এসেছেন, [প্রকাশ্যে হাস্যমুখে] কি আশ্চর্য্য! যে মোহন মূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌ছি, নাথ! সামান্য হস্তাবরণে তাকি ঢাকা পড়ে?

বস। প্রিয়ে! আমি অতি ভাগ্যবান্।

সৌদা। (আগ্রহের সহিত) কেন নাথ?

বস। (হাস্যমুখে) প্রিয়ে! যে বিধি অতল জলধিতলে অমূল্য রত্ন যত্ন সহকারে সৃষ্টি করে মানবপুঞ্জের দুষ্প্রাপ্য করেছেন, সেই বিধি কি তোমা হেন অমূল্য নিধিকে আমার হৃদয়ভাণ্ডারে তুলে দিয়েছেন।

সৌদা। নাথ! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন দাসীর চির দিন ও চরণে অচল অটল ভক্তি থাকে।

বস। প্রিয়ে! স্বভাবতঃ যে বস্তু সুন্দর, তাহা গুণে ভূষিত হলে, কি মনোহর হয়।

সৌদা। নাথ! যদি সৎপাত্রে ন্যস্ত হয়।

বস। প্রিয়ে! জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।

সৌদা। নাথ! আমার মনের কথাটীই কেড়ে নিয়েছ?

বস। সরলে! এতক্ষণ কিসের ভাব্‌না ভাব্‌ছিলে?

সৌদা। নাথ! দাসীর কথা কি ভুলে গেছ।

বস। আদরিণি! এজন্মে কি ভুল্‌তে পারি।

সৌদা। নাথ! কি করে এসেছ বলে, পরিতাপিত জীবনকে সুস্থ্ কর।

বস। প্রিয়ে! আজ এত বিষণ্ন কেন?

সৌদা। তা কি জান না।

বস। কি কর্‌বে, তার ত উপায় নাই, গোলাপের দেখে, তোমার অন্তঃকরণ যেরূপ হয়েছে, ততোধিক আমার।

সৌদা। নাথ! মনমতের কথা বলে, উৎসুক জীবনকে চরিতার্থ কর।

বস। অনর্থক বৃথা আশায় কেন আশ্বস্ত হচ্চ, মহামূল্য মণি একবার বিনষ্ট হলে, পুনরায় আর কি সে পূর্ব্বজ্যোতি প্রাপ্ত হয়? মন্মথ ভাল হবার নয়।

সৌদা। (আগ্রহের সহিত) সে কি নাথ!

বস। আমার যত দূর সাধ্য, আজ বুঝাতে বাকি রাখিনে, গেলেম ভাল কর্‌তে, ঘট্‌ল বিপরীত।

সৌদা। (স্বগত) হা পোড়া অদৃষ্ট! গোলাপ! তুমি যে বলেছিলে, "এ ভাঙ্গা অদৃষ্ট যোড়া লাগ্‌বার নয়, কেন ভাই বৃথা আশা দিচ্চ।" এতদিনে বুঝ্‌লেম, তোমার কথাই সত্য হলো, (প্রকাশে) নাথ! বিপরীত ঘট্‌ল কেন?

বস। অতিশয় চটে গ্যাছে।

সৌদা। কি কারণে?

বস। এমন কিছু নয়, সারদা একটা কথা বলেছিল।

সৌদা। কি বলেছিল?

বস। টেম্পরেনস্ সভার সভ্য হতে বলেছিল।

সৌদা। নাথ! এই কথায় এত চট্‌ল?

বস। সুধু চটেছে, সারদাকে বিস্তর কু বাক্য বলেছে।

সৌদা। সারদা কি ব্যাজার হয়েছে?

বস। সে এক জন পাগলের কথায় বিরক্ত হবার ছোক্‌রা নয়।

সৌদা। (স্বগত) গোলাপ! চিরকালটা তোমার কান্না সার হলো, এই মাত্র যে এত প্রবোধ দিচ্ছিলেম, সকলি বৃথা হলো; মনোমধ্যে এত আশা স্থান পাচ্ছিল, তাকি জন্মের মত-নই বিফল হলো। অনাথিনি! তোমার দশা মনে করে, জীবন চঞ্চল হয়েছে, কি জন্য পোড়া বিধি তোমাকে নানা গুণে ভূষিত করে, চরমে শিরোভূষণ প্রাণপতিকে বঞ্চিত কর্‌লেন; প্রিয়ম্বদে! তোমার অন্তঃকরণ যে সরলতা ভূষণে-অলঙ্কৃত, সতীত্ব-রত্নে মণ্ডিত; তোমার দশা এই হলো? প্রাণাধিকে! এতদিনে

তোমার জীবনের আশা পরিত্যাগ কর্‌লেম, কেন না, একে তুমি কৃশাঙ্গী, তাতে দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হচ্ছো, তুমি যে আর অধিক দিন বাঁচ্‌বে, এমন কখনই বোধ হয় না।

(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বস। প্রিয়ে! তুমি কি কাঁদ্‌ছ?

সৌদা। নাথ! অভাগিনী—

বস। প্রিয়ে! কি বল্‌বে বল।

সৌদা। অভাগিনী এই এতক্ষণ এখানে ছিল, মনমথের কাছে তুমি গেছ শুনে, কত কথা বল্‌তে লাগ্‌ল, কথঞ্চিৎ প্রফুল্লও হয়ে ছিল; এখন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কি বল্‌ব?

বস। প্রিয়ে! তবে একথা তাঁকে শোনাবার আবশ্যক নাই, বড় কষ্ট পাবেন।

সৌদা। হা বিধি! তোমার মনে কি এই ছিল।

বস। প্রিয়ে! গোলাপকে একটু রাখ্‌লে না কেন? আমি বুঝিয়ে অনেক সান্ত্বনা কর্‌তেম।

সৌদা। নাথ! সে কি থাক্‌তে চায়।

বস। সরলে! আমার সঙ্গে ছাখা কর্‌তে কি দোষ ভাবেন?

সৌদা। নাথ! সে জন্য নয়, সে একে লাজুক্‌, তায় আপনার অবস্থা ভেবে কারুর কাছে যেতে চায় না, সদাই মনমথের জন্য কাতর।

বস। প্রিয়ে! মন্মথকে এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল কর্‌তে পারি, যদি সঙ্গদোষটা না থাকে।

সৌদা। নাথ! ঐ দোষেই ত মন্মথ খারাপ হয়েছে।

বস। ঐ হতভাগ্যই ত মন্মথের মাথাটী খাবার মূলীভূত।

সৌদা। কে?

বস। জমিদার বাবুটি।

সৌদা। হ্যাঁ নাথ! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

বস। প্রিয়ে! তা কি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয়?

সৌদা। তবে ও পাড়ার তাঁর নামটী বল।

বস। চুনির কথা বল্‌চ?

সৌদা। হ্যাঁ।

বস। কেন? চুনির নাম কি তোমার ধর্‌তে নাই?

সৌদা। না।

বস। আজো ওসব মান্‌বে।

সৌদা। (হাস্যমুখে) কি কর্‌ব, দেশাচার, কেউ শুন্‌লে, রক্ষে থাক্‌বে না।

বস। হ্যাঁ, তার পর।

সৌদা। তাঁরিরি নামে, কি একটা কথা, ভাবিনী আর এলোকেশিতে বলাবলি কচ্ছিল, আমি গেলাম্ বলে থেমেগেল, অনেক জিদ্ কর্‌তে, আমাকে বল্‌বে বল্লে।

বস। (স্বগত) হ্যাঁ, বুঝেছি, সেই দিনের রেফ কেসের কথাটা, (প্রকাশে) প্রিয়ে! সে কথা তোমার শুনে কাজ নাই।

সৌদা। নাথ! হানি না থাকে, বল্‌তে দোষ কি?

বস। প্রিয়ে! যে নির্ঘ্নণের কথা অতি অসৎ হৃদয়ও মুখে আন্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে, আমি কি করে সে পাপ কথা মুখে আন্‌ব।

সৌদা। [স্বগত] আহা! কোন্ হতভাগ্যের জীবনসর্ব্বস্ব কেড়ে লয়েছে, অথবা কোন্ অভাগিনীর প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করেছে, দেশের জমিদার, কারুর কিছু বল্‌বার জো নাই। হা জগদীশ্বর! কবে এসব্ লোক শাসিত হয়ে, মাতৃ-ভূমির মুখোজ্জ্বল হবে। (প্রকাশ্যে) নাথ! অত্যাচারটা কার উপরে হয়েছে, বল্‌তে হবে।

বস। আর কার উপরে, দুর্ব্বল, সহায়হীন, প্রজার উপ-রেই গুণপণা জানিয়েছেন।

সৌদা। নাথ! দেশে কি হাকিম নাই?

বস। থাক্‌লে কি হয়, টাকার জোর।

সৌদা। আহা! অর্থহীন লোকের কি সহায় জোটে না।

বস। প্রিয়ে! গরিবের হয়ে দুটো বলে, এমন লোক অতি বিরল।

সৌদা। কি অন্যায় কাল পড়েছে; আহা! তাদের মনে এখন কি হচ্চে।

বস। আর কি হবে, মন্দভাগ্যেরা ঈশ্বরকে ডেকে নিরস্ত রয়েছে।

সৌদা। নাথ! বুড় বয়সেও চরিত্রদোষটি ঘুচ্‌ল না।

বস। সরলে! স্বভাব কি কখন পরিবর্ত্ত হয়?

নেপথ্যে। স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

সৌ। সারদা বুঝি আস্‌ছে।

(সারদার প্রবেশ।)

বস। হ্যালো, আমি এই যাচ্ছিলাম।

সার। তোমার জন্যে সকল কার্য্য বন্দ রয়েছে, বিলম্ব দেখে তাড়াতাড়ি এলেম্।

বস। সভ্যেরা কি এসেছে?

সার। আগতপ্রায়।

বস। ওদের আস্‌বার কিছু শুন্‌লে?

সার। হ্যাঁ।

বস। আস্‌বে?

সার। এক জন নয়।

বস। কে?

সার। মনমত।

বস। মনমত আস্‌বে না, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

সার। মনমত না এলে যে চুনি আসে, এমন ত বোধ হয় না; কিন্তু স্বীকার করেছে?

সৌ। কোথায় আস্‌বে?

সার। সভায়।

সৌ। কোন্ সভায়?

সার। আমাদের সভায়।

সৌ। সুরানিবারিণী সভায় আস্‌বে, এ কথা মনেও কর না। সুরা আয়োজনের সভা কর্‌লে আগে দেখ্‌তে পেতে। সভার দুর্ভাগ্য বশত যদিও পদার্পণ হয়, তা হলে লোকে সুরাসংবর্দ্ধিনী সভা ভিন্ন আর কি বল্‌বে।

বস। সে কথা বড় মিছে নয়, ওরা যে সুরাসেবনের বিপরীতে সৈ করে, এমন ত বিবেচনা হয় না; বিশেষ যদি ঐ নব্য ছোক্‌রাটি না থাক্‌ত।

সৌ। সে আবার কে?

সার। বুঝ্‌তে পারলে না, ঐ যে চুলে কলপ দেওয়া জমিদারটি। হতভাগাকে দেখ্‌লে, শান্ত হৃদয়েও রাগের উদ্রেক হয়। ঐ দুরাচার যে কি ধাতুর লোক, তা ঈশ্বরই বল্‌তে পারেন, পৃথিবীর এমন কোন দুষ্ক্রিয়া নাই, যা ঐ পামরের অবিদিত আছে; দুষ্টের কুটিল গতির যে কোথায় সীমা, তা বোধ করি, দেবতারাও অবগত নন, সম্প্রতি যে কার্য্যটা করেছে, শুনেছ ত?

বস। ছেড়ে দাও, বার বার পাপ কথার অন্দোলন কর্‌লেও পাপ হবে।

সার। (সক্রোধে) কি বলব, যদি এক দিনের জন্যে এরূপ খলের উপরে আধিপত্য কর্‌তে পারি, তবে জীবন সার্থক হয়।

বস। তবে চল যাওয়া যাক্‌। (সৌদামিনীর প্রতি) প্রিয়ে! তুমি এখানে থাক, আমরা আসি।

সৌ। নাথ! চল্লে?

বস। প্রিয়ে! আমি চল্লেম বটে, মন এখানে রইল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

সৌ। হাতে অনেক কর্ম্ম আছে, আমিও যাই।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চুনিলালের বৈঠকখানা।

চুনি, হরি একাসনে উপবিষ্ট।

চুনি। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র শঙ্কা নাই।

হরি। তাত জান্‌লেম, কিন্তু এ কাজ কখন করিনে।

চুনি। করে দ্যাখ না, কত মজা আছে, 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ' একবার কর্‌লে আর আট্‌কাবে না।

হরি। পাছে হিতে বিপরীত ঘটে, আমার সেই ভাবনাটা হচ্চে।

চুনি। আমি যখন পেছনে রইলেম, তখন তোর ভয় কি, কোন চাচায় কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌বে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্; (দাড়ি ধরে) বাবা! চিরকালের তরে কিনে রাখিস্, আর যা বলিছি।

হরি। আমিও কোন্ অসম্মত আছি, কাজটা করে উঠ্‌তে পার্‌লেই ত দশ টাকা পেয়ে যাই।

চুনি। বাবা! সে কথায় কাজ কি, তখন দেখ্‌তে পাবি।

হরি। আমার আকের চেয়ে কিছু সোঁদাল মিষ্টি নয়, যত-

ক্ষণ তুমি দিচ্চ, ততক্ষণে চল্‌চে, তবে কি না অনেক দিনের ভাবটা, তাই বল্‌ছি।

চুনি। বাবা! রুধির ফেলে ভাব্; ভাব নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? জানিস্, আমি তোর কামধেনু? যার খাবি, তার গাবি নে?

হরি। তা কি আর জানি নে, দুইলেই দুধ্, যা হোক, এখন কি কর্ত্তে হবে বল দেখি।

চুনি। কাগজ খানা এনে, ঠিক্ ওর মত দস্তখতটা কর্‌লেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

হরি। এই কাজ্?—এ ত বুক ঠুকে বল্‌ছি, ওর দস্তখত আমি যেমন পার্‌ব, তেমনটি আর কোন মিয়া পার্‌বেন না। বাবা চির কালটা কাছে থেকে ওর নাড়ি নক্ষত্র আমার ত আর জান্‌তে বাকি নেই, বল্‌তে কি, তা নয়, ব্যাটা অনেক খাইয়েছে, ঢের দেচে।

চুনি। সেই জন্যে ত তোরে ধরেছি।

হরি। বাবা! বাড়িতে গিয়ে এই কথা ত সব্ বল্লেম।

চুনি। আমার মাথা খেয়েছিস্, কার কাছে এর মধ্যে বলেছিস্?

হরি। মনের কথা আবার কার কাছে বলে?

চুনি। তবে ভাল, আমি বলি আর কেউ টের পেয়েছে।

হরি। যদি না রাগিস্, তা হলে একটা কথা বলি।

চুনি। বল্ না বাবা! তোর কথায় রাগ্‌ব, তুই ধরে মাল্লেও কিছু বল্‌ব না।

হরি। বাবা! তোমার মন্‌টি বড় সন্দিগ্ধ।

চুনি। এ সব কাযে সন্দেহ না করলে চল্‌বে কেন, প্রকাশ হলে সকলি যে নষ্ট হবে, বল্‌ বাবা! তার পর।

হরি। তার পর, এক্‌ গা গহনা পাবার কথা শুনে, মেয়ে মানুষ যা হয়ে থাকে।

চুনি। খুলেই বল্‌ না, অৰ্দ্ধেক বলে রাখ্‌লে আর কি বুঝ্‌ব।

হরি। এও বুঝ্‌তে পার্‌লে না। চারুহাসিনী গহনার কথা শুনে, আহ্লাদে আট খানা হলো। আহা! একে সেই দুই পদ্মপলাশ নয়ন, তায় আবার গজদন্তের ন্যায় দন্ত-পংক্তি বিম্বোষ্ঠের দিকে ঠেলে ওঠাতে কি অপূর্ব্বই শ্রী ধারণ করেছেন। প্রিয়ে যদি আড় নয়নে একবার কারু পানে কটাক্ষপাত করেন, তা হলে মনুষ্য দূরে থাক্‌, বনের পশু পর্য্যন্ত ভঙ্গি দেখে ছুটে পলায়। আঁর নাসিকার ত কথাই নাই, সে ত নাই বল্লেই হয়, কেশ গুলিন এমনি কটা, যে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন, পাটের দোকান একচেটে করে নেছেন, কপাল খানি ত সুমেরু, কথায় কোকিল-গঞ্জিনী, সে রূপ একবার যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর হৃদয়ে মনো-হারিণী মূর্ত্তি অমনি অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে। বিবেচনা করুন দেখি, এমন অঙ্গে যখন সোণা রত্তি নাই, তখন গহনার কথা শুনে কার্‌ না আহ্লাদ হয়?

চুনি। সত্তি বাবা! এমন অঙ্গে দু খানা না পর্‌লে কি শোভা হয়।

হরি। তুমি না দিলে আর কে দেবে।

চুনি। তা আর দেবো না? যা একবার মুখ দিয়ে বার করেছি তা আবার লঙ্ঘন হবে?

হরি। আমিও ত তাই বল্‌ছি, তোমার বচন ব্রহ্মার বেদ, ওকি আর নড়ে।

মরদ্ কি বাৎ,
হাতী কি দাঁত।

চুনি। দেখ বাবা! তিন কান সওয়ায় আর যেন কেহ না অঙ্কুশ পায়, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় রেজেষ্টরি টা হয়ে যেতে পার্‌লেই, কালীঘাটে পূজা ও মদের হরির-লুট্ দিয়ে ফেলি।

হরি। খতে সাক্ষী ত চাই?

চুনি। খত কি? সব্ ভুলে গেলি?

হরি। বিষ্ণু, 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' এ কাজ, কোন কালে ত করি নে, কওয়ালা খানায় সাক্ষী হবে কে?

চুনি। লিখ্‌বে যে।

হরি। দস্তখতও কর্‌ব, সাক্ষীও হব, দুই আমা হতে হবে না।

চুনি। তাতে আবার দোষ কি?

হরি। দোষ নাই, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, মিথ্যে সাক্ষী ত দিতে হবে?

চুনি। এর পরে, চান্দ্রায়ণ করিয়ে দেব।

হরি। না বাবা! উটি পার্‌ব না।

চুনি। এই কি কথা? ভদ্র লোক সাক্ষী না হলে আদালতে কি ছোঁবে?

হরি। (স্বগত) বাবা! যাবে কোথায়, এইবারে চারে পড়েছ, এখন যে মনশুভ করে, বঁড়সিটি ফেল্‌ব, ওমনি তাই উঠ্‌বে, গহনার বিষয় ত এক রকম শেষ করে ফেলিছি; আর একটা হলেই হয়। (প্রকাশে) ঐটি মাপ কর্‌তে হবে।

চুনি। কি আশ্চর্য্য! এত যে বুঝুলেম, পরামর্শ কর্‌লেম, সকলই বৃথা হলো?

হরি। তবে একটা ঘড়ি আমাকে দেবে স্বীকার কর?

চুনি। (হাস্য মুখে) তারির জন্যে এত হচ্ছে? তা বল্লেই ত হয়।

হরি। সুদু ঘড়ি নয়, ল্যাজ্‌ওয়ালা।

চুনি। [স্বগত] আঃ শালা যে বিরক্ত কর্‌লে। [প্রকাশে] ল্যাজ আবার কাকে বলে?

হরি। তাও বলে দেব; ঐ যে তোমার ট্যাঁকে ঝোলে।

চুনি। চেন্।

হরি। হ্যাঁ ঠিক্।

চুনি। (স্বগত) সাধের আর বাকি নাই, [প্রকাশে] আচ্ছা তাই স্বীকার।

হরি। তবে, রেজেস্টরি আফিসে গিয়ে, কি বল্‌তে হবে, শিখিয়ে দাও।

চুনি। আইডেণ্টিফাই কর্‌তে হবে।

হরি। সে আবার কি?

চুনি। তুমি কওয়ালাদারকে জান কি না, তাই জানব দিতে হবে।

হরি। তা কেমন করে হবে? সে ত উপস্থিত থাক্‌বে না?

চুনি। বাবা! এও কি আর করে নেওয়া যায় না, দেখ্‌তে পাবে।

হরি। আমার চোদ্দ পুরুষে এ রকম বুদ্ধি খাটাতে পারে না।

চুনি। জমিদারী বুঝা স্বতন্ত্র হিসেব, এ তুই কোথা পাবি?

হরি। দেখ বাবা! শেষটা যেন রক্ষে হয়, ধনে প্রাণে মজিও না।

চুনি। ওর চেয়ে কত গণ্ডা পার করেছি, কিছু ডর নাই।

হরি। তালুকখানার নাম্ কি?

চুনি। আকোন্ পুকুর।

হরি। কত টাকা তসিল?

চুনি। বৎসরে পাঁচ হাজার।

হরি। আর সব গিয়ে, শেষে ঐ খানায় ঠেকে ছিল, তাও দেখ্‌তে পাই যায়, এর পরে ভাঁড় হাতে আর কি।

চুনি। যে নেসায় পড়েছে, কে কোন্ দিন ফাঁকি দেবে, তাইতে ত হাতে রাখ্‌ছি।

হরি। হাতে যত রাখ্‌ছ, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্চি, ও পেটে পুর্‌লে আর যে বেরয়, তা ত বোধ হয় না।

চুনি। এই ছু আড়াই হাজার বিঘে জমী কি পেটে পোরা যায়?

হরি। (চুনিলালের উদরে হাত বুলাইয়া) বাবা! এ পেটে

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পোরা যায়, তা এত গোষ্পদ তুল্য সামান্য জমী। কিন্তু দেখ বাবা! শেষে যেন আদালতী বোমায় পেট্‌টি ট্যাপ করে না?

চুনি। পেঁচী জমীদারেরাই করে ভাবে। বাবা! "জমীদার" এ জাঁহাদারী নাম, এ নাম শুন্‌লে শালগ্রামের চক্র অবধি কেঁপে ওঠে, তা আদালত কোন্ ছার। পয়সা বড় চিজ্।

হরি। বেস্ করে টর করে দিয়ে দস্তখত টা কেন করে নেওয়া যাক না?

চুনি। তা কর্‌লে লোকজানাজানি হবে। বিশেষ, যে ওর পিসি, একবার শুন্‌লে আর উপায় রাখ্‌বে না, গাল দিয়ে ভূত ছাড়াবে।

হরি। এও কোন্ ছাপা থাক্‌বে?

চুনি। আরে আদালতের মার, বড় মার, রেজিস্‌ট্রেসন্‌টা হয়ে যেতে পার্‌লে হয়। কোন চাচায় কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌বে না, একবার হস্তগত হলে তার পরে ফিরন অনেক কাঠ খড়ের কর্ম্ম; বিশেষ আমার সঙ্গে মোকদ্দমা করে ওঠে, এমন ভাই আজ্‌ও জন্মায় নাই। আমি যাকে ধরি, তাকে কি অল্পে ছাড়ি।

হরি। হ্যাঁ বাবা! তুমি যাকে ধর, তার হাড়ে বাসী না বাজিয়ে ত ছাড় না? কোন দ্রব্য তোমার এ জেলার অন্তর্গত হলে কি আর উপায় আছে? যা হোক বাবা! আমাকে নাএবিটে দিস্।

চুনি। তুই যে দেখ্‌তে পাই লঙ্কা ভাগ কর্‌তে বশ্‌লি,

কোথায় কি, তার ঠিক্ নাই, প্রথমেই নাএবির যোগাড়, আগে শ্রাদ্ধ করি, তার পরে উপকরণ খাস্।

হরি। শ্রাদ্ধের আর বাকি কি? খোলা, কুশ ত সব কাটাই আছে; কেবল মন্ত্র পড়্লেই হয়।

চুনি। এখন তবু কত বাকি, তা তুই জান্বি কি?

হরি। ঐ ভুঁড়িটিতে যে কত আছে, তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু বল্তে পারেন না, আমি কোন্ ছার, সাধে কি বলি বুদ্ধির জালা।

চুনি। এই জালার বলে কত লোক বশ্য হয়েছে।

হরি। সত্যি বাবা! কত লোকের যে মাথা খেয়েছ, তা বল্তে পারিনে। একবার যাকে ধরেছ, তাকে আর উঠা ধানের পত্তি কত্তে দেও নাই। বিশেষ তোমার পয়সা একটীও ত অসৎ ব্যয়ে যায় নাই। কেবল গুলি, গাঁজা, মদ, আফিন খাইয়ে লোকের সর্ব্বনাশ করেছ?

নেপথ্যে;——

যে যায় যাবে, আমি কখনই যাব না।

চুনি। এই বুঝি আস্ছে?

(মন্মথের প্রবেশ।)

হরি। আরে মাষ্টার! আস্তে আজ্ঞা হয়, তোমার জন্যে সবই বন্ধ, এত বিলম্ব কেন?

মন্ম। এক ক্রোশ ত ঠেল্তে হবে, তোমার মতন নয় যে, এ ঘর ও ঘর—

হরি। (চুনির প্রতি) ঘোষ জা? মন্মথের এখানে একটা আড্ডা করে দিলে হয় না? ভাল মানুষ আস্‌তে বড় কষ্ট পায়।

মন্ম। তা হলে ত বাঁচি, (উভয়কে দেখিয়া) ইস্ দুটিতে যে মানিক্‌জোড় হয়ে বশেছ; কারণটা কি?

হরি। (স্বগত) কারণ তোমার সর্ব্বনাশ। (প্রকাশে) আমরা হরগৌরি সেজে, নন্দীর অপেক্ষা কচ্ছিলেম্, তা ত অদৃষ্টে পৌঁছিল, এখন বড় তামাক্ এক ছিলিম্ সাজ্, খাওয়া যাক্।

মন্ম। রোস্, আগে জাবনা কাটি।

হরি। দুঃ শালা, সে জে, তোর খোরাক্।

মন্ম। তোদের না হয়ে আমার, আচ্ছা ঘোষজা বলুন দেখি?

চুনি। (হরির প্রতি) বুঝ্‌তে পাল্লি নে, গরু করে, আমাকে ষাঁড়্ বল্‌ছে।

হরি। তা হলেও তুই ত রাখাল।

চুনি। (মন্মথের প্রতি) তবে ভায়া! আস্‌বার সময়ে কি বল্‌ছিলে?

মন্ম। আরে মশাই, শালারা, এক সভা খুলে ভাল এক কাপ্ করে বশেছে। আমি এখানে আস্‌ছি, আমাকে ধরে টানা টানি, আরে শালারা মহানদী সাগর ছাড়া কি আর কোথাও মিশে থাকে, আমি এই দুশ মজা ফেলে, ওদের লেক্‌চার শুনিগে আর কি?

হরি। এ পীঠস্থানের মর্ম্ম ওরা বুঝ্‌বে কি? একান্ন

পীঠের এক পীঠ যে ঘোষজার বৈঠক্‌খানা, তা ত ব্যাটারা জানে না?

চুনি। আজ্ সেই জ্যাঠাটা এসে আমাদের ত একরকম স্বীকার করিয়ে গেছে, কি করা যায়, বল দেখি?

মন্ম। যাবে কি?

চুনি। ক্ষতি কি, একবার দেখে আসা বৈ ত নয়?

মন্ম। আমার বড় খোঁয়ারি হয়েছে ভাই, আমি যেতে পার্‌ব না।

চুনি। কি খাবে?

মন্ম। নম্বর ওয়ান্‌ একসা আন্‌তে বলে দাও।

চুনি। কে আছিস্‌ রে এদিকে আয়।

হরি। আমাকে বলনা, কি আন্‌তে হবে?

চুনি। তবে, এই চাবি নিয়ে, পাসের ঘর হতে দুট এক্‌-সার বোতল আন।

(চাবি হস্তে হরির প্রস্থান।)

মন্ম। যা বলি আর কৈ, হরে ব্যাটা খুব্‌ কাজের লোক, যে কর্ম্মে ফেলে দেও, শালা কিছুতেই পেচপাঁও নয়।

চুনি। সত্যি বাবা! সে দিন একটিও ফাউল কোথাও পাওয়া গেল না, ও দুপুর রাত্রে, কোথা হতে দশটা এনে জোগাড় করে ফেল্লে।

মন্ম। ব্যাটার, কোন কাজ আটকায় না, সব্‌ রকমে উপযুক্ত।

চুনি। ও থাকাতে অনেক কাজ পাচ্চি।

(হরির প্রবেশ।)

হরি। একসা ত পেলেম্ না ? কেবল এই ক্যাস্‌টিলিয়েন্ ছিল।

চুনি। ভালা মোর্ ধন ! তাই ত চাচ্ছিলেম্।

মন্ম। ক্যাস্‌টিলিয়েন টা আমার ধাতে সয় না, বড় গরম করে।

হরি। আমি সে দিন্ মরেছিলেম্ আর কি ?

মন্ম। কি হয়েছিল ?

হরি। ঘোবজার জেদে শরদির উপরে আদ্ বোতল টেনে, নাক্ এঁটে গিয়ে আর নিশ্বাস ফেল্‌তে পারি নে, মাথাতে জল ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে অনেক ক্ষণের পর তবে চেতনা হয়।

মন্ম। ও রকম্ কেসে, অনেকে মারা যায়।

হরি। (গ্ল্যাসে মদ ঢালিয়া চুনির প্রতি) কর্‌তা ইচ্ছে করুন।

চুনি। মন্মথকে দাও।

হরি। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, চুমুক মার, তেজ্ বেরিয়ে যায়।

চুনি। মন্মথ না খেলে আমি খাব না।

হরি। যাঃ শালারা (পান করিয়া) আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি। পরের হলেই ভাল হয়। কথাই ত আছে, প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ। তাই ত, এত রাত্তিরে

আবার বারাঙ্গনা কোথায় পাওয়া যায়। নাই বা নাম লিখনো হলো। ঘোষজা! একবার বাড়ির ভিতর খবর্টা দিলে হয় না?

চুনি। শালা! যার খাবি, তারি কুচ্ছ গাবি?

হরি। না বাবা! কুচ্ছু গাইনে। পরীবাদস্তথ্যঃ সত্য কথাই বল্চি। তবে প্রকাশে আর গোপনে।

চুনি। হরে! তুই ব্যাটা বেজায় পাজি।

হরি। আচ্ছা তাহাই স্বীকার। খা বাবা! এক গেলাশ খা।

চুনি। (হরির হস্ত হইতে মদ্য লইয়া মন্মথের প্রতি) মন্মথ! জাদু আমার, একরত্তি খাও।

মন্ম। সভার কথা শুনে মদ পরিত্যাগ কল্লে হয় না?

হরি। এ কি বাবা! বুড়ো বাপ মা পেলি, যে মনে কল্লেই পরিত্যাগ কর্বি। খা শালা! তোর চোদ্দ পুরুষ গয়ায় হাঁ করে আছে, তরে যাক। বাপ আমার, এক টিপ নেও। ঘোষজার আকিঞ্চনটা বিফল করো না।

মন্ম। দেও তবে। আচ্ছা খুড়ো! ছাড়িই না কেন?

হরি। ফের কথা?

(মন্মমথের মদ্যপান।)

চুনি। (হরির প্রতি) তবে এক গেলাশ আমায় দে। (মদ্য-পান করিয়া) কই তার কি হয়েছে?

হরি। (উচ্চৈঃস্বরে) ভোলা!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(হুঁকা হস্তে ভোলার প্রবেশ।)

চুনি। (ভোলার প্রতি) কেমন রে ব্যাটা! হাঁসটা কি পুড়েছে?

ভোলা। আজ্ঞে না, উড়ে গেছে?

হরি। শালা! পালক ছাড়ান হাঁস উড়ে গ্যাল।

ভোলা। আবার যে পালক উঠেছিল। তারি বদলে ছটা ব্যাঙ্ পুড়িয়ে রেখেছি, আনব কি?

হরি। ব্যাঙের মাসটা সুপথ্য। নে আয়।

(ভোলার প্রস্থান ও প্রবেশ।)

ভোলা। না, তাও কুকুরে নে গেছে।

হরি। আচ্ছা, কর্‌মে ব্যাটা কোথায়?

চুনি। কেন সে ব্যাটা কি এখন আসে নাই, অনেক ক্ষণ ত হোটেলে গেছে।

হরি। প্রসাদ্ করে আনবে, তবে ত হবে।

চুনি। (ভোলার প্রতি) শোডা, লিমনেড্ কোথায় রেখেছিস্?

ভোলা। আজ্ঞে, ও ঘরে আছে।

চুনি। শীঘ্র লয়ে আয়?

ভোলা। যে আজ্ঞে।

(ভোলার প্রস্থান।)

হরি। ভোলা ভোলা! আরে মল।

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই।

(ভোলার পুনঃপ্রবেশ।)

হরি। আর দ্যাখ্, অমনি গোটাকত ডাব্‌নার্‌কেল আনিস্।

ভোলা। (স্বগত) শুম্বুদ্ধি, বাবুর চেয়ে এককাটী বেশি (প্রকাশে) যে আজ্ঞে।

হরি। ভোলা।

ভোলা। আজ্ঞে করুন্।

হরি। চাচা ব্যাটা এসে থাকে ত শীঘ্র পাঠিয়ে দিস্।

ভোলা। (স্বগত) পরের মুণ্ডে দিয়ে পা, ছাতারে বলে আমার গাঁ। মাগির ভাএর চোট্ দেখ। ঘরে নড়ে হাঁড়ি, চড়্তে চান জুড়ি গাড়ি। শালা আমার! (প্রকাশে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

(প্রস্থান।)

হরি। চাচা ব্যাটা এখন আস্‌চে না কেন দেখ্‌দেখি? র টেনে টেনে পেট্ যে জ্বলে গ্যাল?

মন্মথ। সত্যি আজ্ কেমন কু ক্ষণে পা ব্লাড়িয়েচি, কিছু-তেই আর জমাট্ লাগ্‌ছে না। ফাউলটা এলেও যে পিত্তি রক্ষে হয়।

চুনি। অনেক ক্ষণ গ্যাছে, এল বলে, এস না কেন ততক্ষণ একটা গোপালে উড়ে ধরা যাক, উম্‌শে ব্যাটার গলা যেন কাঁশা।

এতসাধের বোন্‌পো আমার কি দোষে চাঁদ বল্লি মাসি।
বয়েসকালে কত শালা পড়্‌ত ঘুরে হেরে হাসি॥

হরি। কেত্তনের সুরে গাও।

চুনি। মেঘে সৌদামিনী খেলে কানু অঙ্গে রাধা মিশি।

মন্ম। বুড় শালা নিপোঁচ কালা তার পাশে কি এলোকেশী॥

চুনি হরি। বাহবা বাহবা, বেশ গেয়েছিস্।

(ডিস্ হস্তে ভোলার প্রবেশ।)

হরি। এই যে ভোলা এসেছে, ভোলা ভোলা বোম্ ভোলা।

চুনি। (ভোলার প্রতি) চাচা বেটা গেল কোথায়?

ভোলা। ডাক্তার খানায়?

চুনি। গেছে কি?

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই মাত্র গ্যাল।

(ভোলার প্রস্থান।)

মন্ম। কার ব্যারাম।

চুনি। সকলের।

মন্ম। সকলের ব্যারাম, ব্যাপারটা কি?

হরি। এ আর বুঝ্‌তে পাল্লিনে, বিষম ব্যারাম। বাবা! আজ কাল মাল অনেক তফাৎ হচ্চে, এবারে আমার কাছে চাবি রেখ।

চুনি। হ্যাঁ বাবা! ঠিক্ বলেছিস্। ভোলা ব্যাটা অনেক সরায়।

মন্ম। তবে আর দেরি কিসের, বাড়া ভাতে শক্র বাড়ে, ব্রাণ্ডীটে থাক্‌লে, আজ্ দু শ মজা।

চুনি। আজ্ ব্রাণ্ডীর নদী কর্‌ব, একটু পরে দেখ্‌বি এখন।

মন্ম। সে ত পরের কথা, এখন কি নিয়ে বশি?

হরি। সত্য, খালি ঐটের জন্যে কি আমোদটা বন্দ থাক্‌বে?

চুনি। আচ্ছা আনাচ্চি, ভোলা।

ভোলা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে তামাক নিয়ে যাচ্ছি।

মন্ম। আছে কি?

চুনি। বোধ হয় শোবার ঘরে একটা আছে?

হরি। তোমার বুঝি রাত দিন ফাঁক যায় না।

চুনি। শোবার সময় একটু খেয়ে শুতে হয়।

(হুঁকা হস্তে ভোলার প্রবেশ।)

ভোলা। (চুনির হস্তে হুঁকা দিয়া) আজ্ঞে, ডাক্‌ছিলেন কেন?

চুনি। ভোলা! আমার শোবার ঘরের মাথার দিকে তাকের উপর একটা বোতল আছে, শীঘ্র লয়ে আয়?

ভোলা। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান।)

মন্ম। ঘোষ জা! তোমাকে যে কি চক্ষে দেখেছি, তা বল্‌তে পারিনে। তোমার কাছে মনটী যেমন সন্তোষ হয়, লাক টাকা পেলে তেমনটি হয় না।

হরি। [স্বগত] ঘোষ জা যেমন লোকের মাথা খেতে জানে, এমন ত আর কেউ জানে না। ঘোষ জা যে কি লোক, তাত চিন্‌তে পার নি, পরে জান্‌তে পার্‌বে। [প্রকাশে]

সত্য, ঘোষজার বৈঠকখানার যে কি গুণ, তা এক মুখে কত বল্‌ব ; এলে মনের অসুখ থাকে না।

(বোতল হস্তে ভোলার প্রবেশ।)

চুনি। মনমত এইবারে তোমার সেই গীতটী গাও।

মন্ম। যে আজ্ঞে ?

রাগিণী ভৈরবী।—তাল পোস্ত।

ও মা সুরা নিরাকারা মজ বাবা ইয়ারেতে।
এক গ্ল্যাসে কর বাদ্‌সা, মুরগী এসে পড়ুক পাতে।
যখন টানি নম্বর ফাষ্ঠ, দূরে যায় সব কষ্ট,
গোলাপীতে রংবিরঙে, রাজা মারি রেতে রেতে।
হলে গো তোমার খেঁায়ারি, সব্‌ কাটে ধানেশ্বরি,
কড়াই মুড়ি মিষ্টি ঝাঁটা, সুধাসম চিবুই দাঁতে॥
যখন নেসায় কাম্নে থাই, শুলে অমনি স্বর্গে যাই ;
বমেটে প্রাণপ্রিয়ে এসে মুখ চাটে দাঁড়িয়ে বুকেতে।
নুরদমায় সরকারি ছেলে, পাহারওয়ালায় নে যায় তুলে,
আছে বাবার বালাখানা, ডু শ মজা জেলখানাতে॥

চুনি। সাবাস্‌, বাবা ! তুই না এলে কি আমোদ হয়, এতক্ষণ জুজুর মত বশেছিলেম্‌; তুই এসে আসোর গরম করে নিলি।

হরি। বাবা! মন্মথের গলাটি কেমন তা বল, কোকিল পুড়িয়ে না খেলে এমন গলা হয় না।

চুনি। গা বাবা আর গা?

মন্ম। আচ্ছা গাই।

রাগিনী ঝিঁঝিট।—তাল পোস্ত।

ধন্য রে শ্বেত মানুষ তোদের বিলিতি জলে।
আমি আস্‌মানেতে উড়াই গাড়ি পেলে বোতলে॥
এক ডোজেতে হয়ে নবাব, হিন্দি ভিন্ন কইনে জবাব,
বাপ্‌কে বলি ওয়েল সহিস যাব হোটেলে॥
ফাউল বিনে হয় না রুচি, গোস্ত কাবাব খেয়ে বাঁচি,
হরে খুড় তায় জোগাড়ে দ্যায় মদ ঢেলে।
মাগ্ বেটি বাঙ্গালির মেয়ে, সেজে গ্যাছে ড্যামিজ হয়ে,
তারে এবার দান করেছি চাকরের কোলে।
ত্বরা করে নে আয় হরে, খেয়ে মেজাজ্ যাক্ রে ফিরে,
আরল্‌কে আজ্ মারতে হবে ধুলায় গা ঢেলে।

চুনি। বেস্, বেস্, (মন্মথের দাড়ি ধরে) সোনার চাঁদ আমার! ইচ্ছে করে তোরে কোলে করে নাচাই।

হরি। নাচাও না, আমি দড়ি ধর্‌ব এখন।

মন্ম। দূর ব্যাটা, আমি কি বানর।

হরি। তুমি নয় বানর, নয় মানুষ, মধ্যে একটা যা হয় ধরে নাও।

মন্ম। ত্রিশঙ্কু হলো আর কি?

চুনি। নাও বাজে কথা রাখ, এসো আরম্ভ করা যাক্ (স্বগত) মা, কালি, কুলকুণ্ডলিনি মাগো! কবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বে।

মন্ম। (এক গ্ল্যাশ ব্রাণ্ডী ঢালিয়া) দুনিয়মে খোদা যে কি চিজ্ পয়দা করেছেন্, তা আমরা জানি, আর তিনিই জানেন, এর উপরে শালারা কি না লেকচার ঠোকেন, লজ্জাও করে না। আরে শালারা আজও যখন তোদের পশুজন্ম ঘুচ্‌ল না, তখন ত তোরা পশুরি সঙ্গে গণনীয়, তোরা আবার মানুষ? আস্‌লো আবার একটা পাখী।

চুনি। তাই ত, কোন্ লজ্জায় ব্যাটারা আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আসে; আজ্ ভাল করে শেখাতে হবে। (গ্ল্যাশে মদ ঢালিয়া হরির প্রতি) হরে খুড়ো! নে বাবা, শীঘ্র টেলে বুক্ ভরে উৎসাহ দ্যাখা। আজ্ ব্যাটাদের ভ্রুকুটি ভাঙ্‌ব। বাবা মন্মথ! তৈয়ারি হও।

মন্ম। আমি যাব না।

চুনি। হুঁঃ তুমি না গেলে কি হয়ে থাকে?

মন্ম। যা বল কও, শারদার জ্যাঠামি প্রাণে সইবে না।

চুনি। আমার সাম্‌নে জ্যাটামি কর্‌বে? কখনই না।

মন্ম। আমি বল্‌ছি, তা হলে কিন্তু খণ্ডপ্রলয় হবে।

হরি। যাওয়া যদি হয় তবে আর রাত করে কাজ নাই, এই বারে চল।

চুনি। সেই ভাল, এখন ষ্টপ করা যাক্, এসে আবার লাগা যাবেক্, এর উপরে টান্‌লে, আর যাওয়া হবে না।

হরি। মতে আজ কোথায় ভিড়েছে ?

মন্ম। কার মন্দিরে উঠে আছে।

চুনি। মতে নাকি আমার নামে নিন্দে করে ব্যাড়াচ্ছে, দ্যাখা পেলে ভাল করে শেখাতে হবে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(সৌদামিনীর শয়ন ঘর।)

সৌ। (মালা গাঁথতে গাঁথতে স্বগত) মর্, এ ফুলগুণর বোঁটা সক্ত দেখ, আমি আর পারিনে, গোলাপ আজ্ গ্যাল কোথায়। এলে যে দুজনে পড়ে গেঁথে ফেল্‌তেম্।

(রমণীর প্রবেশ।)

রম। কি লো, আজ্ যে বড় মালা গাঁথ্‌বার ধুম, কারণটা কি?

সৌ। (রমণীকে দেখে) তবু ভাল আশার অর্দ্ধেক ফল, এই ভাই, আজ এক ব্যাগারে পড়েছি।

রম। কার ব্যাগার ?

সৌ। আর কার, সারদার, কেন তুমি কি কিছু জান না?

রম। কৈ না।

সৌ। ও মা, সারদার যে বিয়ে।

রম। (হাস্য মুখে) বেস ত, কার সঙ্গে ?

সৌ। তা বল্‌ব কেন।

রম। (হাস্য মুখে) বল না ভাই, আমি ত আর ভাঙ্গচি দেবো না।

সৌ। বিশ্বাস কি ?

রম। আমার কথায় বিশ্বাস হয় না ?

সৌ। কেমন করে হবে ?

রম। আচ্ছা আসোর হবে কোথা ?

সৌ। তোমাদের বাড়ি।

রম। বরের বাড়ি আসোর ?

সৌ। আজ কাল সব উল্টা। এখন ত কনের অভাব নাই। এক জন বর যদি আসোর করে নে বস্‌তে পারে, তা হলে কত কনে ফুলের মালা হাতে করে চাদ্দিকে ঘুরে বেড়ায়।

রম। তাই বুঝি মনের আমোদে পদ্ম ফুলের মালা গাঁথতে বসেছ ?

সৌ। কিন্তু ভাই, সারদা শুক্ল পদ্ম বেচে মালা গাঁথ্‌তে বলেছে।

রম। তার মানে কি ?

সৌ। আরসি নে মুখখানি ত দেখ্‌লেই হয়।

রম। ওঃ—তাই বল্‌চ। এতে আমার মুখ শুখবার কারণ কি ? সখীর সুখের কথা শুনে কোথায় আমোদিত হব, না হয়ে মুখ শুখবে ? কিন্তু ভাই একা তুমি দুজনের মন রক্ষা কেমন করে কর্‌বে ? তাই ভেবেই অস্থির হচ্চি।

সৌ। সে ভাবনা পরে ভাববে এখন। এখন এস দুজনে মালা গাথি।

রম। (সহাস্যে) যার বোঝা সেই ওলাবে, আমি কেন ছোঁব।

সৌ। তুমি না গাঁথ্‌লে কি হয়ে থাকে? সারদার কর্ম্ম, অন্যের নয়।

রম। তোমাকে ভাল বেসে দেছেন, তুমি গাঁথ্‌লে যেমন হবে, আর কেউ গাঁথ্‌লে কি তেমন হয়?

সৌ। কেন আমি গাঁথলে কি হয়?

রম। মনের কপাট খুলে যায়।

সৌ। তাতে আমার কি হবে?

রম। তোমার গলায় সেই মালা দেবে।

সৌ। তা হলে সই কি আস্ত রাখ্‌বেন?

রম। সই আর কি কর্‌বে?

সৌ। এইবারে ভাই ধরা পড়েছ, মনটী কোথায় রেখে সারদাকে আমায় দিচ্ছ, বল দেখি?

রম। যেখানে থাক্‌বার সেই খানেই আছে।

সৌ। তবে আর ত ফিরে পাবে না।

রম। কেন?

সৌ। মনসাধে যার করে করিয়া যতন।
জীবন যৌবন মন করেছ অর্পণ॥
নাহি তাহে অধিকার এখন তোমার।
ফিরিবে না আর বোন্ ফিরিবে না আর॥

রম। নয় সবশুদ্ধই তোমার হলো।

সৌদামিনী, রমনীর চিবুক ধারণ করিয়া,—

রমণী পদ্মিনী যেন, সারদা তপন।
সে তোমার, তুমি তার, যতনের ধন ॥

রম। (স্বগত) সইএর কথা শুন্‌লে শরীর জুড়য়। (প্রকাশে) আমরি, এখন এস যাই, দেরি কর্‌লে দেখ্‌তে পাব না।

সৌ। মালা না গেঁথে কি যাওয়া হয়?

রম। মালা গাঁথ্‌লে আজ আর যাওয়া হয়েছে।

সৌ। কেন, এর মধ্যে কি দ্যাখা ফুরিয়ে গেল?

রম। তা বল্‌ছিনে, যে ভাই তোমার সক্ত ফুল!

সৌ। এই ফুলগুলি কেমন দেখ দেখি।

রম। তা আর হবে না, নাম যে ফুল-কুলেশ্বরী।

সৌ। ভাল জিনিষের ভাল নাম থাক্‌তে মন্দ নাম কি শুন্‌তে ভাল লাগে।

রম। তবে কি বল্‌ব, কমল?

সৌ। দেখ দেখি শুন্‌তে কেমন হলো।

রম। আচ্ছা, আমি একটা ত্রিপদি বলি, আরো শুন্‌তে ভাল হবে।

অবলা সরলা বালা, কি হেতু কমল মালা,
কার তরে সমাদরে পুষ্প হারে গাঁথিছ।

সৌ। দিব্বি গো তার পর?

রম। (কিঞ্চিৎ ক্ষণ ভাবিয়া)—

বিরলে একাটি বসি কার লাগি ভাবিছ ॥

সৌ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর কি ভাব্‌বো বোন্! সংসারে কাল সুরা ঢুকে একেবারে সৃষ্টি খেলে, মন্মথের অবস্থার কথা মনে কর দেখি।

রম। সত্যি ভাই মন্মথের আগের অবস্থার সঙ্গে এখন তুলনা কর্ত্তে গেলে অন্তঃকরণ বিষাদে পুড়্‌তে থাকে।

সৌ। হায়! সুরা যাকে একবার স্পর্শ করে, তার দুর্গতির সীমা থাকে না, মান হানি, ধন হানি, বন্ধু বিচ্ছেদ প্রভৃতি যন্ত্রণা সকল অচিরাৎ তাকে সহ্য কর্‌তে হয়।

রম। সুরা সেবন করে ঘোষেদের এত বড় যে ঘরটা একেবারে মজে গেল। আহা! কাল একটী গেছে, আজ আবার আর একটী কতক্ষণে যায়।

সৌ। সুরেশ কেমন আছে?

রম। সেই কথা ত বল্‌চি, পেটের ভিতরে সেটা নাকি পচে গিয়ে পুঁজ হয়েছে, মাগির আর কেউ নেই।

সৌ। আহা! গত বৎসর স্বামীটা ঐ রোগে গেল, দুটি ছেলের মুখ চেয়ে মাগী সে শোক ঝেড়ে ফেলে ছিল, বছর না পেরুতে তাও ফুরুলো; হায়! পতঙ্গ দাহনের মত কেন যে লোক ইচ্ছা করে এ সুরা আগুণে পুড়ে মরে, তা বল্‌তে পারিনে।

রম। আবার আর এক কথা শুনেচ, বেচু বামনের বড় ছেলে কাল রাত্তিরে মদ খেয়ে তার স্ত্রীকে কেটে ফেলেছে।

সৌ। উঃ মাগো, এক মদে যে সব ছার খার কল্লে, কি জন্যে কাট্‌লে?

রম। মদ খাবার জন্যে হাতের বালা চেয়েছিল, তাই দেয় নাই বলে।

সৌ। এ সব দেখে শুনেও লোকের চৈতন্য হয় না, এঁরা কি সাধ করে সভা করেছেন।

রম। সভা করেও যে বিশেষ কোন ফল লাভ হয়, এমন ত বোধ হয় না। কারণ সকল বড় লোক প্রায় এদিকে, কেবল ওদের কোপে পড়্‌তে হবে। ডাকাতের কাছে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের কথা কইলে ভাল ফল হওয়া দূরে থাক্, হয় ত যে উপ-দেশ দেয়, তার প্রাণ নে টানাটানি হয়ে উঠে,—

সৌ। সত্যি কথা। আর দেখেচ, লোকের স্বভাব কি চমৎকার! ভাল মন্দ কিছু বুঝ্‌তে চায় না, এক জন বড় লোক যে দিকে যায়,—

রম। আমিও ত ঐ কথা বল্‌ছিলেম, ঘোষেদের সুরেশ ঐ জন্যে ত খারাপ্ হয়ে মারা পড়্‌ল, আগে কেমন ছিল, তাত শুনেছ ভাই।

সৌ। তা আর শুনিনে, রূপে গুণে সুরেশ ও মন্মথ হতে আর কে ও পাড়ায় ভাল ছিল, যেমন দশ জনে তখন ভাল বলে সুখ্যেৎ কর্‌ত, তেমনি খারাপ হয়ে দুজনেই বয়ে গ্যাল।

রম। সুরেশ কখনই মন্দ হত না, যদি সেই সাহেব এসে না জুট্‌ত।

সৌ। কোন্ সাহেব?

রম। ওমা তাও শোন নি?

সৌ। কৈ না।

রম। সুরেশের বাপ মর্‌তেই একজন সাহেব যে রোজ যাতায়াৎ করেছিল।

সৌ। তার পর?

রম। তার পর দিন কএকের মধ্যে সুরেশকে সাহেব করে ফেলে; সেই পোশাক্, সেই টুপি; সুরেশের সবই সাহেবের মত হয়ে উঠ্‌ল।

সৌ। কি লজ্জার কথা; বাবুর দিনকতক সাহেবের সঙ্গে বেড়িয়ে তাদের আচার গুলি শিখ্‌তে গিয়ে আগে তাদের কু-আচার গুলি শিখে ফেলে ভূত হন।

রম। আচ্ছা মন্মথকে আগে মদ খাওয়াতে সেখায় কে?

সৌ। বাবুর বৈঠক খানায় যাওয়া আসাতেই মন্মথের এই দশা ঘটেছে।

রম। ওর সঙ্গে যারা আগে পড়্‌ত, আহা তারা এখন মানুষ হয়ে কত টাকা উপায় কচ্চে।

সৌ। বাবুদের কি যে মাথা মুণ্ডু কোট্ হয়েছে, তা বল্‌তে পারিনে; চাক্‌রি কর্‌ব না, কেবল মদ খাব।

রম। তা করে কেমন করে, তা হলে ত পোড়ার মুখদের সঙ্গে ইয়ারকি হয় না; ঐ পোড়ারমুখ ত ওকে খেলেন। আর দেখ বোন্, শেষে ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে তবে ছাড়বে।

সৌ। ঘুঘু চরাবারই বা বাকি রেখেছে কি; যে কালে মদ ধরিয়েছে, তখন ত আর বাকি নেই, ওতেই ওর সর্ব্বসান্ত হবে; ভাই যে ওর মায়াতে পড়ে, তার কি আর নিস্তার আছে? কত রকম যে মহীর মায়া জানে, তা বল্‌তে পারিনে। শুনেছি

মুখে এক রকম, পেটে আর এক রকম, ওর যে হৃদয় কিসে নির্ম্মিত, তা ঈশ্বরই বল্‌তে পারেন।

রম। বড় গিন্নির কথাটা মনে হয়?

সৌ। আহা! সে কথা মনে কর্ত্তে গেলে বুক ফেটে যায়।

রম। কিন্তু পোড়ারমুখো তার কথা একবার মুখেও আনে না।

সৌ। হুঁঃ মুখে আন্‌বে? যে ছোট গিন্নি! আর শুনেছ; ছোট গিন্নি যে আজ কাল্ আরমানী বিবি, বাবুর সঙ্গে সব চলে।

রম। সত্যি না কি?

সৌ। তা না ত কি; যেমন কর্ত্তা তেমনি গিন্নী।

রম। মুখে আগুণ, সাত জন্ম যদি বিধবা হয়ে থাক্‌তে হয়, সেও ভাল, তবু যেন অমন স্বামীর স্ত্রী না হতে হয়।

সৌ। তুমি ত এই বল্‌ছ, কিন্তু বাবুর নামে ছোট গিন্নির মুখ্ দিয়ে নাল কাটে।

রম। কিন্তু এদিকে আবার এসব কি শোনা যায়?

সৌ। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

পতির সম্মুখে যারা পতি বই জানে না।
অন্তরে পতির নাম মুখেতেও আনে না॥
পতিকাছে সতীসাধ্বী পতিমাত্র ধন।
গোপনে অন্যকে মন করয়ে অর্পণ॥

রম। যাক ও হতভাগিনীর কথায় আর কায নেই, এখন চল যাই।

সৌ। চল যাই, এই হয়েচে। আজ সভায় কি রকম বক্তৃতা হয়, শুন্তে হবে।

রম। কিস্কিন্ধ্যে কাণ্ড না হলে বাঁচি।

সৌ। কোন্ দিক্ থেকে দেখ্‌বে বল দেখি।

রম। পূর্ব্বদিগের জান্‌লা দিয়ে বেস দেখ্যা যাবে।

সৌ। সভাটা হবে কোথায়?

রম। দালানে।

সৌ। তবে চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

স্থুরানিবারিণী সভা।

সারদার বাটীর দালান।

এক পার্শ্বে সারদা বসন্ত ও কেদার,

অন্য পার্শ্বে হরি মন্মথ ও চুনি প্রভৃতি উপবিষ্ট।

চুনি। কি হ্যাঁ তোমাদের এখানে পান তামাক কিছুই নাই, কেবল কি গোটাকত আলো জ্বাল্‌লেই বড় সভা বল্‌তে হবে।

সার। মহাশয়! এখানে ত সেরূপ আয়োজন কিছু করা হয় নাই।

চুনি। এখনি ত কর্‌লেই হয়। তোমার বাড়ীর ভিতর কি দুট পান কি এক ছিলিম তামাক নাই?

সার। মহাশয় সভাস্থলে আমরা ওরূপ পান তামাকের চর্চ্চা করি না।

মন্ম। তবে মদের চর্চ্চা হয়ে থাকে?

সার। কি বল, যার নিষেধের জন্য সভা, তারি চর্চ্চা?

হরি। সারদা বাবু! বিষস্য বিষমৌষধম্। মদ ছাড়াতে যদি আগ্রহ থাকে, তা হলে, অগ্রে মদের আবশ্যক।

সার। আমাদের হরিবাবুর বিধেনগুলি মুখাগ্রে।

হরি। কিছুই যদি নেই, তবে কিসের সভা? কত কত মজ-লিস দেখ্‌লেম, কই কোথাও ত পান তামাক বন্দ দেখি নে, বাবু! সেদিন সেই রাধাকান্ত দেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সভা হয়, তাতে ত গিয়েছিলেন? সহরের যাবদীয় বড় লোক সেখানে, তামাকের ওপর তামাক, ডাক্‌তে দেরি সয় না।

চুনি। সে এক কথা, কিসে আর কিসে!

মন্ম। আমাদের যে এখানে এত আগ্রহ করে আনা হলো, কৈই তার কি হচ্চে?

সার। তাই বল্‌চি। মন্মথ বাবু! এই ত এত লোক এখানে আছেন, কিন্তু যারা মদ খায়,—

চুনি। কি অপমানের কথা! যারা মদ খায়? যারা ছোট লোক, ভাত হজম কত্তে পারে না, সে ব্যাটারা মদের কি ধার ধারে? যাঁরা বড় লোক, পয়সা আছে, তাঁরাই মদ—সুরা সেবন করে থাকেন। সুর মানে দেবতা, সুরা মানে দেবতার স্ত্রী। অল্প ভাগ্যে কি ওসব হয়ে থাকে?

হরি। সে কালে অসুরের ভয় হলে যত দেবতাদের শক্তি একত্র করে বিশ্বকর্ম্মা সুরার সৃষ্টি করেন। তার পর দেবতাদের পাপে সুরার লোপ হয়, আবার সমুদ্র মন্থন কালে ধন্বন্তরি সুরা ভাণ্ড হাতে করে উত্থিত হন। সত্যকালে এর নাম অমৃত ছিল, কলিতে সুরা হয়েছে।

সার। ভাল, তা বুঝেছি, কিন্তু যারা মদ খান, তাঁদের হতে এই সকল লোক কিসে অসুখী?

মন্ম। এই কথা! যারা—

হরি। থাক্ থাক, আমি বল্‌চি।

চুনি। থামো হে থামো, আমি বলি, নাই অসুখী হলো?

মন্ম। ওদের মনুষ্যজন্ম বৃথা।

হরি। যারা মদ খায় নি, তাদের আবার সুখাসুখ কি? চতুস্পদ খুর লাঙ্গুল বিশিষ্ট যে গরু—

চুনি। শিংটে ভুলে গ্যালে।

হরি। তারা মানুষ হলো কবে? তা অসুখী? যাদের সুখাসুখে জ্ঞান নাই, তাদের জন্মই বা কেন?

মাতুরুচ্চার এব সঃ।

তেনাম্বা যদি সুতিনী, বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি।

সারদা বাবু! যে মদ খায় নি, মদের আস্বাদ পায় নি, মদ্য-পান-জনিত অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বরিক আনন্দ উপভোগ করে নি, তার পৃথিবীতে থাক্‌বার আবশ্যক কি?

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্।

বিস্তীর্ণ বন জঙ্গল ত পড়েই আছে, সেখানে জ্ঞাত কুটুম্ব হরিণ বরা থাকতে এ রাজভোগ্য নগরে কেন? নগরে পশুর বাস!

মন্ম। বেঁচে থাক্ বাবা, একশ বত্রিশ বচ্ছর প্রমাই হক। (হরির মস্তকে আপনার পদধূলি প্রদান।)

চুনি। বাবা হরি! এবার তোর মেগের শ্যাকা শাড়ী বেচে ঢ্যাকাই সাড়ী কিনে দেব। সে যেন সাতজন্ম এইস্ত্রী থাকে,

তোকেও যেন সাত জন্ম আর মত্তে না হয়। মন্মথ! হরি আমা-দের সভা-উজ্জ্বল। এক চন্দ্রো বকো যথা—

মন্ম। তা বল্‌তে, একশবার বকো যথা।

সার। আপনারা যে আপনাদের কথাতেই মত্ত। আমরা আর একটা বলি শুনুন।

মন্ম। যে আজ্ঞা, এই হাত পা যোড় কল্লেম, বলুন।

কেদা। দেখ, ঘাড়ে পড় না।

চুনি। হরি! মত্ত মানে না মাতাল?

হরি। হ্যাঁ।

চুনি। কি আমাদের মাতাল বলে?

সার। একি হতে পারে? যে কথা আপনাদের কেউ বল্‌তে পারে না, আমি সেই কথা আপনাদের বল্‌ব।

চুনি। তাই বল।

সার। আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

মন্ম। কি বাবা?

সার। আমি বল্‌চি মদ্রিকা সেবন এদেশস্থ লোকের উচিত কি, না?

মন্ম। তা আবার একবার করে বল্‌ছ, একশত বার উচিত।

সার। কি জন্য, তার প্রমাণ দর্শান।

হরি। শত শত প্রমাণ দিতে পারি।

কেদা। আচ্ছা তাই আগে একটা শুনিয়ে দিন্ না।

হরি। বাবা ব্রাহ্মণের উপরে স্পষ্ট বিধি রয়েছে, আমরা ত এক পৈটে নিচে আছি, যথা,—

ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ম্বদে।
ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি পাণাদিকং চরেৎ॥

যে সে দেবতা নয়, স্বয়ং শিবের উক্তি।

চুনি। জিতা রও বাবা, জিতা রও।

সার। এ ব্যবস্থা কোথায় পেয়েছেন্;

হরি। কেন তন্ত্রে লিখ্‌ছে?

সার। কার প্রতি কে বল্‌ছে; বলুন দেখি।

হরি। কার প্রতি কে বল্‌বে, স্পষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে।

সার। আপনারা বুঝতে পারেন নাই, মহাদেব দুর্গাকে মদের বৃত্তান্ত বলে, শেষে দোষ দেখিয়ে গ্যাছেন, আপনি তারিরি মধ্যে খানিকটে বল্‌চেন্।

হরি। খানিক্‌টেয় এই, তবু সব বলিনে। সারদা বাবু! হরিদাস বিধেন ছাড়া কাজ করেন না। আরো এই দেখ,—

"নয়নাণ্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে,
অসতি ত্বয়ি বারুণামদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা।"

চুনি। বাবা মদের কত গুণ, যে খেয়েছে সেই জানে।

হরি। মদে অচিরাৎ শরীরে বলাধান করে।

সার। সুরা মনুষ্যের বলকারি, এ কোথায় শুনেছেন্।

চুনি। শুন্‌ব কেন, ইংলিসদের দৃষ্টান্তে জান্‌ছি।

সার। তারা কোথাকার লোক?

চুনি। আমরা কোথাকার লোক ?

সার। আপনারা উষ্ণপ্রধান দেশের লোক, তারা হলো শীতপ্রধান দেশের লোক, তবু আজ কাল ইংরেজের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি মদ খাওয়া ছেড়ে দেচে।

হরি। সুরা সেবনমাত্রেই বলবান্।

সার। (স্বগতঃ) তাত দেখ্‌তেই পাচ্চি, শরীরটী যেন ছিটে ব্যাড়ার ঘরকন্না। (প্রকাশে) সেটা আপনাদের মস্ত ভ্রম।

মন্ম। কি ভ্রম, খেয়ে দ্যাখ না; কত চড়িচোট্ মজা আছে। বাবা নিমে শুড়ির পাকা খাতার কালী এখনও শুখয় নাই।

সার। আমরা ত আর পাগল নই যে মুখে যা আস্‌বে, তাই বলে বস্‌ব।

হরি। কিহে সারদা বাবু! মদ্রিকা সেবন কিসে অবৈধ, প্রমাণ দেখিয়ে দুষা মার না, পীট পেতে দেব এখন।

সার। তা যদি না পার্‌ব, তবে আর এসব্ জোগাড় করেছি কেন। (পুস্তক হস্তে হরির প্রতি) আগে এইটে পড় দেখি, বিলাতের এই বড় বড় ডাক্তরগুল কি বলে।

মন্ম। ড্যাম্ দি ডেভিল, ও ওমন অনেকে বলে থাকে।

হরি। রাত্রে আমার নজর চলে না;

বস। চশমা এনে দেব।

হরি। বাঙ্গালা কিছু থাকে ত বল না।

সার। কত চাও, এই সাধারণের পক্ষে বল্‌চে ;—

মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্যম্।

হরি। এর অর্থ বুঝ্‌তে পেরেচ? আর কেন যে এ বেদে লিখিত হয়, তার গল্প জান?

সার। না।

হরি। বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্ব প্রথম এক বোতল মদ তৈয়ের করে মহাদেব দেবতার প্রধান বলে, তাঁরে ঐ বোতল সওগাদ দেয়। মহাদেব খানিক পান করে ওতে যে কত সুখ, তা বুঝ্‌তে পারেন। এই সময় বালখিল্য মুনিরা সেই গাছের শেকড় ধরে ঝুল্‌চেন। হঠাৎ দৈববাণী হলো, যদি আজ এই মুনিদের মাথায় মদের ছিটে দেওয়া হয়, তা হলে এখনি ওঁরা উদ্ধার হয়ে যাবেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা সেই কথা শুনে মহাদেবের কাছে এসে হাজির। মহাদেব তখন বাকি টুকি গেলাশে ঢেলেচেন। দেবতারা এসে তাই চাইলেন, তাইতে মহাদেব বল্লেন, মদ্যমদেয়ং এ আমার অতি আদরের ধন, কখনই দিতে পারি না। দেবতারা বল্লেন, তবে কি আপনি পান কর্‌বেন, মহাদেব বল্লেন, অপেয়ং পান কর্‌তেও পার্চ্চিনে, অর্থাৎ এইটুকু ফুরুলে ত আর পাব না। দেবতারা মুখ্যু, আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন, যদি খাবেন না দেবেন না, তবে কি ফেলে দেবেন? মহাদেবের পাঁচটা মাতা এক কালে শিউরে উঠ্‌লো বল্লেন, মদ্যমনগ্রাহ্যম্। এমন দ্রব্য! একে কি এরূপে নিগ্রহ করা যায়। এই জন্যেই মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্যম্ এই কথার সৃষ্টি হয়। সঙ্গে ব্রহ্মা ছিলেন, তৎক্ষণাৎ পেন্সিল দে টুকে নেছিলেন বলে বেদের ভিতর একটা কথার মত কথা বসেচে। না হলে কি বেদ কেউ দেখ্‌ত?

সার। হরিবাবু! যা মনে আস্‌চে তাই যে বল্‌চেন?

হরি। এইত পড়েই আছে, আমি কেন, যার বেদে দৃষ্টি আছে, যারা রসিক মানুষ, তারাই বল্‌বে। ভাল এত কেটে গ্যাল, আর কিছু আছে?

বস। (সারদার প্রতি জনান্তিকে) বৃথা বাক্‌ বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, আমাদের উদ্দেশ্য যা। তারির প্রস্তাব কর, যদি সফল হয়।

সার। মনমত বাবু! চুনি বাবু! আপনারা এ দেশের বিভবশালী ব্যক্তি, গুণবান্‌, বিদ্বান। সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনাদিগের নিকট আমরা কি ব্যবস্থা দিতে পারি, না বিচার করে উট্‌তে পারি, ক্ষুদ্র কীট কি অপার জলধি উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হয়? কখনই না। তবে আমাদের প্রার্থনা আপনারা সুরাত্যাগ করে অদ্য সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন, আমাদের সকল শ্রম সফল হক, আপনাদিগের ন্যায় মহাশয় ব্যক্তিরা সভার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ কর্‌লে, আর কে এতে উৎসাহ দানে সমর্থ হবে, আর কারে নিয়ে বা সভা হবে?

হরি। বিচারে হারাও, হারিয়ে ঢুষা ধরে মার্‌লেও ভাল ছিল, দাম্‌ কাট্‌তে পারবনা বড় কৈটী খাব, ব্যবস্থায় পার্‌বেনা কিন্তু—

চুনি। বিনা দোষে সুরা ত্যাগ! অগ্রে দোষ দেখাও, পরে বিবেচনা করা যাবে।

হরি। "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্‌।" কি দোষে সুরা ত্যাগ কর্‌বো। অনন্ত শত মুখে এর গুণ ব্যক্ত কর্ত্তে না পেরে শেষে এর গুণ মর্ত্ত্যলোকে জাহির কর্‌বার

জন্যে বলরাম রূপে এসে জন্ম গ্রহণ করেন। যে প্রেমিক, সেই সুরার আস্বাদন জানে।

বস। মহাশয়! আপনি যা বল্‌বেন, তাই শোভা পাবে, কারণ আপনারা বড় লোক, বয়সে জ্যেষ্ঠ, আপনাদিগের সঙ্গে তর্ক করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু বিবেচনা করে দেখ্‌লে, সুরা আমাদের পক্ষে যে কত দূর অপকারক হয়ে উঠেছে, একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ কর্‌লে জান্‌তে পারেন, পান দোষে কত শত বিদ্বান ধনবান ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হচ্চে, ঐ পাপিয়সীর জন্য কত শত পরিবার অকুল পাথারে ভাসে্চ, অদ্য যে স্থান ঐশ্বর্য্য মদে উল্লসিত হয়ে আছে। মনোহর অট্টালিকা সকল দাস দাসী পরিবৃত হয়ে লোক লোচনের আনন্দ প্রদর্শন কর্চ্চে, সদত আমোদে উল্লসিত হচ্চে, কিছু দিন মধ্যে সুরাপিশাচীর দুর্নিবার আক্রমণে সে সমস্ত একেবারে উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। সুরা পিশাচী সর্ব্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত থাকে না। শেষে অমূল্য অতুল্য জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করে; চুনিবাবু! আপনারা যদি এই ভীষণ, ভয়াবহ বস্তু পান হেতু সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তবে সামান্য ব্যক্তিরা যে সহজে এ কাজের অনুবর্ত্তী হবে, তার আর সন্দেহ কি? আমার মতে আপনারা এই সভার উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক সভার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন।

চুনি। মন্মথ ওঠ হে! আর এ স্থানে থাকা নয়, বার বার এক কথা, আমাদের আহ্বান কি এই জন্যে হয়েছে।

বস। মহাশয়! এমন কথা বল্‌বেন না; আপনাদের পদার্পণে সভা আজ আলোকিত হয়েছে।

সার। (কেদারের প্রতি জনান্তিকে) দলবল সমেত মিত্রবর সুগ্রীবের আগমন, এতে সভা ত সভা, রাবণের সেই সোণার অট্টালিকা অবধি আলোকিত হয়েছিল।

কেদা। মন্মথ বাবু! আপনাকে একটী সই কর্‌তে হবে?

মন্ম। আঃ বাঁচালি ভাই! না হবে কেন? সম্বন্ধটা কেমন? ওরা না হলে এমন প্রাণ জুড়ুনে কথা বলে কে? হাতচিটে নে এস, সই করে দিচ্চি, দুটো ব্রাণ্ডি আর একটা শ্যাম্পিন্‌ চাই।

বস। মদের খাতায় ভিন্ন আর কিছুতে সই কর্‌তে বুঝি শেখা হয় নাই?

কেদা। মা সরস্বতী দিব্বি দেছেন, "বাছা! যত দিন ভিটের ফোঁটা কাটবার মাটি অবধি লোপ না পায়, ততদিন কয়লা ও মদের খাতা ভিন্ন আর কোন সাদা কাগজে কালীর আঁক অবধি পেড় না।" মন্মথ বাবু মনে করে দেখ দেখি! কি ছিলে কি হয়েচ? এখনো চৈতন্য হলো না? এর পর যে ভিক্ষে করে দিন্‌ গুজরান্‌ কত্তে হবে।

মন্ম। সে সব বিষয়ে তোমার লেকচার দেবার আবশ্যক নাই; আমার ইচ্ছে আমি মদ খাব, আমার বাপের বিষয়, আমি উড়িয়েছি; তা তোমার কি?

কেদা। আচ্ছা তা যেন হলো; শরীর ক্রমশঃ কি হচ্চে একবার চেয়ে দেখ দেখি; এই সে দিন শান্তিপুরে গিয়ে কতক্‌টা শুধরে এসেছ।

চুনি। কিহে কেদার, তোমাকে সে দিন হতে দেখ্‌লেম,

গলাটিপ্‌লে এখন দুধ বেরয়, তুমিও যে দেখ্‌তে পাই একজন মন্দ নও।

কেদা। মহাশয়কে আমি ত কিছু বল্‌ছিনে, মহাশয় চটেন কেন? আপনারাই ত মন্মথবাবুর মাথা খেয়েছেন।

চুনি। কি পাজি? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস? আমাকে চিনিস্‌নে, আমি কে, কিছু বলিনে বলে এত বাড়িয়েছিস্; আমি মনে কর্‌লে না কর্ত্তে পারি কি?

সার। চুনি বাবু? আপনি অসঙ্গত বাক্য একশ বার উচ্চারণ কর্‌বেন না। আমরা আপনার অধীনস্থ প্রজা নই, যে, আপনি যা ইচ্ছা তাই বল্‌বেন, আপনি জানেন, এ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট।

চুনি। এই ইংরেজের রাজ্যে থেকে, তোদের কর্ত্তা পক্ষরা বড় পেরেচে, তা তোরা ত সেদিনকার ছেলে। সাবধান হয়ে কথা বার্ত্তা কস্, তোদের জব্দ কত্তে বিস্তরক্ষণ লাগে না।

বস। (উঠিয়া) চুনি বাবু! চিরদিন একভাবে যায় না, আমাদের এই সামান্য বয়েস, এর মধ্যেই কত দর্প কত অহঙ্কার দেখ্‌লেম; কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। তোমার জীবনেরও এমন এক সময় উপস্থিত হবে, যে দিনে তোমার আত্মকৃত পাপ সকল ভীষণ আকার ধারণ করে তোমাকে আক্রমণ কর্‌বে; তুমি যে অহঙ্কারে সদাই অহঙ্কৃত; যার জোরে অতি নির্ঘৃণ কায করেও বেঁচে যাচ্চ, সেই টাকা, সেই বিষয়, চক্ষু বুজুলে কিছুই থাক্‌বে না; বিবেচনা কর দেখি? যে প্রজা তোমার পুত্রের সমান, যারা তোমাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে,

তাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ, তাদের স্ত্রী কন্যার উপরে অত্যাচার, তোমার জীবনের প্রধান কর্ম্ম। পর অনিষ্ট, পরগ্লানি, পর-চ্ছিদ্রানুসন্ধান তোমার প্রাত্যহিক জপ, নির্দ্দোষী লোককে বিপদগ্রস্ত করা তোমার নিয়মিত কর্ম্ম, নির্দ্দোষী প্রজার উপরে অত্যাচার তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য; গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যার কীর্ত্তি সমূহ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাচ্চে, তোমার বাকি কি? কত যে ভ্রূণ হত্যা করেচ, তার সংখ্যা হয় না। কত সতী তোমার উপদ্রবে স্বামীঘর পরিত্যাগ করেছে, কত নির্দোষী অবলা তোমার জন্য এক্ষণে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে চক্ষুর জলে ভাস্চে, ও ঈশ্বরের কাছে তোমার কল্যাণ প্রার্থনা কর্‌চে। তোমার আত্মপর বিবেচনা নাই, তুমি অনায়াসে আপন মুখে আপন রক্ত পান কর্ত্তে পার। তোমার লোকাপবাদে ভয় নাই, পুলিশেও দৃক্‌পাত নাই। চুনিবাবু, পুলিশ যেন টাকায় বশীভূত হয়, কিন্তু ধর্ম্ম কিছুতেই বশীভূত হবার নয়। যে মন্মথ তোমার কথায় ওঠে, বস্‌তে বল্লে বসে. যে তোমাকে ভিন্ন আর কারুকে জানে না, যে তোমার ছোট ভায়ের ন্যায় চিরকাল অনুগত, তারিরই কি না সর্ব্বনাস কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছ? তালুক খানি জাল কয়লা করে নিতে বসেছ; চুনি বাবু! তুমি কি মনে করেছ? ঈশ্বরের নিকট এক সময়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে না? তোমার বড় স্ত্রীর কথা মনে কর্‌তে গেলে শরীর লোমাঞ্চ হয়, সতীর আদর্শ—স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা, সহধর্ম্মিণীকে বিনা দোষে সামান্য দাসীর দ্বারায় অপমান করে বহিষ্কৃত করে কি পর্য্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ কল্লে! তোমার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণা-

ধিকা দুহিতাকে বিষ ভক্ষণ করিয়ে তোমার ছোট স্ত্রী নাশ কর্‌লে, তুমি তাতে আনন্দ বৈ অণুমাত্র দুঃখ প্রকাশ কর্‌লে না। তোমার বড় স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্‌লেন, তুমি জেনেও জান্‌লে না। তোমার হৃদয় পাষাণ হতে দৃঢ়, বজ্র হতেও কঠিন। অনাবৃষ্টি, প্রবল ঝড়, ভূমি কম্প প্রভৃতি অরাজক এই সব কার্য্যের নিমিত্তই উৎপন্ন হচ্চে। পৃথিবী আর কতদিন তোমার এ সকল অত্যাচার সহ্য কর্বেন? দেখ দেখি! স্বভাবের উপরে হস্তক্ষেপ করা কতদূর নির্লজ্জের কায, তোমার চুল পেকেছে বলে, গোঁপে কলপ দিয়ে এসেছ, বয়েস ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, তবু কালাপেড়ে ধুতি পরা ঘুচ্‌ল না। তোমাকে দেখে আমাদের লজ্জা কচ্চে, কিন্তু লজ্জা তোমাকে দেখে লজ্জায় পালিয়েছে; স্বদেশের উন্নতি সাধন করা দূরে থাক্‌ একটা স্কুল ছিল, তাও তুলে দিয়ে মদ্রিকা সেবন করে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল কর্‌তে বসেছ, কোন ব্যক্তি দেশের হিতার্থে কোন কার্য্য কর্ত্তে মনস্থ কল্লে, তুমি এগনে তাহাতে প্রতিবন্ধক হও, তোমার ন্যায় পামর, কুটিল-স্বভাব এই চরাচর বিশ্বসংসারে আর দুটি নাই, অধিক কি বল্‌ব, তোমাকে ধিক্‌, তোমার জীবনে ধিক্‌; তোমার ঐশ্বর্য্যেও ধিক্‌।

কেদার-সারদা। (জনান্তিকে বসন্তের প্রতি।) এই বারে জোঁকের মুখে লুন্‌ পড়েছে।

হরি। (চুনির প্রতি) বাবু! ওঠ, আর এখানে বসে না, রাত হয়েছে যাওয়া যাক্‌; আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, এখানে এলেই অপমান হতে হবে।

চুনি। (স্বগতঃ) মন্মথের কথাটা টের পেলে কেমন করে, আমার মাথা খেয়ে এই হরে ব্যাটা প্রকাশ করেছে, নতুবা একথা ওরা পাবে কোথায়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি একবার দেখ্ব।

সার। তোমার যতদূর ক্ষমতা দেখ্তে ছেড় না।

চুনি। মন্মথ চল যাই।

বস। মন্মথবাবু এখন যাবেন না, এখানে একটু প্রয়োজন আছে।

মন। আমার থাকা হবে না, আমি যাই।

বস। আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

হরি। তবে চলুন আমারা যাই।

চুনি। সেই ভাল।

হরি ও চুনির প্রস্থান।

কেদা। মন্মথবাবু কিছু টের পাওনা, তালুকখানি যে ফাঁকি দেছে।

বস। রেজেষ্টরি কি হয়ে গেছে?

কেদা। সে কবে করে নেছে।

মন। বেস করেছে, তোমাদের কি?

কেদা। আমাদের বল্বার দায় তাই বল্‌চি।

মন। চুনিবাবুর উপর দোষারোপ কর না।

কেদা। দেখ্লে ত বিশ্বাস হয়।

সার। যদি সত্য হয়, তা হলে মন্মথবাবু কি কর্বে?

মন। তা হলে, প্রপর সুট আনব।

সার। আমরা তাই চাই, তবে এই দেখ।

মন। (কওয়ালার নকল দৃষ্টে হত জ্ঞান হইয়া) স্বগতঃ তাই ত সত্যই যে? যাই হোক, ঘোষজার সঙ্গে বিবাদ করা হবে না। তালুক যায় সেও স্বীকার তবু ঘোষজার আড্ডা ছাড়্ব না। (প্রকাশ্যে) এখন আমি কিছু বল্‌তে চাইনে, বাড়িতে চল্লেম।

সার। মন্মথবাবু তুমি যদি আমাদের কথা শুনে কায কর, তবে যাতে ভাল হয়, তা কর্‌ব, আর তালুক খানি কখন নিতে পার্‌বে না।

মন। ভাল আমি বিবেচনা করি।

কেদা। তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কর, কিন্তু একজন নির্দ্দোষির অনিষ্ট আমাদের চক্ষের উপর দিয়ে হচ্ছে, না বলে থাক্তে পারিনে।

বস। বল্‌তে হয় বলা গেল, এখন ওঁর যা ইচ্ছে, তাই কর্ব্বেন। রাত হয়েছে, ওঠা যাক।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সারদার খিড়কির ঘাট।

এলোকেশীর ও রমণীর প্রবেশ।

এলো। ওমা বলিস কি, শুন্‌লে যে বুক কেঁপে উঠে। এরা না পারে হেন কর্ম্মই নেই। তার পর কি হলো?

রম। তার পর আর কি, মতি কি প্রাণে আছে?

এলো। কি সর্ব্বনাস! প্রাণে নাই! মেরে ফেলেচে?—আহা বাছা দোষী ছিল বলে এদানি আমাদের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইত না, কেউ লজ্জা দিলে মরমে মরে যেত। অভাগীর বাছা কেন সে হতভাগাদের ওখানে গিয়েছিল?

রম। দিদি! সে কি আপনি গিয়েছিল, ভুলিয়ে নেগে মেরেচে।

এলো। ওমা! যাব কোথায়, ডেকে নেগে মেরে ফেল্লে!

রম। দিদি দুঃখে কান্না আশ্চে, যে মানুষ কাল বেড়িয়ে বেড়িয়েছে, ডাক্তারে আজ তার পেট্‌ চিরলেক।

এলো। আর বলিসনে বোন্‌, শুন্‌লে বুক ফেটে যায়। আজ ওর মা থাক্‌লে কি আস্ত থাক্‌ত?—পেট্‌ চিরলেক কেন?

রম। বিষ খাইয়েছে বলে।

এলো। বিষ কি পেটে ছিল?

রম। কে জানে বোন্, মরফি না কি, নাম জানি নে, তাই খেয়ে নাকি মরেচে, ডাক্তারে বল্লে।

এলো। সে আবার কি?

রম। এক রকম বিষ, খেলে নাকি তৎক্ষণাৎ মরে যায়।

এলো। খাবার সময়ও কি কিছুই টের পায় নি?

রম। আগে জান্‌তে পারে নি, এঁরা যখন মতির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন জ্ঞান নাই, কেদার ডাক্‌লে, বসন্ত ডাক্‌লে, কিছুই উত্তর পাওয়া গেল না, চৈতন্য কর্‌বার জন্যে কত কি কল্লে, কিছুতেই কিছু হলো না। তখনো নাড়ী ছিল, সকলে পরামর্শ করে ডাক্তার আন্‌তে পাঠালে, ডাক্তার না আস্‌তে আস্‌তেই——

এলো। আর বলিস্‌নে ভাই! অন্তঃকরণ ফেটে যাচ্চে, হা বিধাত!

রম। এঁরা ঐ রকম দেখ্‌বামাত্র আছাড় খেয়ে নাকি পড়ে গেছেলেন, মাথাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

এলো। আহা! হবে না? রক্তের টান্ যাবে কোথায়?

রম। মতি মতি করে রাত দিন কেবল মেয়ে মানুষের মত চিৎকার ছেড়ে কাঁদ্‌ছেন। বসন্ত এসে এত বুঝিয়ে ছিল, কিন্তু থামাতে পারেনি।

এলো। আহা! ছোঁড়া বড় অনুগত ছিল, তাইতে সার-দার আরো লেগেছে।

রম। দিদি! তার শত্রু জগতে কেউ ছিল না। বিশেষ

এদানি নেশা ত্যাগ করে ; এত সত্ত হয়েছিল যে, সকলেই ভাল বাস্‌ত।

এলো। সত্যি বাছার মুখে ত কথা ছিল না, হেঁট মাথা ভিন্ন মুখ তুলে কারুর সঙ্গে কখন কথা কৈত না। আহা বাছার অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল ?

রম। দিদি ! বল্‌ব কি ? যখন এনে উঠোনে শোয়ালে, তখন চকের জল না ফেলেছে এমন লোক নাই। পথের পথিক যে ; সেও কেঁদে গিয়েছে।

এলো। আহা !—আচ্ছা চুনির সঙ্গে ওর কি কোন বিবাদ ছিল ?

রম। কৈ তাও ত বোন্ কিছু শুনিনে, তবে এঁরা মতিকে মদ ছাড়াবার জন্যে দিন কত ওর কাছে যেতে দ্যান নাই।

এলো। এই অপরাধে প্রাণ দণ্ড ! হা জগদীশ্বর !—পুলিশে কেন খবর দিলে না ?

রম। সে অনেক হয়ে গেছে।

এলো। পুলিশের লোক কি এসেছিল ?

রম। তুমিও যেমন বোন্ ! এখনকার কালে টাকা যার, মুল্লুক তার। সে কখন্ ঘুস্ নিয়ে বিদেয় হয়েছে।

এলো। ও মা ! পুলিশের লোক অম্‌নি ছেড়ে দে গেল, তবে ওদের দৌরাত্ম্যে ত কেউ আর এ দেশে বসবাস কর্‌বে না ?

রম। একে ত এদের উপর খড়্গহস্ত, তায় বসন্ত পুলিশে খপর দেছেল বলে, তাকে নাকি শাসিয়েছে, আবার কখন কি করে বসে ?

এলো। টাকায় না হয়, এমন কাযই নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) তার পর পুলিশের লোকেরা এসে কি বল্লে? আর কি বলেই বা ছেড়ে দিয়ে গেল?

রম। দারোগা এসে সকলকে কি জিজ্ঞাসা কর্‌লে?

এলো। তাতে তারা কি বল্লে?

রম। বিষ খওয়াতে যারা দেখেছে, তারাও মিথ্যা কথা কইলে। আর যারা শুনেছিল, তারা ত কবেই! কি ভদ্র কি ইতর, সকলেই বল্লে; চুনি বাবু খাওয়ান নি।

এলো। (আশ্চর্য্য হইয়া) এঁ্যা? সকলেই মিছে কথা কইলে?

রম। একে জমিদার, তায় অধিকারে বাস, না কইলে কি আর উপায় আছে? আর অন্য পরে যে শুনেছে, তাকেই টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে।

এলো। শেষে দারোগা কি বলে গেল?

রম। দারোগা একে প্রমাণ পেলে না, তায় আঁজ্‌লা ভরা টাকা পেয়ে, গলে গ্যাল; বরং চুনির শেখানতে উল্টে বসন্তকে যা ইচ্ছা তাই কতকগুল গাল দিয়ে গ্যাল। বসন্তের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো, চোক দিয়ে টশ টশ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

এলো। কি অবিচার দেখ, সত্যকে একেবারে মিথ্যা করে তুল্লে; একে মূর্খ তায় মাতাল, খলের একশেষ, তার উপরে টাকা পেয়েছে, শুদ্ধ খলের হাতে টাকা পড়্‌লে নিস্তার নাই, তার উপরে স্বাতি নক্ষত্রের জল।

রম। এখন এঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন, এদেশে আর থাক্‌বেন না; উঠে যাবেন।

এলো। সত্যি বোন্, এরাজ্যে থাক্‌বার চেয়ে উঠে যাওয়াই ভাল। যখনি ও কথা মনে হয়, তখনি প্রাণ শীউরে উঠে। ইচ্ছে করে পৃথিবী দোফাঁক হক, তার ভেতর সেঁধুই. আর যেন ও দুরাত্মাদের নাম অবধি শুন্‌তে না হয়।—আহা! আস্ত মানুষ্‌ট মেরে ফেল্লে গা!—মতি না সৌদামিনীর মাশতুত ভাই হয়?

রম। হঁ্যা।

এলো। সৌদামিনী শুনেচে?

রম। জানি না।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

রম। এই যে সৈ এসেছে।

সৌ। আর ভাই! দেখে শুনে হাত পা পেটের ভিতর গেছে, ঠান্‌দিদি! তোমাকে তল্লাস কচ্ছিলেম।

এলো। কেন, কেন?

সৌ। (সরোদনে) ঠান্‌দিদি নমস্কার করি, আশীর্ব্বাদ কর, জন্মের মত এই দেখা শুনো হলো। আর দেখা হবে না, আর তোমাকে ঠান্‌দিদি বলে ডাক্তেও পাব না। দিদি! তোমার কাছে কত আবদার করেছি, কত কি বলেছি, কিছু মনে কর না, তোমার সৌদামিনী জন্ম শোধ তোমার কাছ-থেকে বিদায় হলো।

এলো। ওকি কথা ভাই?

সৌ। ঠান্‌দিদি আরো কি এই পাপ দেশে বাস কর্ত্তে বল?

এলো। উঠ্‌তে হয়, সকলেই উঠ্‌বো, তোদের ছেড়ে সোণার অট্টালিকাতেও থাক্‌তে চাই না। বনে থাকি জঙ্গলে থাকি, সকলে একত্রে থাক্‌ব।

রম। আমার ভাই থাক্‌বার যো নেই, বিদায় হলেম।

প্রস্থান।

সৌ। ঠানদিদি! তোমাদের ছেড়ে থাকার চেয়ে, আমার মরণই মঙ্গল। বিশেষ গোলাপকে ফেলে, কিরূপে থাক্‌ব, সেই ভাবনায় আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। দুঃখিনীর এ ত্রিসংসারে আর কেউই নাই। বিশেষ কষ্ট হলে আমার কাছে যেত, আমারি হাত ধরে কাঁদ্‌ত। পোড়া বিধাতা আজ তাতেও বাদ সাধ্‌লে। আমরা এদেশ থেকে গেলে অভাগীর যে শেষে কি দশা হবে, তাই ভেবে আমার আরো দুঃখু হচ্চে। দিদি! ও হতভাগাদের অসাধ্যি কিছুই নাই, সর্ব্বস্ব ফাঁকি দে নিলে, তাতেও যখন মন্মথ কিছু বল্লে না, তখন কখন কি করে বসে, সেই ভাবনাতেই আমার বুক কাঁপ্‌চে।

এলো। সত্যি কথা, ওরা না পারে এমন কর্ম্মই নাই।

সৌ। দিদি! অতি পাষণ্ড যে, তার অন্তরেও দয়া মায়া আছে?

এলো। তা থাক্‌লে কি আর এতদূর নিষ্ঠুরের কায করে?

সৌ। ঠানদিদি আর শুনেছ; মন্মথের এ তালুকখানিও ফাঁকি দিয়েছে।

এলো। ও মা! যাব কোথা, সত্যি নাকি?

সো। ঠান্‌দিদি! আমি কি তোমার সঙ্গে মিছে কথা কচ্চি?

এলো। কেমন করে নিলে?

সো। মন্মথ কিছু জানে না, জাল করে নিয়েছে।

এলো। মন্মথ কি শুনেছে?

সো। সে আর শোনেনি?

এলো। বেস হয়েছে, তালুক যায় সেও ভাল, যদি এই উপলক্ষে মন্মথ ওর কাছ ছাড়ে, তবুও অনেক মঙ্গল।

সো। হুঁঃ—ঠানদিদি! মন্মথ আবার সে ইয়ারকি ছাড়্‌বে? তালুক নিয়েছে, সেও ভাল, তবু ইয়ারকি ছাড়্‌তে পারে না।

এলো। বল কি? তবু কি মন্মথ ওখানে যায়?

সো। তবে আর বল্‌চি কি, সর্ব্বস্ব নিলে তাতেও যখন হরিহর আত্মা, কিছুমাত্র তাদের সঙ্গে ভিন্ন ভাব নেই, তখন মনোরমার জন্যেই ত আমার ভাবনা হচ্চে, মদের নেশায় কখন কি করে বসে। ঠানদিদি! বল্‌বো কি, তালুক নিয়েছে বলে এঁরা বলেছিলেন, "তোমার কিছু কত্তে হবে না; তুমি খালি যা বল্‌ব তাই শুন।"

এলো। বসন্ত, সারদা বলেছিল?

সো। হ্যাঁ।

এলো। তার পরে।

সো। উত্তর দিলে, প্রাণ থাক্‌তে ঘোবজার কাছ ছাড়া হব না।

এলো। তবে বুঝি কি জাদু করেছে?

সৌ। ধর্ম্ম জানেন ভাই! আরো একটী ভয় হচ্চে, খলের হাতে পড়ে প্রাণটী না খোয়ান?

এলো। কি আশ্চর্য্য! মানুষ কি এমন বোকা থাকে?

সৌ। সে কি আর মানুষ আছে?

এলো। এখন ভাই মলেই বাঁচা যায়, আর যেন কিছু শুন্‌তে না হয়।

সৌ। ঠানদিদি! গোলাপকে আজ থামিয়ে রাখা ভার হয়েছে।

এলো। কেন?

সৌ। তুমি কি কিছু জান না?

এলো। আমি অনেকক্ষণ এসেছি, আমি ত কিছু খপর রাখিনে।

সৌ। সাক্ষাৎ কলি অবতার, মন্মথের বিষয় ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে, কেদার এসে সেই কথা বলেছিল।

এলো। আহা! এতে দুঃখ হয় না, এ সব দেখে তার যে মনের ভিতরে কি হচ্চে, তা সেই জানে।

সৌ। ঠান্ দিদি যে দিন মন্মথ শান্তিপুর থেকে তোমাদের বাড়িতে এলো, সে দিন কেমন দেখ্‌তে হয়েছিল বল দেখি? এখন সেই মন্মথকে দেখ্‌লে কান্না পায়। হাজার হোক্ বড় মান্‌সের ছেলে, বেহাল বেপরিচ্ছেদে থেকেই ত এই রকম দশা হয়েছে, তাতে আবার যা কিছু ছিল, তাও ফাঁকি দিলে।

এলো। কি আশ্চয্যি বোন্! বাঘ্‌টারও সাম্‌না সাম্‌নি চক্ষুলজ্জা আছে, এ হতভাগাদের কি তাও নেই?

সৌ। ঠান্‌দিদি! দুঃখের কথা কত বল্‌ব, এঁরা সারদার কান্না দেখে এসে সেই রাত্রেই উঠে যাবার কল্পনা করেছিলেন, তার পরে অনেক সান্ত্বনা করে সকলে রেখেছে, নতুবা তখনি যেতেন। আমারো আর এক দণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না। আমি মতিকে মার পেটের ভাইয়ের কত্তেও ভাল বাস্‌তেম।

এলো। ভাই ভগবানকে ডাক; সকলি তিনি কর্‌বেন।

সৌ। ঠান্‌দিদি! একে ত এই সর্ব্বনাশ কর্‌বার উপক্রম, তায় এ সব কথা কেউ কোন্ দিক্ থেকে শুন্‌লে আর কি উপায় থাক্‌বে। ঠান্‌দিদি! আমরা যে কিরূপ সশঙ্কিতে বাস কচ্চি, তা সেই ঈশ্বরই জানেন।

এলো। ভাই! আর ও কথায় কায নেই, চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

ঘোষজার বৈঠকখানা।

হরির প্রবেশ।

হরি। (স্বগত) লোকে কথায় বলে, পর্ব্বতের আড়ালে থাক্‌লে তার আর কোন ভাবনা থাকে না, আমার পক্ষে তাই হয়েচে, শম্মার একটী পয়সা খরচ কর্ত্তে হয় না। অথচ বারমাসই পৌষমাস, যখন যা মনে হচ্চে, তখনি তাই পাচ্চি। ঘোষজা অন্যের পক্ষে যাই হোক, আমার প্রতি বড় সদয়। ওর দৌলতে না কচ্চি, হেন কাযই নাই। শালা কচ্চেন পরের সর্ব্বনাশ, আমরা মাচ্চি মজা!—আজ এখন তাই কর্ত্তে পাল্লে হয়, তা হলে কাল্ আর আমোদের পরিসীমা থাক্‌বে না। কই এখনো যে আস্‌চে না?—(গুন্ গুন্ স্বরে গান)—

অনুগত দাসী দুষী কিসে ও চরণে।
বিরূপ হইলে সখা দাসী প্রতি কি কারণে॥

মন্মথের প্রবেশ।

হরি। কম মাই লার্ড। আজ সুরাপান-রক্ষিণী সভার

প্রথম অধিবেশন। ঘোষজা সভাপতি, হরিদাস সম্পাদক, মন্মথবাবু প্রধান সভ্য। একমাস রীতিমত চালাতে পাল্লে এ সভা গুল্‌জার হয়ে পড়্‌বে।

মন্মথ। ঘোষজা কোথা ?

হরি। রাধা প্যারীর মান ভঙ্গ কত্তে গেছেন। "মানময়ি রাধে! মানে ক্ষান্ত দে মা! তোমার পাতুরে কেষ্ণ মানের দায় বুঝি এ যাত্রা গা ঢালেন।" গড়নখানি ত সামান্য নয়, ভাগাড় জাঁকানে শরীর—একশ শুকুনীর আহার! চামড়াখানিতে একটী ছোট খাট রকমের সামিয়ানা তৈয়ের হয়।

মন্ম। তা হক, এত রাত্তিরে মানের কারণ কি ?

হরি। "আহা! বিনা দোষে মতিকে কেন মাল্লে ?"

মন্মথ। ইই বলিই মান !

হরি। ইই বলিই মান! একবারে মানে গড়াগড়ি! ঘরের এমুড় আর ও মুড়।

বিজুলী খসিয়ে আজ ভূমেতে লুটায়।
আকর্ণ বিসারী আঁখি জলে ভেসে যায়॥
সতীসাধ্বী পতিব্রতা পতিমাত্র ধন।
মতি শোকে পাগলিনী মরমে মরণ॥

মন। বড় লেগেছে।

হরি। লাগ্‌বার মত লেগেছে। দেখি আমাদের ছেলাবৎ খাঁ কি করে আসেন।

ঘোষজার প্রবেশ।

হরি। আইয়ে সাব! সেলাম; বিবীসাব যো গোঁসা কিয়া?

ঘোষ। বড় বেগতিক, বস্তুত কাযটা অন্যায় হয়েছে।

হরি। (স্বগত) সে চকের জল দেখ্‌লে পাষাণ গলে, তা তুমি ত কোন্ ছার আছ? (প্রকাশ্যে) করে ভাবা কাপুরুষের কায।

চুনি। যাহক মনটা আর কোন রকমে ঘুরিয়ে দিতে হবে, তাহলে যদি শান্ত হয়।

হরি। কি রকমে ঘুরিয়ে দেবে?

চুনি। গয়নার উপর বড় সক, গয়নার বাক্সটী কোন রকমে সরাতে পাল্লে ওটা ভুল্‌তে পারে।

হরি। তবে চোর মহলে খবর দেও।

চুনি। তা হলে "সমূলস্য বিনশ্যতি" তা হবে না। আপনা আপনি সরাতে হবে। মন্মথ ও স্ত্রীর গয়না এনেছিল, ও হতেই হবে।

হরি। মন্মথ! কেমন পার্‌বে কি?

মন্ম। এতে যদি ঘোষজার উপকার হয়, তা আর পার্ব্ব না?

চুনি। মন্মথবাবু বাঁচালি ভাই। তবে উঠ।

সকলের প্রস্থান।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সারদার বাটী।

সারদা ও রমণীর প্রবেশ।

রম। নাথ, দাসী তোমাছাড়া নয়, তোমার সঙ্গে বনে গেলেও সেই আমার নগর।

সার। প্রিয়ে! কিছুদিন গিয়ে সেখানে থাক, জায়গা ঠিক হলেই তোমাকে নিয়ে যাব।

রম। তোমাকে ছেড়ে স্বর্গে থাক্‌তেও আমার ইচ্ছা নাই। তুমি যেখানে যাবে, আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও থাক্‌তে পার্ব্বো না।

সার। দিন কতক কাল সেখানে থাক, মতির জন্য আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে। আমি একটু স্থির হলেই তোমাকে নিয়ে যাব।

রম। সেই জন্যই আমার আকিঞ্চন, একা থাক্‌লে তোমার আরো যাতনা হবে।

সার। আঃ—মতির কথা মনে হলে প্রাণ আকুল হয়ে উঠে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই যেন তাকে দেখ্‌তে পাই।

রম। নাথ! আমার মাথা খাও আর ও কথা তুল না।

সার। প্রিয়ে! তার এ অবস্থা দ্যাখ্‌বার চেয়ে কেন অগ্রে আমার মৃত্যু হলো না!

রম। নাথ! তোমার পায়ে ধরিচি ক্ষান্ত হও, ওকথা শুন্‌লে বুক ফেটে যায়।

সার। প্রিয়ে! শুষ্ক গাছে ব্রহ্ম শাঁপ! এত কি অধর্ম্ম করেছি, যে আজ আমার উপরও এ বজ্রাঘাৎ হলো?

বসন্তের প্রবেশ।

সার। বসন্ত! এস ভাই আজ অবধি তোমাদের সারদা তোমাদের কাছ ছাড়া হলো।

বস। ভাই তুমি কি মনে করেছ, একাই যাবে। তুমি যেখানে থাক্‌বে, আমিও সেখানে।

রম। সৈ কি কর্চ্চেন?

বস। ক্রমাগত কাঁদ্‌চে। চিরদিন আমোদে কাটিয়েছে, শোক কাকে বলে কখন জানে না। এ ঘটনাটী তার মর্ম্মান্তিক লেগেচে।

সার। ভাই আমরা মেয়েদের দোষ দিই, যে, ওরা সামান্য বিষয়ে কেঁদে বিহ্বল হয়। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। আজ যে আমার বুকের ভিতর কি হচ্চে, যদি দ্যাখাবার হতো, তা হলে বুঝ্‌তে পার্ত্তে। আহা! মতি আমাকে যে কত মান্য কর্ত্তো, তা বলা যায় না।

বস। ও কথা আর মনে আন্দোলন কর না।

সার। এ কি ভোলবার, যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, ততদিন ভুল্‌তে পার্‌ব না।

বস। মন্মথ ত কোন রকমে আস্‌তে চায় না।

সার। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কি বলে?

বস। সে কোন মতে সম্মত হয় না।

সার। এই সব্‌ দেখে শুনে তবু যেতে ইচ্ছে করে।

বস। সে ত একান্তই অনুরক্ত।

সার। কিছু কি বলেছিলে?

বস। আমি অনেক বুঝিয়েছি, তাতে উত্তর দ্যায়, প্রাণ সত্ত্বে ঘোষজার কাছ ছাড়া হব না।

সার। তবে আর জেদ কেন, যতদূর দ্যাখবার দ্যাখা ত হলো; আর আবশ্যক নাই। প্রাণ অবধি যার পণ হয়েছে, জীবন থাক্‌তে ত তার আর চৈতন্য হবে না।

বস। আমিও আর পারিনে;

সার। এখন গেল কোথায়?

বস। আর কোথায়, আড্‌ডায়, চুনি বাবুর কাছে।

নেপথ্যে রোদনধ্বনি।

সার। বাইরে কি গোল হচ্চে!

বস। তাই ত; কে যেন কাঁদ্‌ছে!

সসম্ভ্রমে কেদারের প্রবেশ।

কেদার। সারদাবাবু! দেশ কি নির্ম্মস্তক হলো, আমরা কি

মনুষ্য নই? ঐ পাজি যা মনে কচ্চে তাই কচ্চে, আমরা কি অন্ধ রাজার দেশে বাস কচ্চি? এমন প্রবল পরাক্রল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে এই পাড়াগেঁয়ে জমিদার ব্যাটারা যা ইচ্ছে যাবে তাই কর্ব্বে। কেউ কি শাসনকর্ত্তা নেই? না থাকে আমি ঐ ব্যাটাকে মেরে আপনিই ফাঁসি যাব।

সার, বস। কি কি, আবার কি হয়েছে?

কেদা। (সরোদনে) মন্মথকে চোর বলে জমাদারের জেম্মা করে দেছে।

সার, বস। সে কি?

কেদা। এই দেক্‌বে এস, মন্মথের কান্না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিনোদের বাটীর একপার্শ্ব।

মুক্তকেশী ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌ। [মুক্তকেশীর প্রতি] এখন কি রকম?

মুক্ত। কিছু বিশেষ বোধ হচ্চে!

সৌ। কবিরাজ কি বলে গ্যালেন?

মুক্ত। বল্লেন, ব্যায়রাম নয়, দুর্ব্বলেতে করে ওমনটা হয়েছেন।

সৌ। এখন কি কচ্চেন?

মুক্ত। বসে আছেন, তোমাকে তিন চার বার ডেকেছিলেন।

সৌ। শরীরে আর কোন গ্লানি নাই ত?

মুক্ত। ঘুমিয়ে একটু সেরে গেছে।

সৌ। দেখ ভাই, গোলাপ যেন মন্মথের বিষয় একটুও আঁচ না পায়; এর উপরে সে কথা শুন্‌লে আর নিস্তার থাক্‌বে না, তখনি মারা পড়্‌বে।

মুক্ত। হুঁঃ, মা একটু বড় করে কেঁদেছিলেন বলে, বাবা এসে কত মুখ্ কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর সকলকে বলে দিলেন, মন্মথের জেলে যাবার কথা যে শুনবে, তার উপায় রাখ্‌বেন না।

সেই ভয়ে সকলে চুপ্‌চাপ্‌ করে আছে, দিদি কিছু জান্‌তে পারেন নাই।

সৌ। হঠাৎ এমনটা হলো কেন?

মুক্ত। বল্‌তে পারি নে।

সৌ। আচ্ছা, আমি এসেচি তোমার দিদিকে গে বল দেখি।

মুক্তর প্রস্থান।

মনোরমার প্রবেশ।

সৌ। এই যে গোলাপ বেরিয়েছেন, (স্বগত) আহা কি শ্রী কি হয়েছে, দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়। স্বামী থাক্‌তেও বৈধব্য যন্ত্রণা!—বিধবা হলেও বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু এতে আর নিষ্কৃতি নাই। (মনোরমার প্রতি) এ কাহিল শরীরে ওঠবার আবশ্যক ছিল কি?

মনো। কে ও গোলাপ? এস ভাই! (সৌদামিনীর হস্ত ধারণ করিয়া) আজ আমার প্রাণের ভিতর যে কি কচ্চে, ফুটে বল্‌তে পাচ্চিনে, ভাই! বুক যেন ফেটে যাচ্চে। আমার মাথা খাও ভাই, সত্যি করে বল, কারু ত কিছু হয় নি?

সৌ। কার কি হবে?

মনো। কেদারকে একবার বল্‌লে হয় না?

সৌ। কি বল্‌তে হবে বল।

মনোরমা নিস্তব্ধ।

সৌ। চুপ করে রইলে যে?

মনো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তাঁরে একবার আন্‌তে বল। তিনি যাতে ভাল থাকেন, আমি মাকে বলে এখানে সব কর্‌ব। ভাই, বল্‌তে কি, মতির কথা শুনে অবধি আমার বুকের ভিতর যে কি হচ্চে, তা বল্‌তে পারিনে।

অবনত বদনে সৌদামিনীর অবস্থিতি।

মনো। অমন করে রইলে যে?

সৌ। (সাশ্রুনয়নে) ভাই, মতির কথা মনে হলে, আমাতে আর আমি থাকি নে।

এলোকেশীর প্রবেশ।

এলো। (মনোরমাকে দেখিয়া সবিষাদে) আহা! মনো-রমা কি ছিল, কি হয়েছে!

সেই সে লাবণ্য আজ কোথা লুকাইল?
না উঠিতে শশধর জলদে ঘেরিল?
দুনয়নে অশ্রুধার, ঝরিতেছে অনিবার,
কোমল কমলে কি লো বজ্রের প্রহার?—
জ্বলন্তঅনল-মাঝে রতনের হার?
চিকণ রতনমালা পারে কি সহিতে,
প্রচণ্ড দহন-শিখা; যার পরশেতে,
ভূধর কাননরাজি হয় ছার খার॥——

প্রচণ্ড প্রতাপ তোর দুষ্ট দুরাচার!
হত-বিধি! এই কিরে উচিত ব্যাভার?
বিজন-বিপিন-মাঝে তাপসী কুটীর;
বিবর্ণা বিশীর্ণা, চক্ষে বহে অশ্রু-নীর—
তাপসী, সম্বলমাত্র নির্ঝরিণী-জল।
নাহি বাস, পরিধান বৃক্ষের বাকল॥ ···
ডাকাতি কি তার গৃহে?—সাজে রে নিদয়!
অবলা নাশিতে তীব্র বজ্রের আশ্রয়?

মনো। কে ও ঠান্‌দিদি নাকি?

এলো। দিদি! এখন কেমন আছ?

মনো। এখন একটু ভাল আছি। (স্বগতঃ) আজ্ বাড়ির সকলেই কি বলাবলি কচ্চেন, যেখানেই যাই, আমাকে দেখে অমনি নিস্তব্ধ হন। বোধ হয়, গোলাপ মুক্তর সঙ্গে কি বল্‌ছিলেন, আমাকে দেখে চুপ কর্‌লেন, আমারই কথা, না হলে গোলাপ অমন থতমত খেয়ে গোপন কল্লেন কেন? আজ নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে? মন থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌চে? এই যে আবার ডান চকও নাচ্চে। আর কিছু নয়, এই ভাঙা কপালে কি ঘটেছে, অন্তঃকরণ যে কিছুতেই স্থির হচ্চে না; কারণ কি? (প্রকাশ্যে) গোলাপ! তোমরা ভাই এখানে কি বলাবলি কচ্ছিলে?

সৌ। কই না; তুমি ঐ সর্ব্বনাশের কথা শুনেছ কি না, তাই মুক্তকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম।

মনো। (স্বগতঃ) তা হলে আমার বুকের ভিতর এমন কর্‌বে কেন? কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, (প্রকাশ্যে) ভাই! আমার অন্তঃকরণ আজ বড় চঞ্চল হয়েছে, শরীর যেন এক এক বার চম্‌কে উঠ্‌ছে।

এলো। ও কিছু নয়, দুর্ব্বলের জন্য অমনতর হয়ে থাকে।

সৌ। (স্বগতঃ) শরীরের সঙ্গে মনের যে অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তার আর সন্দেহ নাই; আপনার জনের বিপদ হলে অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই জান্‌তে পারে। (প্রকাশ্যে) গোলাপ! তুমি অন্য কিছু ভেব না। মনে একটা দুর্ভাবনা হলেই অমন হয়ে থাকে।

মনো। গোলাপ! মনেতে যে কত রকম হচ্চে, তা বল্‌তে পারিনে, না জানি, অভাগিনীর অদৃষ্টে কি ঘটেছে।

সৌ। ভাব্‌লে শরীর আরো দুর্ব্বল হবে, ভেবনা ভাই!

মনো। ঠানদিদি! তুমি বিষণ্ণ হয়ে কখন ত থাক না? আজ তোমাকে এত ম্রিয়মাণ দেখ্‌চি কেন?

এলো। (আত্ম ভাব গোপন করিয়া) কৈ আমি ত বিমর্শ নই।

সৌ। এই যে গোলাপের বাপ আস্‌ছে।

এলো। সত্যিত, তবে চল আমরা যাই।

এলোকেশী ও সৌদামিনীর প্রস্থান।

বিনোদ ও কালীশঙ্করের প্রবেশ।

বিনো। (মনোরমার প্রতি) এই যে মা উঠেছেন, এখন কেমন আছ মা?

মনো। এখন একটু ভাল আছি।

কালী। দিদি! মাথা ঘুরুণিটে কি কতক সেরেচে?

মনো। হ্যাঁ, অনেক কমেছে।

বিনো। মা! এই দুর্ব্বল শরীরে কে তোমাকে উঠতে বলেছে?

মনো। আপনি একটু বেড়াব বলে উঠেছি।

বিনো। না মা, তুমি ঘরের ভিতরে চল, তোমার কি তেমনি শরীর।

কালী। (স্বগতঃ) আহা! এত অসুখেও লাবণ্যময়ীর অনুপম রূপের একটুও হ্রাস হয় নাই, শরীর যে এত শীর্ণ হয়েছে, তবু যেন স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায় বোধ হচ্চে। (প্রকাশ্যে) আহা! দিদির আমার কি চমৎকার লাবণ্য, দেখ্‌লে তাপিত প্রাণ শীতল হয়।

বিনো। (স্বগতঃ) বাছা, তোমার অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল? আজন্ম দুঃখ পাবার জন্যে কি বিধেতা তোমাকে সৃজন করেছিলেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।)

কালী। দিদি আমার সাক্ষাৎ স্বর্ণ প্রতিমা।

বিনো। (স্বগতঃ) বাছা, চিরদিন কি তোমার নয়নজলে বক্ষস্থল ভাস্‌বে? মা আমার কথা কচ্চেন, আর যেন চোক দিয়ে

জল আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) মা তোমাকে যে এত মনস্তাপ সইতে হবে, তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না, কাহিল শরীরে আজ কোথাও যেও না, যাও শোওগে।

কালী। (স্বগতঃ) হায় কি দুরদৃষ্ট! এমন লাবণ্যময়ীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! (প্রকাশ্যে) দিদি! একটু শুয়ে থাক গে।

নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো! সব পালাও পালাও; সব লুটে নে গেল।

বিনো। খুড়ো! কি হলো, বাহিরে এত গোলমাল কেন? ঈস্, ক্রমশই যে বৃদ্ধি।

কালী। তাই ত, ভারি গোল যে?

বিনো। (মনোরমার প্রতি) মা! তুমি শীঘ্র ঘরের ভিতরে যাও, আমরা আসি।

বিনোদ ও কালীর প্রস্থান।

মনো। (স্বগতঃ) আজ ডান চোক অনবরত নাচ্‌চেছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অমঙ্গল দৃষ্টি হচ্চে, রাত্রেও উত্তম নিদ্রা হয় নাই, আবার তায় ভয়ানক কুস্বপ্ন সকল দেখেছি, প্রাণ একশবার কেঁদে উঠছে, আজ যে অদৃষ্টে কি আছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। ঈস্, গোলমালটা যে আরো বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো।

দ্রুতপদে সৌদামিনী ও এলোকেশীর পুনঃপ্রবেশ।

এলো। কি সর্ব্বনাশ হলো গো! সব লুটে নিয়ে গেল?

সৌ। ঠান্‌দিদি রক্ষে কর রক্ষে কর, কি হবে গো, কোথায় যাব।

মনো। (ব্যগ্র ভাবে) কি হয়েছে, কি হয়েছে?

এলো। শীঘ্র ঘরের ভিতরে চল; আর উপায় নেই।

মনো। ঠান্‌দিদি! কি হয়েচে শীঘ্র বল।

এলো। আর কি হবে, সর্ব্বনাশ হয়েছে, ডাকাৎ পড়েছে।

সৌ। এই যে গোলমালটা থেমে গেল।

নেপথ্যে। এত করেও হতভাগাদের আশা পূর্ণ হলো না।

মুক্তর প্রবেশ।

এলো। এই যে মুক্ত, কিসের গোলমাল শুনে এলি?

মুক্ত। আমারা এত কোপে পড়্‌লেম কেন?

সৌ। কার কোপ?

মুক্ত। আর কার, বাবুর।

এলো। কেন, কি হয়েছে?

মুক্ত। দিদিকে নিয়ে যেতে সেই হরে কতকগুল লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

এলো। ও মা! কোথা যাব, তারিরি জন্যে ঐ গোলমাল হচ্ছেল?

মুক্ত। তা নয় ত কি?

সৌ। তার পর পেছুল কিসে?

মুক্ত। পাড়ার যত লোক ভেঙ্গে পড়্‌ল, আর বাড়ীর ভিতরের পথও খুজে পেলে না, কাজে কাজেই পালাল।

সৌ। কি সর্ব্বনাশ!

মুক্ত। ঠান্‌দিদি! মন্মথ এত কি দোষ করেছে যে, কয়েদ

করিয়েও এত অনিষ্টের চেষ্টা? (জিব কেটে, স্বগতঃ) দিদি এখানে রয়েছেন, কল্লেম কি?

এলো। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ হলো, মুক্ত কি কর্‌লে? (প্রকাশে) মন্মত কোথায় বল্লি?

সৌ। মন্মত ঘরে তাই বল্‌ছে।

মনো। কি! কয়েদ করিয়েছে? শেষে কি এই ঘট্‌ল? আঃ—যারিরি আশঙ্কা কচ্ছিলেম, তাই অদৃষ্টে ঘটেছে?

পতন ও মূর্চ্ছা।

সৌ। কি হলো কি হলো! মুক্ত! ধর ধর।

মুক্ত। কি হবে গো! দিদি এমন হয়ে পড়্‌লেন কেন?

সৌ। ভয় নাই, মুক্ত শীঘ্র একটু জল নিয়ে আয়।

মুক্ত। ঠান্‌দিদি! বাতাস কর, আমি জল আনি গে।

এলো। সৌদামিনি! চল ঘরের ভিতর নিয়ে যাই। কি জানি, যদি হতভাগারা আবার এখানে আসে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মনোরমার শয়নঘর।

মনোরমার প্রবেশ।

মনো। হায়! আজন্ম দুঃখ সবার জন্যে কি এ অভাগীর জন্ম হয়েছিল, হা বিধাতা! এত দুঃখ দিয়েও কি তুমি সন্তুষ্ট হলে না।—হায়! আমি জন্মাবধি ত কারুকে কোন মনঃপীড়া দিই নাই। কারুর কোন কথায় থাকি নাই, গুরুজনকে উপহাস করি নাই, তবে কেন আমার অদৃষ্টে এই দুর্গতি ঘট্‌ল? বোধ করি পূর্ব্ব জন্মে কোন পতিপ্রাণাকে পতি হতে বঞ্চিত করেছিলাম, সেই জন্য আমার অদৃষ্টে এই অবস্থা ঘট্‌ল। হা নাথ! না জানি কোন্ ভয়ঙ্কর স্থানে পতিত হয়ে কত যন্ত্রণা সহ্য কচ্চ, জন্মাবচ্ছিন্নে যাহাদের মুখ সন্দর্শন কর নাই, সেই যমসম প্রহরিরা মুহুর্ম্মুহু তোমাকে কত তাড়না কচ্চে, হয়ত সেই সময় আমার কথা মনে করে কত কাঁদছ, কত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করে বারম্বার অচৈতন্য হয়ে পড়্‌ছ। নাথ! তুমি কি জীবিত আছ? হা ঈশ্বর! অভাগীর অদৃষ্টে কি শেষে এই ঘট্‌ল! হা বিধাতঃ! এই যন্ত্রণা আমাকে সহ্য কর্ত্তে হবে বলে কি অনাথিনীকে সৃজন করেছিলে, তা আজ সকল তাপ্ জুড়ুল। মন! এত চঞ্চল হচ্চ কেন? একটু স্থির হও, শীঘ্র তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি কচ্চি। তুমি

যার জন্যে এত ব্যগ্র হয়েছ, সে বস্তু আমার নিকটেই আছে, (বিষ নিরীক্ষণ করিয়া) লোকে তোমাকে যার পর নাই ভয়ঙ্কর বলে থাকে, কিন্তু আজ তুমিই আমার সান্ত্বনার একমাত্র উপায়, তুমি না থাক্‌লে আজ আমার এই পাপ জীবন কি রূপে বিনষ্ট হত, তা বল্‌তে পারি না; তোমার ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আজ আমার এ জগতে আর কেহই নাই।

নাথ! তুমি যাকে জ্যেষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করে সদাই অনুগত থাক্‌তে, যাকে আত্মীয় বিবেচনায় কারুর কথা শুন নাই, যাকে আপনার হৃদয় অপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান কর্ত্তে, যাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাস্‌তে, সেই কপট বন্ধু তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করেও ক্ষান্ত হয় নাই, শেষে দুস্তর বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করে তোমার জীবন সর্ব্বস্ব প্রিয়তমা অনাথিনীকে লইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছে। নাথ! সেই দুঃখে দেহ বিকল ও জীবন অস্থির হয়েছে; এ পাপ জীবন ক্ষণ মাত্র আর রাখিতে অভিলাষ নাই। জীবন! আজ তুমি কোথায় যাবে? হায়! পরে তোমার অবস্থা কি দাঁড়াবে, যদি নিশ্চয় জান্‌তে, তা হলে আজ তোমার কি আনন্দের দিন হত। যা হক,আজ যে তুমি এ পৃথিবীর যাবদীয় যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পেলে, যার পর নাই সুখী হলে, তায় আর সন্দেহ নাই। এই আমার চরম কাল, আমার সেই হৃদয়ে অঙ্কিত মুখ কমল হৃদয়ে জাগিতেছে, হৃদয় যেন বলে দেচ্চে, এইবারে চিরদিনের জন্যে তোমার হৃদয়-বল্লভকে একবার চক্ষু বুজিয়ে দেখে নাও, তা একবার জন্মশোধ প্রিয়তমকে দেখি। (চক্ষু মুদিত করে উদ্দেশে অবলোকন) নাথ! কি দেখ্‌লেম্‌, হায় সেই মুখ কমল

এত মলিন হয়েছে, সে রূপমাধুরী একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়েছে। হা রে সুরা পিশাচি! তোর নিকট আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুই হৃদয় ধনের রক্ত শোষণ করে এমন দুর্গতি করেছিস্, চণ্ডা-লিনি! তোর অসাধ্য কিছুই নাই,—নাথ! মনের দুঃখ মনেতেই রইল? দাসী জন্মের মত বিদায় হয়। নাথ! তোমাকে উদ্দেশে নমস্কার করি (নমস্কার) ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এজন্মে অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হলো, পর জন্মে যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হই।——

আর বিলম্ব কেন? (বিষ ভক্ষণ) হা জননি! কেন এ হত-ভাগিনীকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে স্থান দিয়েছিলে? তা না দিলে ত অভাগিনীর জন্যে এত যন্ত্রণা পেতে না। জননি! পাপীয়সীর জন্যে চিরদিন চক্ষের জল ফেলেছ, মা, তোমার ধার এ জন্মের মত রহিল; হায়! যে দিন অভাগিনী পতিগৃহ হতে তোমার নিকট এসেছিল, যে দিন্ পথ পানে চেয়ে আমার প্রতীক্ষা করেছিলে, আমি এসে তোমার পায়ে নমস্কার করাতে কত আশীর্ব্বাদ করেছিলে, ছুট ছুটী পাড়ার মেয়েদের "মনোরমার গয়না দেখ্‌বে এস" বলে সকলকে ডেকে এনে যে কত কথা বলে ছিলে, সে দিন আজ কোথায় রইল, আজ সেই পাড়ার মেয়েদের এনে কি দেখাবে? জননি! তোমার সেই মনোরমা, আজ্ তোমার নিকট জন্মের মত বিদায় চাহিতেছে, তোমাকে কাঁদাতে বাকি রাখিনি, মা, তোমার মনোরমা আজ্ তোমাকে মনে মনে জন্মশোধ দেখে নিয়েচে, আজও তোমার হাতের স্নেহ-মাখা খাবার দ্রব্য খেয়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়েছে।

জননি! দুঃখিনীর জন্যে আর চক্ষের জল ফেল না, দুঃখিনীকে একেবারে ভুলে যেও, এই ভেব যেন অভাগিনী তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই।—কেদার! ভাই, তুমি আমাকে দেখে নির্জ্জনে কত বার কেঁদেছ,—যে দিন প্রাণেশ্ হতাদর করেন, সে দিন তুমি অস্থির হয়ে বিরলে বসে কেঁদেছিলে, সকলে তোমাকে বুঝিয়েও সান্ত্বনা কর্‌তে পারে নাই,—ভাই, তোমার দুঃখিনী ভগিনীর জন্যে সতত মলিন থাকিতে, অভাগিনীর কাছে এক দণ্ড দুঃখে, অভিমানে মুখ্ তুলে কথা কইতে না, তোমাকে দেখে অন্তরে আমার কান্না আস্‌ত। বাল্য কালে মহাদেবের পূজা করে যা প্রার্থনীয়, তা অভাগিনীর সকলি মিলে ছিল, পোড়া অদৃষ্টে কিছুই সইল না। ভাই, তোমা হেন গুণের স্নেহের ধন যেন জন্মে জন্মে প্রাপ্ত হই, আজ্ জন্মের মত চলিলাম, এ জন্মে একেবারে ভুলে যেও, আর অভাগিনীর কথা মনে করে কেঁদ না। ভাই, আমার হৃদয় পাষাণে গঠিত, না হলে কিরূপে তোমাদের ছেড়ে স্নেহের ডোর ছেদন করে অগ্রসর হচ্চি,—কাঙ্গালিনীর কিঞ্চিৎ ধন আছে, আর কিছু নয়, কএক খানি পুস্তক, এই ক খানি আমার যতনের ধন্, ইহা আমার গোলাপের হস্তে অর্পণ কর।

গোলাপ্! অভাগিনীর যাতে ভাল হয়, তুমি অহরহ সেই চেষ্টা করিতে, কি কর্‌বে বোন্, তুমি ত চেষ্টার বাকি কিছু রাখ নাই, কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণেই সকলি বিফল হয়েছে, ভাই, সেই বাল্যকাল অবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র ক্রীড়া এখনো সকলি মনে জাগিতেছে, এক দিন্ চোক্ ফুটি ফুটি খেলা

করিতে করিতে তুমি যে বলে ছিলে, "ভাই, তোমায় আমায় এক প্রাণ, তুমি যেখানে যাবে, আমি সেখানে যাব, তুমি মলে আমি মর্‌ব, তুমি বাঁচ্‌লে আমি বাঁচ্‌ব।" সেই এক দিন প্রতিজ্ঞা করে গোলাপ্ পাতিয়ে ছিলে, আজ্ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো, আমি বিদায় হলেম্। ভাই, মনে কিছু কর না ; এখন দেবতার নিকটে প্রার্থনা করি, যেন পুনর্জ্জন্মে তোমার সঙ্গে দ্যাখা হয়। তুমি পতি-সোহাগে সদত মনের সুখে কালযাপন কর। মুক্ত, তুমি যে আমার প্রাণের অধিক্। তোমাকে ছেড়ে যেতে অন্তরে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। বোন্, তুমি যে সদতই আমার সঙ্গে ন্যাক্‌রা কর্ত্তে, দিদিকে এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌তে পেলে অমনি খুঁজ্‌তে বেরুতে, দিদি-ছাড়া এক দণ্ডও স্থানান্তর হতে না, বোন্ কি কর্‌ব, সকলি অদৃষ্টাধীন্, তোমা হেন স্নেহের ধনকে পরিত্যাগ্ করে আমাকে যেতে হলো (দীর্ঘ নিশ্বাস্ পরিত্যাগ করিয়া) বোন্, আজ্ তোমার চুল বেঁদে টিপ্ পরিয়ে দিয়ে মনের সাধ্ মিটিয়েছি, আজ্ মাকে বল যে তাঁর মনোরমা সকল যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়েছে, মা তুমি সে অভাগিনীর নাম আর মুখে এন না, তাকে ভুলে যাও।—শরীরটে কেমন ঘুরছে।

মুক্তর প্রবেশ।

মুক্ত। দিদি অন্ধকারে একাটি বসে কি কচ্চ? ওকি, তুমি ওমন করে ঢুলছ কেন? তোমার কি হয়েছে?

মনো। কৈ না, আমিত বেস আছি।

মুক্ত। ঐ যে তোমার মুখ্ দিয়ে কি উঠ্‌ছে, ও দিদি তুমি—ওমন কচ্চ কেন?

মনো। মুক্ত! আর কিছু বলিস্‌নে, আমার প্রাণ কেমন কচ্চে।

মুক্ত। দিদি! তুমি সত্যি করে বল, তোমার কি হয়েছে?

মনো। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মুক্ত! তুই আমাকে একটু জল এনে দিয়ে বাঁচা, আমার গলা শুকিয়ে উঠ্‌ছে।

মুক্ত। ও দিদি! তুমি ওমন কচ্চ কেন? ওগো তোমরা শীঘ্র এস, দিদি কেমন কচ্ছেন্।

মনো। মুক্ত! তুই আমার সাম্‌নে আয়, আমি একবার তোকে দেখে শরীর জুড়ুই।

মুক্ত। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধের পর) দিদি! তোমার মনে কি এই ছিল, তুমি কি করে এমন কায করেছ?

রোদন।

মনো। মুক্ত! তোমার দুঃখিনী ভগিনী এত দিনে জুড়ুল; বোন্ আর গোল করনা।

মুক্ত। দিদি! কি বল্‌চ? এ সময়ে মা কোথায় গ্যালেন। (উচ্চস্বরে) একবার দ্যাখ এসে গো; দিদি কি খেয়েছেন।

রোদন।

মনো। মুক্ত! একটু জল দিয়ে আমাকে বাঁচা।

মুক্ত। (রোদন করিতে করিতে) দিদি! আমি যে তোমা ছাড়া একদণ্ড থাক্‌তে পারিনে, এখন আমি কার কাছে দাঁড়াব, কে আমাকে তেমন করে আদর কর্‌বে, দিদি তোমার পায়ে ধর্‌চি। তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না। দিদি! তুমি আর ওমন কর না, তুমি ওঠ।

মনো। মুক্ত! আর আমি অল্পক্ষণ বেঁচে আছি, এই সময় একবার মাকে, বাবাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস, জন্মশোধ পিতা মাতাকে দেখে নিই।

মুক্ত। (রোদন করিতে করিতে) হায়! এ সময় মা কোথা গ্যালে, একবার শীঘ্র এসে দ্যাখ, আমাদের কি দশা হলো! ওগো এই যে সর্ব্বনাশ হয়।

দ্রুতপদে মুক্তর প্রস্থান।

মনো। (মৃদুস্বরে) হা পিতা! তোমাকে মনে পড়ে অন্তর কি হচ্চে, তা প্রকাশ কর্‌তে পাচ্চিনে, যে সকল কথা তোমাকে বল্‌ব বলে মনে আস্‌ছে, মুখে তা ব্যক্ত হচ্চে না, শরীর ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আস্‌ছে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি। পিতা! এ সময়ে তুমি কোথায়? একবার কি জন্মের মত দেখ্‌তে পাব না? হায় এই বুঝি শেষ সময়! এ সময়ে জননী কোথায় রয়েছ? এ সময়ে তোমাদের দেখ্‌তে পেলেম না; ভাই মুক্ত! তুমি যে অনেকক্ষণ মাকে ডেকে আন্‌তে গিয়েছ, বুঝি অন্তিম কালে তোমার সঙ্গেও দ্যাখা হলো না, পিতা! কন্যার কার্য্য কিছুই কর্‌তে পার্‌লেম না বলে তোমার পদে

কতই অপরাধী রহিলাম। মা বাপের কাছে সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা আছে, কিন্তু এর পর আমার দশা কি হবে? পিতা! সেই ভাবনায় আমার হৃদয় আকুল হচ্চে, এই সময় সকল দুঃখ মনে আস্‌ছে, প্রাণের ভিতরে কত রকম হচ্চে, অন্তঃকরণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, ফুটে কিছু বল্‌তে পাচ্চিনে। হায়! দিন দিন দুঃখিনীকে দেখে তুমি যে কত বিলাপ্ কর্‌তে, দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে এক এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলে যে সাম্‌লে নিতে, এ জন্মে দুঃখিনীর জন্যে কত মনঃপীড়া পেয়েছ, আমার কারণে কত যন্ত্রণা সয়েছ, আজ তোমার সকল তাপ জুড়ুল। পিতা! বুঝি তোমার সঙ্গে দ্যাখা হলো না, তোমাকে নমস্কার।—হা পিতা! যাকে বাল্যকালে অভিমানিনী বল্‌তে, যাকে দেখ্‌বামাত্র আনন্দ গদ্‌গদস্বরে "মা আমার কোথায় যাচ্চ" বলে কোলে করে নিয়ে আদর কর্‌তে, যাকে সন্তোষ কর্‌বার জন্যে "মনোরমার রাঙা বর হবে, এত গহনা দেবে।" বলে প্রফুল্লিত হতে, যাকে এক মুহূর্ত্তও চক্ষের অন্তর কর্‌তে না, সেই মনোরমা আজ জন্মের মত বিদায় হলো।

যবনিকাপতন।

সমাপ্ত।